উপনিষদের শক্তিবাদ-ভাষ্য

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :
http://www.shaktibad.net

ইন্টারনেট সংস্করণ :
জানুয়ারী ১৪, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংনীয়।

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর প্রবর্তিত শক্তিবাদ ধর্ম আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমরা বিশ্বাস করি, যদি ভারতকে আবার জগৎসভায় হৃত আসন ফিরে পেতে হয়, শক্তিবাদই একমাত্র পন্থা। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর রক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যে তাঁর রচনাবলীর এক বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই প্রয়াসেরই অঙ্গ আমাদের এই ''উপনিষদের শক্তিবাদ-ভাষ্য'' প্রকাশ।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আমাদের কাছে সাহিত্য গ্রন্থ বা নীতিকথার পাঠ নয়, বরং এক বিজ্ঞান - মানুষের বিকাশের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রন্থের মত এর প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা নিরীক্ষণপূর্বক মননই শক্তিবাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। অবশ্যই মননের সীমারেখা আছে। তাই নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপাসনা এবং নিজের জীবনে অধীত সত্যকে প্রয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াস না থাকলে একসময় শক্তিবাদ আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য।

যেহেতু এ এক বিজ্ঞান গ্রন্থ, তাই প্রথাগত সাহিত্য-দৃষ্টিতে একে মার্জিত করার কোন প্রয়াস আমরা করি নি, বরং স্বামীজীর লিখনশৈলী ও ভাষা আমরা যথাসম্ভব অটুট রেখেছি। প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে স্বামীজীর ভাষার যে কোন বৈচিত্র্য আমরা ''আর্ষপ্রয়োগ'' হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কালের গহন গতিতে আজ যাচাই করা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত ''আর্ষপ্রয়োগ'' আর কোন্‌টা বা ''প্রেসের ভূত''। তাই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সামান্য পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছি। সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সময় যথাসম্ভব কম কলম চালানোর নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

সমস্ত তৎসম ও ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ভব শব্দের বানান মূলে অশুদ্ধ থাকলে, আমরা শুদ্ধ করে নিয়েছি। যেখানে বিভক্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাচ্ছে বা অর্থহীন ঠেকছে সেখানে আমরা যথাযথ পরিবর্তন করেছি। সর্বনাম পদ বাংলায় সম্মানসূচক (যেমন - ইনি, ইঁহাদের) ও সাধারণ (যেমন - এরা, ইহাদের) এই দুই রকম হয়ে থাকে। ক্রিয়াপদও সেইমত গঠিত হয়। এই ব্যাপারে কোনও অসঙ্গতিকে আমরা যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছি। ক্রিয়াপদ যেখানে কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে কর্মবাচ্যে আছে বা কর্মবাচ্যের পরিবর্তে কর্তৃবাচ্যে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিধায় কোন কোন স্থানে আমরা ব্যাকরণ মাফিক পরিমার্জন করেছি। কিছু স্থানে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এর বাইরে আমরা যে কোন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি, সবই পাদটীকায় ''প্রকাশকের নিবেদন'' বলে প্রকাশ করেছি। ''প্রকাশকের নিবেদন'' বলা না থাকলে সেই সব পাদটীকা মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

গ্রন্থকার কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (আনুমানিক ইং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)। সেই সংস্করণই আমাদের আকরস্বরূপ। কঠোপনিষদের ৪৬তম মন্ত্রটির শক্তিবাদ ভাষ্যে স্বামীজী তাঁর চেষ্টায় বিশ সহস্র অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ কর্তৃক তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রদেয় এক পত্রের কথা বলেছেন। সেই পত্রটি সংগ্রহ করে পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হল।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শক্তিবাদ ভারতের বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। সহস্র বছরের অনাচার দগ্ধ ভারত আবার নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে। এই লক্ষ্যে যদি আমাদের প্রয়াস কণামাত্রও সাহায্য করে, আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত -
প্রকাশক

ওঁ হং সঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

গুরুপূজা

বাবা!

বাল্যকালে আপনার আশ্রয়ে আসিয়া সুদীর্ঘকাল আপনার সঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিনও কোন প্রকার আবদার করিয়াছি বলিয়া আমার মনে আসে না। আপনি অবশ্যই অত্যন্ত স্নেহের প্রভাবে কোন কোন সময় আমাকে আদর স্নেহ করিয়াছেন। আমি নীরবেই উহা গ্রহণ করিয়াছি। সমস্ত দিন কাজ কর্মে থাকি এবং সামান্য নিদ্রার পর সমস্ত রাত্রিটাই সাধনায় কাটাই। আপনার মনে কি ধারণা হইয়াছিল, উহা আমার জানা নাই; কিন্তু একদিন প্রশ্ন করিলেন - ''এখন কিরূপ বোঝ।'' আমি খুব সংক্ষেপে বলিলাম, ''যাঁহা উৎভাসিত হইয়াছে, তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিলে সমস্ত মতবাদের সঙ্গে টক্কর আসিবে।'' ইহার পর হইতেই আপনার একই কথা - ''লেখ।'' আমি কোনই উত্তর দিতাম না। ফলে, একদিন ঘাড়ে ধরিয়া হাতে মসীসিক্ত লেখনী ধরাইয়া মৃদু ধাক্কায় আমাকে টেবিলের নিকট লইয়া গেলেন এবং লিখিতে বাধ্য করিলেন। আমি সেই দিনই কেবল লিখিয়াছিলাম - ''ওঁ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।''

আপনি ঘাড়ে হাত রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন; ইচ্ছা আরও কিছু লিখি। আমি বলিলাম - ''আপনি যান বাবা। আমি লিখিব।'' প্রথম বই প্রেসে দিবার পূর্বে আপনাকে দেখাই নাই। বই প্রেস হইতে বাহির হইবার পূর্বেই আপনি শরীর ছাড়িলেন। আমার মনে ভয়ঙ্কর আঘাত - কেন বলিলাম, ''আপনি যান বাবা! আমি লিখিব।''

একদিন দর্শন শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আপনি বলিলেন, ''মহামায়ার পাঠশালায় আসিয়াছ, ইহাই পড় (অর্থাৎ সাধন তপস্যা কর) কত দর্শন তুমি নিজেই লিখিবে।'' অনেক লিখিয়াছি - ক্রমবিকাশ, শক্তিবাদ, ধর্মশিক্ষা, শক্তিশালী সমাজ, গীতাভাষ্য, সিদ্ধসাধক, উপনিষদভাষ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। লিখিতে আমার শ্রান্তি বা আলস্য নাই, লিখিবার উপাদানেরও অভাব নাই। ঋষি-জ্ঞানের মহানভাণ্ডার এবং গুরুদের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে আপনি আমাকে যোগ করিয়া দিয়াছেন। শিবের জ্ঞানধারা এবং গুরুদের আশীর্বাদ, সবই আমার সঙ্গে যুক্ত আছে। অনেক লিখিলেও বাহ্য কর্মে আমার আলস্য ও অবসাদ নাই। প্রথম বই আপনাকে না দেখাইবার জন্য যে মানসিক আঘাত, উহাও এখন আমার আর নাই। আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি - শক্তিবাদের কর্ম ও জ্ঞানধারা সবই আদি গুরু শিব এবং ঋষিদেরই চিন্তাধারার মর্মকথা। আপনার রূপ, রং, স্পর্শ, কণ্ঠধ্বনি, ঘাড় ধরিয়া লিখানো এবং আপনার আবেশ মূর্তি, সদা সর্বদা

সত্যানন্দের সঙ্গে যুক্তই রহিয়াছে। আপনি এভাবেই সুলভ থাকুন, আপনাকে বার বার প্রণাম। ইতি

বুদ্ধ পূর্ণিমা
কলের্গতাব্দা: ৫০৬৯
ইং ১৯৬৮

প্রণতঃ
সত্যানন্দ

ওঁ হং সঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

গ্রন্থকারস্য

ঈশ, কেন ও কঠোপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিত হইল। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা কালে ব্যাস লিখিত বেদান্ত দর্শন, উপনিষদ এবং গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, এই জ্ঞান শাস্ত্রের সম্মুখে দুর্বলবাদ ভিত্তিক বৌদ্ধবাদ ভাঙ্গিয়া যায়। ভারত এখন ভয়ঙ্কর দুর্নীতির সম্মুখীন হইয়াছে। কংগ্রেসের যবনবাদ তোষণ-নীতির ফলে ভারত ছিন্নভিন্ন খণ্ডিত লজ্জিত; অন্নবস্ত্রহীন গৃহহীন সরকারী আদেশে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নানা দুর্নীতির নরকশালায় পরিণত হইয়াছে। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, শক্তিবাদকে যদি ভারত ভিত্তি করিয়া না দাঁড়ায় তবে ভারতের সর্বনাশ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকিবে।

আচার্য শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি গড়িয়া ছিলেন, দুর্বলসমাজবাদীয় বৌদ্ধবাদ ভাঙ্গিবার পক্ষে উহা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের ভারত উহা হইতেও ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সম্মুখীন। মক্কাবাদী যবন, জড়বাদী নাস্তিকের দল এবং মূর্খবাদী গান্ধীর শিষ্যগণ এক হইয়া ভারতের মূল উৎপাটনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। অর্থলোভে ইহারা সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্ম-বিসর্জন দিয়াছে। শক্তিবাদ যদি সামনে না আসে তবে ভারত কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।

ক্রমবিকাশ গ্রন্থে আমরা অনেক বলিয়াছি; শক্তিস্তরের তিনটা স্তর; (১) অষ্টশক্তির স্তর, (২) সমষ্টিভূত অষ্টশক্তির ক্রিয়াময় স্তর এবং (৩) সমষ্টিভূত অষ্টশক্তির নির্গুণ বা ক্রিয়াহীন স্তর বা অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমাদের বিপ্লবী গুরু আচার্য শঙ্কর নির্গুণ বা ক্রিয়াহীন ব্রহ্মচেতনাকে কেন্দ্র করিয়া যে মতবাদের ভিত্তি দান করিয়াছিলেন অধ্যাত্মভারতকে রক্ষার কার্যে সেই মতবাদ আজ যথেষ্ট শক্তিদান করিতে পারিতেছে না। আমরা অধ্যাত্ম ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য সমষ্টি সক্রিয় অষ্টশক্তির স্তরকে প্রধানতা দান করিয়া ক্রমবিকাশতত্ত্ব এবং গীতা ও উপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিলাম। নির্গুণ অষ্টশক্তির স্তর বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ এবং সক্রিয় অষ্টশক্তির স্তর বা শক্তিস্তর তত্ত্বতঃ এক হইলেও সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ বিশ্বরক্ষার কাজে শক্তিস্তরের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। ব্যাস লিখিত ''বেদান্ত সূত্রের'' শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিবার সুযোগ আমাদের হইবে কিনা, সে কথা আমরা জানি না - যতদিন সেই সুযোগ আসিতেছে না ততদিন চিন্তাশীলগণ ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানাবলম্বনে উপাসনা এবং শক্তিবাদ শরণম্ আয়ত্ত করুন এবং ক্রমবিকাশ, শক্তিবাদ, শক্তিশালী

সমাজ, সিদ্ধসাধক, গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য এবং উপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া আত্মগঠন ও সমাজগঠনে মন দিন।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্য - পৃঃ ১ হইতে ।

শান্তি মন্ত্র ব্যাখ্যা - ১॥ ''ঈশবাস্যম্'' ব্যাখ্যা - , শক্তিবাদ ও অসুরবাদ বিজ্ঞান, আত্মকৈন্দ্রিক ও অহংকৈন্দ্রিক মতবাদ॥ ''কুর্ব্বণ্যেবেহ'' মন্ত্র ব্যাখ্যা - , শত বৎসর জীবন স্বাস্থ্য ও কর্ম্ম-বিষয়ে শক্তিশালী নীতি। ''অসূর্য্য নামা'' মন্ত্র ব্যাখ্যা - । ''অনেজদেকং'' মন্ত্র ব্যাখ্যা - । আত্মা লক্ষণ। ৫নং মন্ত্র ব্যাখ্যা - । ৬ নং মন্ত্র ব্যাখ্যা আত্মজ্ঞপুরুষের লক্ষণ - । ৮নং মন্ত্র ব্যাখ্যা - । ''শাশ্বতীভ্যসমাভ্যঃ'' - । চণ্ডীর শক্তিতত্ত্বের জড় ও চেতনা দুইই শক্তিময় - । দুর্গা মূর্তির আবির্ভাব, অসুর নাশ - । শক্তিবাদ সূত্রম্ - । ব্রহ্ম দর্শন সূত্র - । ''অন্ধং তমঃ'' মন্ত্রের ব্যাখ্যা - । আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান, অহংকে কেন্দ্র করিয়া অসুরবাদ ও দুর্ব্বলবাদ। অবিদ্যা, বিদ্যা, অসম্ভূতি, সম্ভূতি ব্যাখ্যা - । হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ মন্ত্র ব্যাখ্যা - । সূর্য্য জ্যোতিঃ, মন্ত্র - । ভস্মান্তং শরীরং মন্ত্র ব্যাখ্যা - , যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যথা পূর্ণ জীবন কথা। অগ্নির প্রদর্শিত সুপথ ব্যাখ্যা - ॥

সামবেদীয় কেনোপনিষদ্ পৃঃ হইতে পৃঃ ।

''আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গাণি'' শান্তি মন্ত্র ব্যাখ্যা - । প্রথম খণ্ডে ১ নং মন্ত্র ব্যাখ্যা - । ২ নং মন্ত্র ব্যাখ্যা - । ৩। ৪ নং মন্ত্র ব্যাখ্যা - । গুরুবাদ প্রধান ভিত্তি। ২য় খণ্ড আত্মজ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম পরিচালিত না হইলে বিপর্য্যয় - । ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষণ - । মৃত্যুর পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন - । তৃতীয় খণ্ড, দেবাসুর সংগ্রামে দেবতার জয়ই ব্রহ্মের জয়। হৈমবতীর আবির্ভাব; ব্রহ্মজ্ঞান ও শক্তিজ্ঞান তত্ত্বতঃ এক। ৪র্থ খণ্ড। ইন্দ্র দেবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন? । অধিদৈবত, অধ্যাত্ম - । ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ও সাধনা - ।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদ পৃঃ হইতে গ্রন্থের শেষ।

শান্তি মন্ত্র ''সহনা ভবতু'' ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বেদনাপূর্ণ জীবন কথা - । অন্নদান কর্ম্মে প্রসিদ্ধ বংশজ ঔদ্দালিক ঋষি, তাহার পুত্র নচিকেতা। গোপালন কথা - । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জীবন কথার সঙ্গে নচিকেতার জীবন কথার সাদৃশ্য। নচিকেতার শরীর ত্যাগ ও যমরাজার গৃহে গমন, স্বর্গ - । নচিকেতাকে যমকর্তৃক অগ্নিচয়ন উপদেশ। অগ্নিই অনাদি শক্তিতত্ত্ব । নচিকেতাকে উপহার দান । শিষ্য লক্ষণে শক্তিবাদিতার বিকাশ দেখিয়া যমরাজার সন্তুষ্টি । ত্রিসন্ধ্যার শক্তি উপাসনাই অগ্নি উপাসনা । তৃতীয় বরে নচিকেতার আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা । অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জয়; চকিৎ ব্রহ্মজ্ঞান । বালিকা কন্যায় আকর্ষণ শক্তি কম, ইহা মানা যায় না । নচিকেতা দীর্ঘজীবন চান না । দ্বিতীয় বল্লী। কঠোপনিষদে মোট ৬টি বল্লী, প্রথম অধ্যায়ে তিন

এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিন। শক্তিবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান । শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ বিষয়ে বিবেক। বিদ্যা অবিদ্যা । জহরজ্যোতিঃ । পরলোক জ্ঞানহীন বালক ও ফিলোসোফার । যমরাজা, অগ্নিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা। শক্তিতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব দুই-ই অনুশীলন করা কর্তব্য । যোগভিন্ন আত্মজ্ঞান অসম্ভব । কিরোপ্র্যাকটিস ও মেরুদণ্ড সাধনা । নচিকেতাকে ''ওঁ'' দীক্ষা। ওঁকার সাধনার কথা । শিবলিঙ্গ ধ্যান ও ব্রহ্ম গায়ত্রী উপাসনা। অমর আত্মা; মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের আত্মা বিষয়ে এক ধারণা । আত্মাই আত্মার জ্ঞাতা । দুশ্চরিত্র হইতে বিরত না হইলে আত্মজ্ঞান অসম্ভব । তৃতীয়া বল্লী। শরীরস্থিত সুকৃত ফলভোগকারী আলো ও ছায়ার মত দুই রকম পুরুষ - । রথযাত্রা ও শরীর তত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব - । মহৎ, অব্যক্ত ও পরমতত্ত্ব - । রাজযোগের ক্রিয়া, মৌন ক্রিয়া - । আত্মজ্ঞান কঠিন পথ - । শ্রাদ্ধকালে কঠোপনিষদ পাঠ ও দান কর্ত্তব্য - । দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথমা বল্লী। বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়গণ - । আত্মজ্ঞানহীন মানুষ, বালক - । এতদ্বৈতৎ - । মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত অঙ্গুষ্ট পরিমাণ পুরুষই আত্মা। আত্মা ধূম্রহীন পুরুষ - । দ্বিতীয়া বল্লী। একাদশ দ্বার। শরীরটি আত্মার - । তিনিই ব্যাপক আত্মা। মস্তিষ্ক মধ্যে থাকিয়া তিনিই শরীর রক্ষা ও চালনা করেন। জ্যোতির্লিঙ্গ। মক্কাবাদীদের পশুত্ব ও বর্বরতা - । অগ্নি তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া আত্মজ্ঞানের সাধনা - । সৃষ্ট জীব ও বস্তু নিত্য বদলাইয়া যাইতেছে, এ জন্য ইহা অনিত্য। অসুরবাদ ধর্ম্ম আইন ও কলম প্রয়োগে ভাঙ্গিয়া দিবে, হিন্দুমাত্রই জন্মান্তরবাদী - । ন তত্র সূর্য্যো ভাতি - । তৃতীয় বল্লী। সৃষ্টি ও অশ্বত্থ বৃক্ষ কথা। সৃষ্টির মূলে প্রাণশক্তি - । রাষ্ট্র ভাষা সংস্কৃত, হিন্দী অচল - । শক্তি তীব্র গতিরূপা, ভারতের কনস্টিটিউশন বদলানো প্রয়োজন - । আত্মকেন্দ্রে, স্বপ্নে ও সঙ্গীতে ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ কতটা? - । ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ মূল শক্তি হইতে - । স্থির মনেই আত্মার প্রকাশ - । যোগের কথা। গ্রন্থি ভেদ, ব্রহ্মনাড়ী - । অঙ্গুষ্ঠ পুরুষ, শিলাপিণ্ড - । কয়েকটি শান্তি মন্ত্র - । শক্তিবাদ শরণম্ - । গ্রন্থ শেষ।

শুক্ল যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষৎ

উপনিষৎ মানে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ। উপ + নি পূর্বক সদ্ ধাতু ক্বিপ করিলে উপনিষৎ শব্দ হয়। উপ = নিকট। নি = নিশ্চয়। সৎ = প্রাপ্তি। ইহাই ব্যাকরণ গত অর্থ। আমরা ইহার অর্থ করিতেছি :- উপ = নিকট। নি = লইয়া যায়। সৎ = ব্রহ্মতত্ত্ব। যে বিদ্যা সাধককে ব্রহ্মতত্ত্বের নিকটস্থ করে, উহার নাম উপনিষদ।

শান্তিমন্ত্রম্। ওঁ পূর্ণ মদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

অদঃ পূর্ণম্ (ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ [ব্রহ্মদ্বারা] পূর্ণ)। ইদং পূর্ণম্ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ [ব্রহ্মদ্বারা] পূর্ণ)। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেই ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও নির্গুণ এবং নিশ্চল ব্রহ্ম পরিপূর্ণই আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই শান্তিমন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের তিনটি স্তরের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ, ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম মানস ও অতিমানস জগৎ এবং উভয় প্রকারের ক্রিয়াহীন নিশ্চল নির্গুণ ব্রহ্ম। মন্ত্রে বলা হইয়াছে তিনটি স্তরই পূর্ণ। স্তরে স্তরে মন চিন্তাশূন্য ও ব্যাপক হয়। চঞ্চল মনদ্বারা যে দর্শন, উহা সীমাবদ্ধ দর্শন। সেই দর্শনে শান্তি হয় না। নিশ্চল আত্মা এবং স্থূল বিশ্বের মধ্যবর্তী স্তরে মন অবস্থিত থাকে, মন যতই আত্মার সমীপস্থ হয়, মনে ততই শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। আত্মার প্রভাবে প্রভাবিত মন সাম্য ও ব্যাপক থাকে, এজন্য মন সেই পরিস্থিতিতে যাহা কিছু দর্শন করে, সবই ব্যাপকরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান কর, কায়াকাশের ধ্যানে মন নিবিষ্ট কর এবং মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডে মন দাও। ধীরে ধীরে মন্ত্রের সব কথাই সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

"পূর্ণমিদঃ" ইত্যাদি শান্তি মন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে শক্তিবাদমূলক। মহাশক্তিই জগৎরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। মহাশক্তি অনাদি গতিরূপা মহানতত্ত্ব, এই গতির মধ্যে দুইটি তত্ত্ব ওতঃপ্রোত অবস্থিত। উহার একটি গতিরূপা, অন্যটি গতির স্তব্ধভাব। এই গতিহীনা শক্তিতত্ত্বই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব। সাধক, শক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্বরূপ, তৈজসরূপ এবং প্রাজ্ঞরূপ চিন্তা কর। আবার এই 'গতি'কে অবলম্বন করিয়াই সাধক নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বও জানিতে পারিবেন।

প্রতিটি জড়বস্তুই শক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ। আজ জড়দৃশ্যবস্তুও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে আর জড় নাই। তাঁহাদের দৃষ্টিতে শক্তিই জড়রূপে দৃশ্য। শক্তিবাদ বলে, এই শক্তিই দ্রষ্টা ও চেতনা সত্ত্বা। তন্ত্রের ব্রহ্মমন্ত্র ''সচ্চিদেকং ব্রহ্ম''। ''সৎ (জড়), চিৎ (চেতনা) একই ব্রহ্ম।'' (দ্রঃ ক্রমবিকাশ গ্রন্থ)।

ব্রহ্মনাড়ী এবং শিবপিণ্ড সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমরা চিত্রের সাহায্যে ইহার ধারণা স্পষ্ট করিতেছি। পাঠক ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দেখুন। জীবের মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া আত্মা অবস্থান করেন। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা মূল শক্তি। মনকে ব্রহ্মনাড়ীতে নিবিষ্ট না করিয়া উপনিষদ পর্যালোচনা পূর্ণাঙ্গিক হইতে পারে না। আমাদের মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক অবস্থিত। ২টি বড় মস্তিষ্ক, ২টি ছোট মস্তিষ্ক, সুষুম্না শীর্ষক (মেডুলা অবলঙ্গাটা) এবং শিবপিণ্ড মিলিয়া মস্তিষ্ক। শিবপিণ্ড হইতেছে বড় মস্তিষ্ক, ছোট মস্তিষ্ক, ও সুষুম্না শীর্ষকের কেন্দ্রস্থল। শিবপিণ্ড হইতেই ব্রহ্মনাড়ীটি মেরুদণ্ডের মধ্যপথে মূলাধার পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। মন্দিরে যে শিবমূর্তি স্থাপিত হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডটি উহারই আকারে নির্মিত হইয়া থাকে। গড়িয়াস্থিত শক্তিবাদ মঠে স্থাপিত শিবমূর্তিগুলি দর্শন করিলে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। শিবমূর্তিতে সর্প থাকে, ইহা ব্রহ্মনাড়ীরই প্রতিভূ। আমরা কয়েকটি চিত্র দিলাম। পাঠক চিত্র পরিচয় অংশ পাঠ করুন।

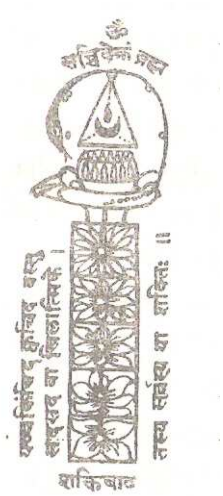

১ নং চিত্র

এই চিত্রের সর্পকে ব্রহ্মনাড়ীর সঙ্গে তুলনা করুন। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধার কেন্দ্রগুলি ব্রহ্মনাড়ী বা শিবমূর্তিস্থিতসর্প অঙ্গে জড়িত আছে। আজ্ঞাচক্রই মস্তিষ্ক। এই শিবপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া দ্বাদশার্ণ গুরুপাদুকা ও নাদ বিন্দু প্রভৃতি সমস্ত সাধনার গুপ্ত সঙ্কেত এই মনোগ্রাম চিত্রে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্দ্ধপ্রান্তই সর্পের মস্তক ও ফণা অংশ। পাঠক ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দেখুন।

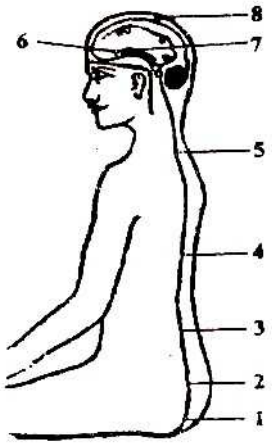

২ নং চিত্র

এই চিত্রটি পাঠককে নিজের দেহস্থিত মেরুদণ্ড এবং মস্তিষ্ক অবলম্বনে ব্রহ্মনাড়ী এবং শিবপিণ্ড ধারণায় অধিক সাহায্য করিবে।

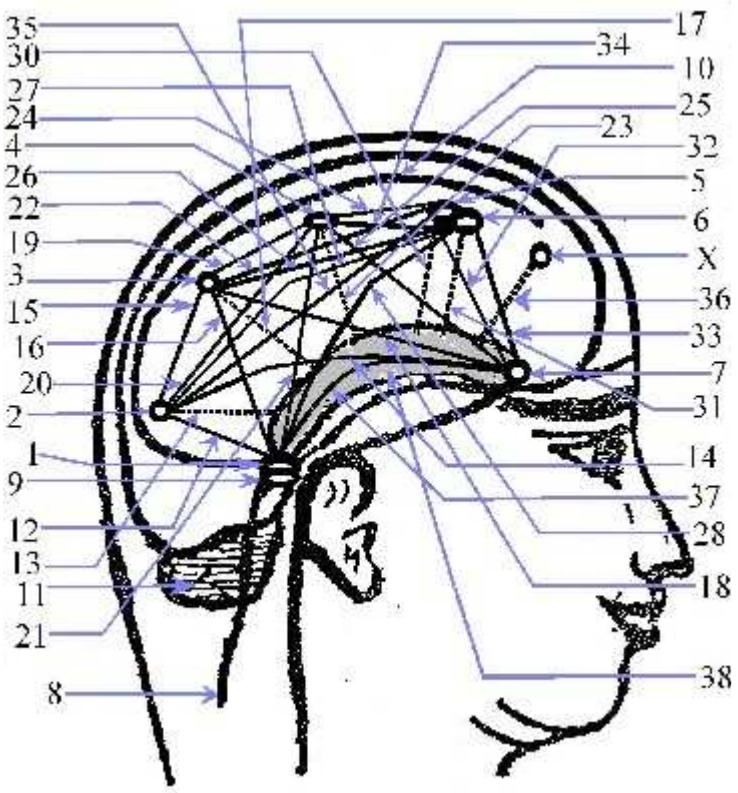

৩ নং চিত্র

এই চিত্রের ৭ এবং ৯ নং কেন্দ্র মধ্যবর্তী সমস্ত স্থান শিবপিণ্ড। অর্থাৎ ৩৮ নং স্থান শিবপিণ্ড। ইহার অন্যনাম ‘‘সেতুস্থান’’।

এই চিত্রের ৮ নং মেরুদণ্ড মধ্যগামী ব্রহ্মনাড়ী, ১১ নং স্থান ছোট মস্তিষ্ক। সম্পূর্ণ বাম বৃহৎ মস্তিষ্কটির মধ্যে অসংখ্য নাড়ীসংস্থান এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। (ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। যে সব ধর্মশাস্ত্রে খুদা বা গড এর আকাশের কোণে বাড়ি আছে বলিতে চায়, সেই সব শাস্ত্রের গড্‌জ্ঞান ও খুদাজ্ঞান উপনিষদের আত্মজ্ঞানের তুলনায় এক একটি অন্ধকারময় মূর্খতার ঢিপি মাত্র। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ সব ভ্রান্ত ধারণাই বিশ্বের সব অজ্ঞান, মূর্খতা এবং দুঃখের কারণ। বিশ্বের সব ভাষায় এবং সমস্ত রাষ্ট্রে শক্তিবাদ সমন্বিত ব্রহ্মবিদ্যা (উপনিষৎ) বিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া কর্তব্য। ভারত রাষ্ট্র যদি নিজের কল্যাণ চায় তবে এখনই এই পথ গ্রহণ করিবে এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বিভাগে এই নীতি প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট হইবে।

১। ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

"পৃথিবীতে যত রকম পদার্থ আছে, সবই ঈশা দ্বারা (ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা আত্মা দ্বারা) ব্যাপ্ত। এইরূপে ব্রহ্ম দর্শন না করিলে তুমি ভোগী হইবে। তুমি কাহারও ধনে অভিলাষ করিও না।"

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রে বেদের ঈশ্বরবাদ এবং অবৈদিকের অহংবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মূলীভূত পার্থক্য বিষয়ে বলা হইল। ঈশ্বরবাদীরা যাহাকে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ বলেন নাস্তিক্যবাদীরা তাহাকেই ভোগ্য বিষয়রূপে দর্শন করেন এবং ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। যে সব ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরকে আকাশে অবস্থানকারি এবং স্বর্গ ও নরকদাতা ব্যক্তি বিশেষ মনে করেন, তাহারাও যে নাস্তিক্যবাদী ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ঈশ্বর ব্যাপক, যাহার ব্যাপকত্ব নাই এমন বস্তুকে বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর মানিলে, উহাও ঈশ্বর মানা হয় না। এ জন্যই আকাশে ঈশ্বর থাকেন, ইহা মানিয়া অহংমত্ত মক্কাবাদী বর্বররা কাফেরদের ধন স্ত্রী ও সম্পত্তি লুণ্ঠনের এবং কাফের উচ্ছেদের অনুকূলে মতবাদ এবং রাষ্ট্র স্থাপনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। (কুরাণ - সুরা ৯। আঃ ২৯॥ সুরা বরায়ত। আঃ ৫। আঃ ১৪। আঃ ৩॥ সুরা ৮। আঃ ৩৯। ১॥) এখানে বেদ মন্ত্রে স্পষ্ট বলিয়াছে, কাহারও ধনে আশা করিও না। অহংমত্ত ও জড়বাদী কম্যুনিষ্টরা অন্য যে কোন লোকের ধন কাড়িয়া লইবার পক্ষপাতী। সম্পত্তি ও ধন কাড়িয়া লইবার জন্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র এবং কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ডেমোক্রেট রাষ্ট্র এক ভাবেই দুষ্কার্যে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বুকে কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ডেমোক্রেট রাষ্ট্রে আজ নীতিহীনতা, শোষণ, কর্মহীনতা, ভেজাল এবং না খাটিয়া বা কম পরিশ্রমে অধিক ধনলোভ প্রতিটি মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করিতেছে। বেদ বলেন, "কাহারও ধনের আশা করিও না। ব্যাপক ঈশ্বরে মন দাও, উহাই শান্তির পথ। আত্মহন হইও না।" এই বিজ্ঞানে রাষ্ট্র গঠন কর। অসুর ধর্ম্ম, অসুর সমাজ ও অসুর রাষ্ট্র উচ্ছেদ কর।

ভারতের উপাস্য তত্ত্বগুলিকে মোট ৭ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় দেখা যায়, প্রত্যেক দেবতাকেই ব্যাপক বলা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের ৫৮টি অধ্যায়ের মধ্যে শেষ অধ্যায়টির নাম ''ঈশোপনিষদ''। সংহিতার লক্ষ্যই হইল দেবতাদের স্তুতিগান সমন্বিত মন্ত্ররাশি। কেবল গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি নামক সগুণ ব্রহ্মই ব্যাপক তত্ত্ব নহেন; অনেকের মতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, আদি দেবতাগণও ব্যাপক ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকার নাম মাত্র। এ সম্বন্ধে আর্য সমাজ প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী লিখিত বেদের ভাষ্য গ্রন্থে প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, দেবতা, অবতার, মহাপুরুষ, পিতৃ এবং প্রেত পিশাচাদি। এই ৭ প্রকারের উপাসনার মধ্যে কোন উপাসনাকে আমরা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার শাখাই বলিব, যদি উহাতে অসুরবাদের প্রভাব না থাকে। কোন দেবতা বা উপদেবতা যদি অসুরবাদীয় আদেশ দান করেন, তবে উহা দৈব আত্মা নহে, উহা অসুর আত্মা। অসুর আত্মাকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিলে, উহার ফলে, সাধকের স্বভাবে হীন বৃত্তি আসিয়া থাকে।

আমরা গীতার ভাষ্যে, অহং কৈন্দ্রিক মতবাদ এবং আত্ম কৈন্দ্রিক মতবাদের কথা বলিয়াছি। অহংবাদী লক্ষ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ স্তরের বিকাশসম্পন্ন আত্মবাদী একজন মহাত্মার মত ও বুদ্ধি যে শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রমাণ করিতে হয় না। অহং কৈন্দ্রিক অসুরে বেশী বিকাশ হয় না। গণেশ, সূর্যাদি স্তরের দুর্বলবাদী নেতাদের কর্মশক্তি ও বুদ্ধি হইতে অহং বাদী অসুরদের কর্মশক্তি ও বুদ্ধি বেশী। পূর্ণ শক্তি-স্তরের ঋষি ও কর্মীদের কর্মশক্তি অসুরদের বুদ্ধি ও কর্মশক্তি অপেক্ষা সীমাহীন অধিক।

২। কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতꣳ সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথে তোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

''ইহলোকে (সব রকম) কর্ম সকল সম্পন্ন করিবে এবং শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করিবে। ইহার অন্যথা করিবে না। মানবের জন্য লিপ্ততাহীন কর্মই বিহিত।''

শক্তিবাদ ভাষ্য। ঈশোপনিষদকে আচার্য শঙ্কর যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাহাতে এক মত নহি। আমাদের মতে ''সংহিতা ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ'' (অর্থাৎ ত্রিবিধ বেদ) সম্পূর্ণরূপে শক্তিবাদমূলক।

এখানে ''কর্মাণি'' (সর্বকর্ম) করিবার কথা আছে। ইহার মানে ইহা নয় যে বর্ণবিহিত একটি শাখার মাত্র কর্ম করিবে। মন্ত্রের মতে সব মানুষ সব রকম কর্মে অভ্যস্ত হইবে। জাতিগত ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ কর্ম মানিয়া অন্যান্য কর্মেও অভ্যস্ত হইবে। কর্মহীনতা বা বিলাসিতা কখনও কোন শ্রেষ্ঠ জীবনের আদর্শ হইতে পারে না। এখন সাধুদের মধ্যেও সাজসজ্জা ও বিলাসিতা দেখা দিয়াছে। ইহা অশোভন।

''জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'' অর্থাৎ অটুট স্বাস্থ্য গড়িয়া লইতে হইবে। এবং সে সঙ্গে অটুট মনও গড়িতে হইবে। অর্থাৎ দুর্বলবাদের সীমা অতিক্রম করিবে। নৈরাশ্যবাদীরাই

মরিতে চায়, আত্মহত্যারূপ মহাপাপের কথা নৈরাশ্যবাদীরাই ভাবিতে সাহস পায়। শরীর ও পরিবার রক্ষার জন্য প্রচুর কর্ম করিবে, সমাজকে শক্তিশালী করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিবে এবং রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ভিত্তিতে গঠন করিবে। অসুরবাদকে ধ্বংস করিবার অনুকূলে শক্তিসংগ্রহ রাখিবে। এ জন্য দুর্বলবাদের সীমার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই ভাবেই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে। শত বৎসর ধরিয়া মূর্খ, গুণ্ডা ও অসুরের দাস হইয়া থাকিবার কথা বেদ বলেন নাই। এ জন্যই ''সমাঃ'' কথা আছে। প্রচুর কর্ম করিবে, নিটোল স্বাস্থ্য গড়িয়া লইবে। আত্মাকে ধরিয়া থাকিবে, অসুর বাদরূপ আবর্জনাকে সমাজ হইতে পুছিয়া দিবে।

''কর্মে লিপ্ত না হইবার'' আদেশ আছে। যাঁহারা ব্যাপক ঈশ্বরের ধ্যান করেন, তাঁহাদের কর্ম লিপ্ততা স্বতঃই কমিয়া যায়। ঈশ্বরবাদ না মানিবার দরুণ অথবা ঈশ্বরকে ব্যাপক ঈশ্বর না মানিবার দরুণই, মানবের চরিত্রে দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদের প্রভাব হয়। মন যত বেশী স্থির, ঈশ্বরতত্ত্ব তত বেশী ব্যাপক রূপে প্রতিভাত হয়। মূর্তি ধ্যানের লক্ষ্য হইতেছে, মনকে স্থির ও একাগ্র করা। মূর্তিধ্যান, জ্যোতিঃধ্যান, বিন্দুধ্যান ও ব্রহ্মধ্যান এই চার প্রকারের ধ্যানবিধান আছে। সব ধ্যানের লক্ষ্য, ব্রহ্মধ্যানের স্তরে মনকে নিবিষ্ট করা। লক্ষ্য শক্তিবাদ এবং ব্যাপক ঈশ্বরবাদ। এই লক্ষ্য স্থির থাকিলে মূর্তি, জ্যোতিঃ, বিন্দু ও ব্রহ্মধ্যান একই ফল প্রদান করিবে।

৩। অসুর্যা নাম যে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

যাহারা আত্ম হন ও জ্ঞানহীন তমসাচ্ছন্ন মানুষ, তাহারা মৃত্যুর পর অসুরলোকে গমন করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে 'অসুরলোকে'র কথা বলিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহা প্রেতলোকের একটা অংশ বা একটা স্তর। পৃথিবীতে অসুর ভাবাপন্ন বংশ এবং অসুর ভাবাপন্ন সমাজ আছে। দৈব ভাবাপন্ন মানুষের মধ্যে কেহ বা কাহারও কোন কারণে বা শাপান্ত কারণে অসুরকুলে জন্ম হইতে পারে। তাঁহাদের মৃত্যুর পর অর্থাৎ শাপান্ত জীবনের অবসানে তাঁহারা আবার দৈবলোকে চলিয়া আসেন। অসুরজীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি যে মনে বিবেক, শান্তি ও জ্ঞানের নীতি প্রতিভাত হয় না। এরূপ মানবজীবন অপেক্ষা পশুর জীবন ভাল।

মৃত্যুর পূর্বে মানুষের মন যদি মোহাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে তাহার প্রেত শরীর লাভ হয়। দানাদি মহান কার্যকারী মহাত্মাও যদি মোহাচ্ছন্ন থাকেন তবে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রেতলোক প্রাপ্তি হয়। সে নিজের মোহে নিজের অজ্ঞানে নিজেকে আবদ্ধ করে এবং নিজে নিজে ধন, খাদ্যলোভ ও মোহসম্বন্ধীয় পরিজনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। এও এক ভয়ঙ্কর যাতনাময় নরকজীবন। আমরা পাঠ্যকালে এক বিখ্যাত দাতা নামধেয় ... মহসীনের নাম পড়িয়াছি। ৩য় হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত দাতাবাবার নামটি পাঠ্যপুস্তকে

শোভিত থাকিত। কিন্তু তাহার দান যাহাতে কোন কাফেরের বিদ্যালাভে সাহায্য না হয়, এজন্য বিশেষ নির্দেশ ছিল। ভদ্র লোকের মোহ তাহাকে যে বেহেস্তটি দান করিতে সক্ষম উহা শক্তিবাদের ভাষায় প্রেত লোকের অংশ মাত্র। প্রেতযোনিতে খাদ্যলোভ আছে, কিন্তু খাদ্যপ্রাপ্তির উপায় নাই। ইহাতে স্নেহ ভালবাসার স্পর্শ পাইবার আকর্ষণ আছে, ভয়ঙ্কর জ্বালা আছে; কিন্তু স্নেহস্পর্শ পাইবার কোনই পথ নাই। ইহাতে ধনরক্ষার জন্য প্রবল আগ্রহ আছে, কিন্তু সে ধন ধরিবার বা ব্যয় করিবার কোনই পথ নাই। যতক্ষণ প্রেত নিজে নিজের ভুল বুঝিতে না পারে ততক্ষণ তাহার মুক্তি নাই। হিন্দুদের মধ্যে প্রেত শরীর হইতে পরলোকগামীদের মুক্তি দিবার জন্য শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, রুদ্রযজ্ঞ, গীতা ও উপনিষদ পাঠ এবং সৎলোককে অন্নদানের ব্যবস্থা আছে। অন্য কোন ধর্মে সে সব ব্যবস্থা নাই। বাইবেলে ও কুরাণে মৃত্যুর পর ৫০০০০ বৎসর কবরে অবস্থানের পর আল্লাহ্‌র পু বাজিবার পর মিঞা ও মিঞানীদের জাগিয়া উঠিবার কথা আছে।

এই ঘটনার পর কাহারও ভাগ্যে অনন্ত নরক এবং কাহারও ভাগ্যে অনন্ত স্বর্গ দিবার প্রতিজ্ঞা আছে। আমরা বলিতে পারি এ ভাবে কবরে (বা অন্যত্র) বাস এবং বিচার লীলা এবং বিচারের পর অখণ্ড স্বর্গ বা নরক সবই কাল্পনিক কথা। এই ভাবে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দিবার দরুণ, সে সব বেচারাদের ভাগ্যে নিজ নিজ কবরের কাছাকাছি থাকা এবং অনন্তকালের জন্য প্রেতযাতনা ভোগ ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই। আজকাল কিছু কিছু শিক্ষিত মুসলমান ও পণ্ডিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে ব্যাপক ঈশ্বর, জন্মান্তরবাদ ও দার্শনিকনীতিতে চিন্তা করিতে দেখা যায়। ইহারা যে পূর্বজন্মে জন্মান্তরবাদী ঘরের লোক ছিলেন এবং আসুরিক চিন্তা ও আসুরিক কর্মের প্রভাবে ঐরূপ জন্ম হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ দিকে হিন্দুদের মধ্যেও ব্যক্তি-ঈশ্বরবাদী বা বিশ্বাসবাদীয় ধার্মিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া সমাজে দুর্বলবাদ প্রবল হইয়াছে। ইহারও পরিণতিতে ''প্রেতযোনী'' প্রাপ্তি স্বাভাবিক। দার্শনিক ও জন্মান্তরবাদের স্টাইলে বাক্যচতুর অনেক অহিন্দুকে দেখিয়াছি; কিন্তু নিরীহ কাফের ঠ্যাঙাইয়া বা কাফেরানীকে ফুসলাইয়া বেহেস্তে যাইবার নেশা হইতে বিরত হওয়া যে ভাল, ইহা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না। কথার পাণ্ডিত্য এবং সমাজজীবনের আদর্শে শক্তিবাদ ধরিয়া না রাখিয়া দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদের সীমারেখায় আবদ্ধ থাকা এক নহে।

৪। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

তিনি এক, তিনি স্পন্দন রহিত, মন হইতেও বেগবান, (পূর্বযুগের) দেবতাগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই। তিনি স্থির হইলেও সকলকে অতিক্রম করিয়া অধিক দ্রুত বেগশীল। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়ই মাতরিশ্বা (সগুণব্রহ্ম) স্নেহরস (আশীর্বাদ) দান করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ''ব্রহ্ম (ঈশ) স্পন্দন রহিত এবং মন হইতেও বেগবান'' বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য যে মন হইতেও তিনি চেতনা সম্পন্ন। বেগবান মন চেতনার নিকটস্থ

হইলেই স্থির হয়। উন্নত সাধকের মন যে কোন বিষয়েই চঞ্চল হইয়া যে কোন দিকে গমন করুক না কেন, সেইখানেই সাধক মনকে স্থির করিয়া লয়েন এবং ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ঈশতত্ত্ব সেই স্থানেই পূর্ব হইতেই অচল অবস্থায় স্থিত আছেন। চঞ্চল মন এবং নিশ্চল চেতনার স্বরূপগত ভেদ এখানে স্পষ্ট করা হইয়াছে। নিশ্চল ঈশ সত্ত্বা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং তুরীয় স্তরে একইরূপে ব্যাপ্ত আছেন। মন যে কোন স্তরেই দৌড়াদোড়ি করুক না কেন, স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেইস্থানেই নিশ্চল ব্রহ্মের সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিবে। এ জন্যই মন হইতে ঈশ সত্ত্বাকে বেগবান বলা হইয়াছে। মন একবার চেতনার সংস্পর্শ লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মন সব দিক হইতেই চেতনা হইতে প্রতিফলিত স্থৈর্যরূপে ঘিরিয়া যায় এবং নিজের চঞ্চল সত্ত্বা হারাইয়া ফেলে। যে কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই মন ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করিতে পারে। বিষয় ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ব্রহ্ম সবস্থানেই একই থাকেন।

পূর্ববর্তী দেবতাগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। এখানে পূর্ববর্তী কথা থাকিবার ইহাই লক্ষ্য যে দৈবী ভাবাপন্ন মানবগণকেই দেবতা বলা হইয়াছে। নয়তো দেবতারা তো সবই অমর, তাহাতে আবার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কথার প্রয়োজন কি? দৈবী ভাবাপন্ন মানবগণই অসুরগণকে দমন করেন। দৈবী ভাবাপন্ন দেবতাগণকে গীতার ৯ম অধ্যায় নির্দিষ্ট রাজযোগের অভ্যাস করাইলে তাঁহারাও আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিবেন। যাহা হউক, পূর্ববর্তী দেবতাগণ না জানিলেও তাঁহাদের গুরু ঋষিগণ জানিতেন।

"মাতরিশ্বা" মানে হিরণ্যগর্ভ। ক্রমবিকাশে বিষ্ণু স্তরের কথা আছে। স্থূল সৃষ্টির স্তর, গণেশ স্তর, সূর্য স্তর, বিষ্ণু স্তর পর্যন্ত দৈব স্তর। দৈব স্তরের পূর্ণ বিকাশ বিষ্ণু স্তরে। ইনিই হিরণ্যগর্ভ এবং ইনিই "মাতরিশ্বা"। ইহার পর শিব স্তর এবং মহাশিবস্তর (অর্থাৎ মহৎ স্তর)। শিবস্তরের সামান্য একটা বিন্দুতে অহং তত্ত্ব বিদ্যমান। এই অহং তত্ত্ব ভেদ হইলেই জীব জ্ঞানী হন এবং আরও তপস্যায় অগ্রবর্তী হইলে নির্গুণ চেতনা স্তর পর্যন্ত সমস্ত স্তরের জ্ঞান লাভ করেন। এই স্তরের পরই অব্যক্ত স্তর। পুরুষোত্তম স্তর অব্যক্ত স্তরের পরপারে। ক্রমবিকাশে আমরা অব্যক্ত ও পুরুষোত্তম স্তরকে শক্তিস্তরের অন্তর্গত বলিয়াছি। অহং তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া জীবত্ব বিদ্যমান। জীব না থাকিলেও সৃষ্টির এই স্তরগুলি থাকে। জীব আত্মরক্ষা আত্মপুষ্টি এবং আত্মবিকাশের পথে নানা প্রকার ধর্ম, কর্ম এবং যোগযাগ করেন। এসব স্তরগুলি ঈশা রূপের বিভিন্ন প্রকার আশ্রয় ক্ষেত্র। ইঁহারা অনাদি চেতনা ব্রহ্মের নানা স্তর। এ সব স্তরের মধ্য দিয়েই জীবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। এই আশীর্বাদ, স্নেহরস বা শান্তিধারাকেই অপঃ (জল) নামে এই মন্ত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

৫। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

তিনি চল, তিনি অচল, তিনি দূরে, তিনি নিকটে। তিনি সর্ব জগতের অন্তরে এবং তিনি সর্ব জগতের বাহ্যদেশে আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তিনি চল, এ জন্যই সমস্ত জগৎ তাঁহার অভ্যন্তরে প্রকাশিত আছে। তিনি অচল, ইহার অর্থ যে কোন জগতের যে কোন* স্তরে, মন স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অচল চেতনা প্রকাশিত হয়। মন যে সব জগতে বিচরণ করে এবং যে সব বিশ্ব চেতনা হইতে বিকশিত হইয়াছেন সব বস্তুরই অন্তর এবং বাহ্য জগৎ চেতনা দ্বারা পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ চেতনা একটু সরিয়া না গেলে, জগৎ কোথায় থাকিবে? জগৎ থাকা মানেই তিনি সচল।

মন স্তরে স্তরে স্থির হয় এবং আত্মতত্ত্বও যে স্তরে স্তরে গণেশ সূর্য বিষ্ণু শিব এবং শক্তি স্তরে, ক্রমে ক্রমে অনুভূতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মধ্যানের পথে অগ্রসর হইবার লক্ষ্যে সাধক হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করেন। ইঁহারাই রাজা ও ধনী হন। আত্মধ্যানের মধ্য দিয়াই যজ্ঞ দান তপস্যা ও সর্বপ্রকারের লৌকিক এবং অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করিতে হয়। শিবস্তরের এক অংশে যেমন জীবের অহংকারটি অবস্থান করে, ঠিক সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ বা বিষ্ণুস্তরের এক অংশে, জন্মজন্মান্তরের কর্মফল জমা থাকে। আত্মজ্ঞানরূপ মহান তপস্যার প্রভাবে সেই সঞ্চিত সুকৃতিগুলি ফলোন্মুখ হয়। ইহার ফলেই সাধক বাকী জীবনটুকু সুখে কাটাইয়া দেন। সাধনার পুণ্যফলে এবং অন্য জন্মের সুকৃতির প্রভাবে এবং হিরণ্যগর্ভরূপ সগুণ ব্রহ্মের আশীর্বাদে সাধক আত্মসুখ ও বিশ্বসুখ উভয়ই লাভ করেন। সাধনার পথে অনেক স্তর অতিক্রম করিতে হয়। এ জন্যই তিনি দূরে এবং সমস্ত স্তর ভেদ হইয়া মন স্থির হইলে, তিনি যে অত্যন্ত নিকটে, ইহা বুঝা যায়।

৬। যজ্ঞ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুস্পতে॥

যিনি সর্বদা সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্বভূতে দর্শন করেন, তিনি সেইরূপ আত্মদর্শনের ফলে ঘৃণা করেন না।

৭। যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ॥

যে সময়, সর্বভূতই আত্মারই রূপ, সাধকের এইরূপ অনুভব হয়, তাঁহার মোহ এবং শোক থাকে না। ইহার কারণ, তিনি সর্বত্র একই চেতনা অনুভব করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের লক্ষণ কিরূপ, উহা জানা যায়। পূর্ব মন্ত্রে চেতনালক্ষণ বলা হইয়াছিল।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - স্বচ্ছতার খাতিরে এই শব্দটি আমাদের সংযোজন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অসুর এই পাঁচ প্রকার মনোবিজ্ঞান ও কর্ম বিভাগের মানুষ আছে। সকলেই একই আত্মা বিদ্যমান, কিন্তু সকলের স্বভাব, কর্ম ও জীবনের লক্ষ্য এক নহে। একজন ব্রহ্মজ্ঞানীর আত্মদর্শনের ফলে, সকলে কি আত্মার মত স্বচ্ছ রূপ ধারণ করিবে? মানুষ যদি সাধনা দ্বারা নিজ নিজ স্বরূপ না বদলায়, তবে ঐরূপ দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করিলে, সমাজের ক্ষতি হইবে কি না? সর্প, ব্যাঘ্র, গণ্ডারকে এবং অন্যান্য নিরীহ জীবজন্তুকে একই ব্রহ্মরূপে দর্শন করিলে বা ব্যবহার করিলে, উহার ফলে মানবের সমাজ এবং আত্মরক্ষায় ক্ষতি আনিবে কি না? পুরাণে বহু স্থানে দেখা যায়, অসুরগণ তপস্যা দ্বারা শিবের তুষ্টি বিধান করিয়া বর গ্রহণ করিয়া, সেই বরের প্রভাবে শিবকেই হয়রাণ করিয়া তুলিয়াছে। ঈশোপনিষদের ৩য় মন্ত্রেও দেখা যায়, অসুরগণকে আত্মহন বলিতেছেন এবং তাহাদের জন্য অন্য লোকে অবস্থানের কথা বলিতেছেন। আসুরিক মনোবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ উপনিষদের নীতি নয়। ভ্রান্ত সমদর্শনের ফলেই যুধিষ্ঠিরের বনবাস, অজ্ঞাতবাস, স্ত্রীর অপমান এবং শেষ কালে কুরুক্ষেত্রের কোলে আসিয়া দেখা দিল, শ্রীকৃষ্ণ কথিত গীতা বা শক্তিবাদ নীতি। এ সব অভিজ্ঞতার পরেও ভারতে গান্ধীবাবার আশীর্বাদে আবার অহিংসাবাদ; ফলে মক্কাবাদীদের দ্বিজাতি নীতি মানিয়া লইয়া পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা; ইতিহাস বিখ্যাত বর্বর চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল। ভারতের বুকে জাতীয়তার শত্রু পাকিস্তানের শিষ্য এবং চীনের শিষ্যগণকে জাতীয়তার মর্যাদা দান ইত্যাদি সমনীতির অত্যন্ত বাড়াবাড়ি চলিয়াছে। চীনের আক্রমণে ভারতের নেতারা প্রথম ৫ বৎসর কাল অহিংসা এবং আত্মরক্ষায় শক্তিপ্রয়োগের যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছেন। যখন আক্রমণ আরও তীব্র হইল তখন ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, দেখা গেল, আত্মরক্ষার যাদুমন্ত্রের পিছনে কোনই প্রস্তুতি নাই। সৈনিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, অন্ন এবং রাস্তাঘাটও নাই। মিথ্যাবাদিতা, ধাপ্পা, স্বার্থপরতা এবং গদীর লোভ ভিন্ন ইহাদের পিছনে কোন নৈতিক বল নাই। আপনারা যদি মনে করেন, ইহা উপনিষদের সমদর্শন নীতি, তবে উপনিষদ আপনার মত শিষ্যকে পরিত্যাগই করিবে জানিবেন। অসুর নীতির ভিত্তিতে পশু হইতে হীন স্তরের সমাজগঠন ঋষিগণ করেন নাই। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদী সমাজ গঠনই বেদের এবং উপনিষদের আদেশ। অহিংসাবাদী বৌদ্ধগণ ও গান্ধীবাবার শিষ্যগণ সর্বতোভাবে এই নীতির অপলাপ করিয়াছেন। এবং ভারতের বুকে সর্ব্ব রকমে অসুরবাদের প্রশ্রয় দিয়াছেন এবং নিজেরাও স্বার্থ, মিথ্যা কথা এবং ধাপ্পা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। অসুরবাদীরা সমদর্শনের নীতি গ্রহণের অযোগ্য। ইহা এই উপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রে বলিয়াছেন। কাজেই, এই বিষয়ে সময় নষ্ট না করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে যোগ্য শক্তি প্রয়োগের ভিত্তিতেই সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করিয়া চার বর্ণ ধর্মের সঙ্গে অসুরবাদ বিরুদ্ধ রীতিনীতি ও শাস্ত্র ও শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৮। স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ মস্নাবিরꣳশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থাৎ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

তিনি দেশকালের বাধা অতিক্রম করিয়া সর্বব্যাপী, তিনি শুদ্ধপ্রকাশময়, তিনি কায়াহীন, তাঁহাতে ক্ষত নাই (অক্ষতঃ), তিনি অস্নাবিরং (শিরা রহিত, অর্থাৎ শরীর ধর্ম বর্জিত ব্যাপক তত্ত্ব), তিনি শুদ্ধ (নির্মল), তিনি অপাপবিদ্ধম্ (তাঁহাতে পাপ স্পর্শ করে না অর্থাৎ পাপকর্ম তাঁহাতে নাই)। তিনি কবি (সর্বদ্রষ্টা), তিনি মনীষী (সর্বজ্ঞ)। তিনি পরিভূঃ (সর্বোপরি বিরাজমান, অর্থাৎ তিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই)। তিনি স্বয়ম্ভূ (নিজে নিজেই আছেন)। তিনি (পরমাত্মা) শাশ্বতীভ্যঃ (শাশ্বতী শক্তিগণকে) এবং (সমাভ্যঃ) কালগতিতে সৃষ্টি ও লয় চক্রকে নিজ নিজ কর্তব্য সমূহকে যথাযথ করিবার শক্তিদান করিয়াছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রে ব্রহ্মলক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রটিতে 'শাশ্বতীভ্যঃ এবং সমাভ্যঃ' শব্দ দুইটি অত্যন্ত উন্নত স্তরের ব্রহ্মজ্ঞানমূলক অনুভূতির কথা। ক্রমবিকাশ গ্রন্থে যাঁহারা শক্তিস্তর বা পুরুষোত্তম স্তর সম্বন্ধে ভাল আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের নিকট ইহা দুর্বোধ্য থাকিবে। এই উপনিষদের ৪র্থ মন্ত্রে মাতরিশ্বার কথা আছে। মাতরিশ্বা - বিষ্ণু স্তর এবং তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভ দৈবজগতের কেন্দ্র এবং সমস্ত দেবশক্তির সমষ্টি। এই মাতরিশ্বা ব্যতীতও অতিরিক্ত দুইটি সগুণ ব্রহ্মের স্তরের কথা এই মন্ত্রে বলিলেন। ইহার একটি হইতেছে, শাশ্বতীভ্যঃ এবং অন্যটি হইতেছে সমাভ্যঃ। ''শাশ্বতীভ্যঃ'' মানে কালচক্রের তিনটি স্তর। গীতার অধ্যায় ৮, শ্লোক ১৮তে অব্যক্ত ও ব্যক্ত কালচক্রের কথা আছে। সৃষ্টি অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয় এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে যায়। এইরূপ সৃষ্টি ব্যক্ত হওয়া মানে ''দিবা'' এবং সৃষ্টি অব্যক্তে যাওয়া মানে ''রাত্রি''। আমরা ক্রমবিকাশ নাম গ্রন্থে ব্যক্ত সৃষ্টির স্তরকে 'মহৎ' তত্ত্ব বলিয়াছি। অন্যটিকে অব্যক্ত তত্ত্ব বলিয়াছি। এই মহত্তত্ত্বে পুরুষোত্তম প্রতিবিম্বকে ''জীববীজ'' বা ''অহংতত্ত্ব'' এবং শক্তিস্তরের পাঁচটি শক্তি প্রতিফলিত হইয়া পঞ্চতন্মাত্র স্তর বলিয়াছি। এই ''পঞ্চতন্মাত্র এবং অহং বীজ'' মহত্তত্ত্বের যে অংশে অবস্থান করে, উহাই শিবস্তর। শুদ্ধ মহত্তত্ত্বের নাম উন্নত বা ''পরম শিবস্তর''। গীতায় সৃষ্টির এই অংশের নাম ''অক্ষয় পুরুষ''। গীতার মতে এই অক্ষয় পুরুষ অনাদি। এখানে উপনিষদেও এই তিনটি স্তরকে ''শাশ্বত'' বলিতেছেন। এখানে ''সমাঃ'' বলিতে পুরুষোত্তম স্তরের (ক্রমবিকাশ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য) অনাদি অষ্টশক্তি, যাহা আমরা অ ই উ ঋ ঌ ও ং ঃ, বা সৃষ্টি, বিজ্ঞান, শান্তি, কর্ম, প্রাণ, সুখ, জ্ঞান এবং কর্তৃত্ব শক্তি নাম দিয়াছি। আচার্য শঙ্কর এই মন্ত্রের কোন অংশকেই স্পষ্ট করেন নাই। এই মন্ত্রের সমস্ত কথাই সিদ্ধ সাধক গ্রন্থে কালীমূর্ত্তি রহস্য অংশে স্পষ্ট করা হইয়াছে।

শাশ্বতীভ্যঃ - শাশ্বতীগণকে। ক্রমবিকাশে অব্যক্তের পরপারে অবস্থিত অষ্টশক্তির কথা বলা হইয়াছে। এই অষ্টশক্তিই শাশ্বতী শক্তি। এ সব শক্তি অনাদি। ইহাদের ক্ষয়-উদয় নাই। ইহারা একই শক্তিরূপে অবস্থিত আটটি শক্তি। অর্থাৎ ইহারা আটটি হইলেও সমষ্টিগত ভাবে একই শক্তি। এই সমষ্টি-ভূতা আদ্যাশক্তিই একাধারে গতিরূপা অনাদি ক্রিয়াশক্তি। ইনিই অনাদি রজঃ, অনাদি ক্রিয়া এবং অনাদি অগ্নি। যজ্ঞাদিতে এই অগ্নি শক্তিরই উপাসনা হয়। এই অনাদি রজঃ বা অগ্নি বা গতিশক্তি নিজেই নির্গুণ ব্রহ্ম।

ব্রহ্মমন্ত্রে ইনিই ''সৎ'' সত্ত্বা, অষ্টশক্তির সমষ্টিভূতা - এই অগ্নি শক্তিই স্থির অবস্থায় অনাদি চেতনা বা নির্গুণ ব্রহ্ম। সমষ্টিভূতা শাশ্বতীশক্তি এবং নির্গুণ চেতনা তত্ত্বতঃ এক। অর্থাৎ দৃশ্যগতিশক্তিই স্থির অবস্থায় নিশ্চলা দ্রষ্টা চেতনা। এই নিশ্চল চেতনাই নির্গুণ ব্রহ্ম। একই আদ্যাশক্তির দুই প্রকার বা দুই রকম রূপ। অথবা একই নিশ্চল চেতনার দুই প্রকার রূপ - একটি দ্রষ্টা ও চেতনা বা 'ব্রহ্ম' নামে খ্যাত, অন্যটি দৃশ্যশক্তিরূপে 'সৎ ব্রহ্ম' নামে অভিহিত। এই জন্য ব্রহ্মমন্ত্রে ''সচ্চিদেকং ব্রহ্ম'' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ''সৎ (শক্তি) এবং চিৎ (চেতনা) একই ব্রহ্ম''। সৎ মানে শাশ্বতী শক্তি। এই শাশ্বতী শক্তি এক হইলেও আটটি। আমরা এই অষ্টশক্তিকে ক্রমবিকাশে অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ও, অং এবং অঃ এইরূপ আট নাম দিয়াছি। এই আটটি যখন একটির মধ্যে থাকে তখন ইহারা ''ঋ'' রূপে থাকে। এই ঋ-ই র। এই ঋ-ই রেফ্। এই ''রেফ্'' এর মধ্যে কালী তারা আদি দশমহাবিদ্যার তত্ত্ব নিহিত আছে। ''রেফস্তু ত্রিপুরা দেবী দশ মূর্ত্তিময়ী সদা''। (রাধাতন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে ''যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে, তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তি'' : ''সৎ (চেতনা) অথবা অসৎ (জড়) রূপে অবস্থিত প্রত্যেকটি বস্তুই শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। এই শক্তিই তোমার রূপ।'' ইহা অতীব বিস্ময়ের কথা যে সমষ্টিভূতা অষ্টশক্তিই ''চেতনা'' বা ''নির্গুণ ব্রহ্ম''। অষ্ট মূলশক্তি বা শাশ্বতী শক্তিগণ যখন ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্য করেন, তখন ইহারা চেতনা বা দ্রষ্টা নহেন, তখন ইহারা দৃশ্য এবং সত্যকথা বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয়, যে ইহারাই ''জড়'' বা ''দৃশ্যশক্তি''।

বিচ্ছিন্নরূপে অষ্টশক্তিকে জড়শক্তি বলিলাম এবং সমষ্টিরূপে অষ্টশক্তিকে ক্ষয়উদয়হীন ''আদ্যাশক্তি'' বা ''অনাদি চেতনা'' বলা হইল। আদ্যাশক্তিরই দুইটি রূপ, ইহার একটি গতিরূপা দৃশ্য মহাশক্তি, অন্যটি নিশ্চলা দ্রষ্টা চেতনা। এই আদ্যাশক্তির অন্তর্নিহিত 'চেতনা' কখনও কখনও ধীর সাধকের অনুভূতিতে দ্রষ্টারূপে প্রকাশ পায়। সমষ্টি অষ্টশক্তিই শেষ দৃশ্য মহাশক্তি এবং সমষ্টি অষ্টশক্তিই দ্রষ্টা চেতনা। এই যে 'চেতনা', ইনিই শুক্র, ইনিই অকায়, ইনিই অক্ষত (অব্রণ), অস্নাবিরং (শিরারহিত, অর্থাৎ শরীরধর্ম বর্জিত), ইনিই শুদ্ধং (নির্মল), অপাপবিদ্ধং (ধর্মাধর্ম বর্জিত বা জড়তাহীন), ইনিই কবিঃ (সর্বদ্রষ্টা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দ্রষ্টা), ইনিই মনীষী (সর্বজ্ঞ), ইনিই পরিভূঃ (সর্বোপরিস্থিত, তাঁহার উপরে আর কেহই নাই), ইনি স্বয়ম্ভূঃ (নিহেতুক), ইনিই যাথার্থ তত্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ (যথাযথ রূপে শক্তিদান করিয়াছেন), শাশ্বতীভ্যঃ (শাশ্বতী শক্তিগণকে, পূর্ব প্রকাশিত অষ্টশক্তিগণকে, কালীপূজা বা শক্তিপূজানির্দিষ্ট অষ্টশক্তিগণকে, কালীপূজা এবং দুর্গাপূজা নির্দিষ্ট কোটি যোগিনীগণকে, কালীপূজা নির্দিষ্ট পঞ্চদশ যোগিনীগণকে) এবং সমাভ্যঃ (মূল অষ্টশক্তি হইতে জাত আটটি জগৎ এবং এসব জগৎ-প্রভুগণকে)।

''যাথাতথ্যতোঽর্থাং ব্যদধাৎ'' মানে ''যথাযথরূপে শক্তিদান করিয়াছেন।'' মূল অষ্টশক্তিগণ শক্তিস্তরের সমষ্টি অষ্টশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রিয়াশীল নহেন। অর্থাৎ এই অষ্টশক্তি শক্তিস্তরে বিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল থাকিলেও মূলতঃ ইঁহারা মূল সমষ্টি অষ্টশক্তি

হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। এজন্য ইঁহাদের শক্তি কখনও শেষ হয় না। এই জন্যই মন্ত্রে যথাযথ ভাবে শক্তিদানের কথা উল্লেখ আছে।

অব্যক্তের পরপারস্থিত পুরুষোত্তম স্তর বা শক্তিস্তর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দেখুন। অষ্টশক্তির আট প্রকার শক্তি ক্রিয়া, ইহাদের সমষ্টিভূত সক্রিয় আদ্যাশক্তিক্রিয়া এবং ক্রিয়াহীন আদ্যাশক্তি বা চেতনা বা নির্গুণ ব্রহ্ম, সবই অব্যক্তের পরপারের কথা। অব্যক্তের পরপারস্থিত অব্যক্ত শক্তি এবং অব্যক্তের আশ্রিত অব্যক্ত জগৎ তত্ত্বও এক নহে।

অব্যক্ত শক্তি (ঃ) অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সেই অনুপাতে অব্যক্ত জগৎ অনেকটা স্থূল। অব্যক্ত জগতে, প্রলয় সময়ে সৃষ্টির সমস্ত উপাদান অতি সূক্ষ্মরূপে রক্ষিত থাকে। সেই সব উপাদান পুনঃ সৃষ্টিকালে আবার প্রকাশ হয়; কিন্তু অব্যক্ত শক্তিতে সেইরূপ কিছুই থাকে না। ইনি প্রভুর অঙ্গীভূত সাথী সাক্ষাৎ প্রভু। এইরূপে, জ্ঞানশক্তি (ং) এবং জ্ঞানজগৎ মহত্তত্ত্ব এক কথা নহে। জ্ঞানশক্তি অব্যক্ত শক্তির মত নির্গুণ চেতনার সহিত অচ্ছেদ্য, সাক্ষাৎ 'চেতনা'-স্বরূপ। সৃষ্টির নিয়মে এই জ্ঞানশক্তি অব্যক্তের মধ্য দিয়া সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হন। অব্যক্ত তত্ত্ব ভেদ করিয়া 'জ্ঞানশক্তি' অব্যক্ত-আধারে নিজেকে দিয়া নবীন সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইহাই মহত্তত্ত্ব। জ্ঞানশক্তি শক্তিস্তরে শুধুই জ্ঞান কণা। ইহা অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ব, ইহাও চেতনার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু মহত্তত্ত্বের উপাদানে শুধু জ্ঞানশক্তি থাকে না। অব্যক্ত ক্ষেত্রে জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি (অ) মিলিয়া মহত্তত্ত্ব হন। এই মহত্তত্ত্বে পুরুষোত্তম প্রতিফলিত হইয়া জীববীজ হয় এবং এই মহত্তত্ত্বে অব্যক্ত শক্তি (ঃ) প্রতিফলিত হইয়া আকাশ তন্মাত্র হয়, উ শান্তিশক্তি প্রতিফলিত হইয়া রস তন্মাত্রা সৃষ্টি হয়, ঋ প্রতিফলিত হইয়া রূপ তন্মাত্র, ই বিজ্ঞানশক্তি প্রতিফলিত হইয়া বায়ু তন্মাত্র, ৯ (প্রাণশক্তি) প্রতিফলিত হইয়া ক্ষিতি তন্মাত্রা সৃষ্টি হয়।

পুরুষোত্তম স্তরের অঙ্গীভূত শান্তি শক্তি, অব্যক্ত জগৎ ও মহৎ জগৎ ভেদ করিয়া মহৎ জগতের আশ্রয়ে স্থিত হন, ইহার ফলে শান্তি জগৎ প্রস্তুত হয়। এই শান্তি জগতে তন্মাত্র কণা এবং জীববীজ আশ্রয় পায়। পুরুষোত্তম স্তরের অঙ্গীভূত বিজ্ঞানশক্তিই মহৎজগৎ এবং শান্তিজগৎ ভেদ করিয়া শান্তিজগতের আশ্রয়ে বিজ্ঞানজগৎ প্রস্তুত করে। বিজ্ঞানজগতে তন্মাত্র কণাগুলি পরস্পর হইতে ভাগ হয় এবং জীব বীজগুলি কলার ভেদ অনুসারে বিভক্ত হয়।

পুরুষোত্তম স্তরের অঙ্গীভূত ইচ্ছাশক্তি অব্যক্ত, মহৎ, শান্তি ও বিজ্ঞান জগৎ ভেদ করিয়া সৃষ্টির আরও একটি স্তর প্রস্তুত করে যেখানে নানা প্রকার তন্মাত্রকণার সংযোগে নানাপ্রকার রূপের আকারে ক্ষিতি, অপ, তেজ, আদি জগতের আকারগুলি প্রস্তুত হয়। এ স্তরে জীব বীজগুলিও কলার তারতম্যানুসারে নানারকম জীবের আকার ধারণ করে। আকার ধারণ করিলেও এ সবে স্থূলত্ব আসে না।

পুরুষোত্তম স্তরের অঙ্গীভূত প্রাণশক্তি, অব্যক্ত জগৎ, মহৎ জগৎ, শান্তি জগৎ, বিজ্ঞান জগৎ, এবং ইচ্ছা জগৎ, ভেদ করিয়া আরও একটি জগৎ প্রস্তুত করে। ইহারই নাম ''প্রাণ জগৎ''। এই প্রাণ জগতে ক্ষিতি অপ তেজ প্রকার আকারের জীবগুলি স্থূলরূপ ধারণ করে। ইহাই আমাদের স্থূল বিশ্বরূপ। ইহাকেই প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি বলে।

পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্ত্রী, পুরুষ মিলনের মধ্য দিয়া, তাঁহার সৃষ্টির নিয়মকে কার্যকরী করেন। এইভাবেই নানা স্তরের জীবের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এ সব কথা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে ভালভাবে আলোচিত হইয়াছে। পাঠক ক্রমবিকাশ দেখুন।

যাহা হউক, পুরুষোত্তম স্তরে নির্গুণ ব্রহ্মসত্ত্বায় অষ্টশক্তি জড়িত আছেন বলিয়াই তিনি কবি, মনীষী, পরিভূ এবং স্বয়ম্ভূ আদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। শক্তিবাদে ইহাই আদ্যাশক্তি। একই আদ্যাশক্তির দুইটি রূপ; উহার একটি অনাদি ক্রিয়ারূপা মহাশক্তি অন্য রূপটি অনাদি ''চেতনা''। ক্রিয়ারূপা আদ্যাশক্তিই অনাদি অগ্নির রূপ। সন্ন্যাসীরা এই ''রজঃ'' অতিক্রম করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্যই ''বিরজঃ'' যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াই সন্ন্যাসী হন। বি = বিগত। রজঃ = ক্রিয়া বা অগ্নি। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পর সন্ন্যাসীরা আর অগ্নি স্পর্শ করেন না। বা যজ্ঞও করেন না। আমাদের আনন্দমঠের ক্রম সাধনায়, অন্তিম দীক্ষা হইবার পর ''বিরজা'' যজ্ঞ করিবার বিধান আছে। এই অন্তিম দীক্ষার পর প্রত্যেক সাধককেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজযোগের অবলম্বনে অবস্থান করিতে হয়। অন্তিম দীক্ষার পর বারো বৎসর কাল ব্রহ্মতত্ত্ব বা অনাদি শক্তিতত্ত্ব অনুশীলনের ফলে 'বিরজঃ ব্রহ্ম' বা 'বিরজঃ চেতনা' তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

অব্যক্তের পরপারে নির্গুণ ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে ''শাশ্বতী শক্তি''গণ ক্রিয়াশীল থাকেন, ইহা বলা হইল; এই শাশ্বতী শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে অব্যক্ত, মহৎ, শান্তি, বিজ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা এবং প্রাণজগৎগুলি গড়িয়া উঠেছে, তাহাও বলা হইল। এই সব জগৎ বা সৃষ্টির স্তরগুলির সহিত এই সব জগতের কর্তৃত্বশক্তিও বিদ্যমান। কর্তৃত্বসম্পন্ন এ সব জগৎগুলিই ''সমাভ্যঃ'' নামে মন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। অব্যক্ত জগৎই মহাকাল শিব, মহৎ তত্ত্বজগৎই ''মহাশিব''। শান্তিতত্ত্ব জগৎই শঙ্কর শিব, সুখতত্ত্ব জগৎই বিষ্ণু বা হিরণ্যগর্ভ বা মাতরিশ্বা, বিজ্ঞান জগৎই ''গণপতি''। ইচ্ছাশক্তি জগৎ ও প্রাণশক্তি জগৎই প্রজাপতি ব্রহ্মা। ঈশোপনিষদের অন্যান্য মন্ত্রে ''শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'' কথা আরও স্পষ্ট হইবে। আমরা ব্যাস লিখিত ''বেদান্ত সূত্র'' সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব। তাহাতে ''শাশ্বতীভ্যঃ ও সমাভ্যঃ'' কথার লক্ষ্য আরও স্পষ্ট হইবে।

কালীপূজা ও দুর্গাপূজার মধ্যে পঞ্চদশ যোগিনী, কোটী যোগিনী, উগ্রচণ্ডা আদি অষ্ট শক্তির কথা আছে। অষ্ট শক্তির সমষ্টিভূতা আদ্যাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অনন্ত প্রকার শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। এ সব শক্তিই যোগিনী নামে খ্যাতা। ফলতঃ, এ সব যোগিনীগণ মূল আদ্যাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। অর্থাৎ মূল আদ্যাশক্তিকে বাদ দিয়া ইঁহাদের অস্তিত্ব নাই। মূল আদ্যাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ব পালন, বিশ্ব সৃষ্টি, অসুর নাশ, বিশ্ব ধ্বংস, আদি সব কার্যই সম্ভব। আবার আত্মজ্ঞানলক্ষ্য-সম্পন্ন সাধক, মূল আদ্যাশক্তিতেই নিশ্চল ''চেতনা''র স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। কারণ, অনাদি চেতনা বা অনাদি ব্রহ্ম এই আদ্যাশক্তিরই রূপ। মহানির্বাণ তন্ত্রে ইহাই ''সচ্চিদেকং ব্রহ্ম'' (অর্থাৎ 'সৎ এবং চিৎ একই ব্রহ্ম')।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় মাহাত্ম্যে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গামূর্তির আবির্ভাবের কথা আছে। অসুরদের অত্যাচারে রাজ্যভ্রষ্ট এবং সর্বহারা দেবতাদের তেজ হইতে উদ্ভূত মহাশক্তিই দুর্গা নামে খ্যাতা। এই দুর্গা কে? এই দুর্গা হইতেছেন দৈবীসম্পদসম্পন্ন মানুষের অন্তরে সদা বিরাজিত, অসুর বিরোধী তেজ বা অগ্নিকণা। ইহা নির্গুণচেতনারই কার্য-রূপ। আত্মা অসুরবাদ সহ্য করেন না। তাই আসুরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতাগণের 'তেজ' মিলিত হইয়া যে সঙ্ঘশক্তির উদ্ভব হইয়াছিল (দ্রষ্টব্য চণ্ডী ২য় রূপ), সেই সঙ্ঘশক্তিই মহাশক্তি ''দুর্গা''। এই ''দুর্গা'' আদ্যাশক্তিরই ''তেজকণা'' এবং ইহা সাক্ষাৎ ''আদ্যাশক্তি''। এই শক্তি তেজরূপ সাক্ষাৎ অগ্নিকণারূপে প্রত্যেক মানবে বিদ্যমান। কঠোপনিষদে সত্যই বলিয়াছেন, ''বিদ্ধি ত্বমেতদ্ নিহিতং গুহায়াম্'' (কঠোপনিষদ মং ১৪)। ''গুহায়াম্'' মানে ''মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যগত সুষুম্না গহ্বরে।'' দুর্গাপূজায় মা দুর্গার ''অষ্ট শক্তির''ও পূজা হয়। ইহাদের নাম ও ধ্যানমন্ত্রগুলি অসুরবাদের বিরুদ্ধে কিরূপ ''তেজতত্ত্বরূপে'' বিদ্যমান, উহাদের নামগুলির দিকে মন দিলেই বুঝা যায়। ''উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা।'' মা যেন অসুরের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন হইয়া বিশ্বজোড়া অগ্নি বর্ষণে উদ্যত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তেজ একত্র করিলেও মায়ের তেজের সমান হইতে পারে না। পাঠক জানিয়া রাখুন, ইহা শক্তিবাদী ও দৈবী মানবের আত্মারই তেজপূর্ণ রূপ। দেবতারা নিজ নিজ আত্মতেজকে অসুরের বিরুদ্ধে সঙ্ঘশক্তিরূপে দাঁড় করাইয়া পূজার বেদিতে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহারই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অন্তরের এই বিরাট শক্তি প্রয়োগে অসুরকুল নাশ করিয়াছিলেন।

বাঙালী প্রতি বৎসর এই শক্তিরই উদ্বোধন করিতেছে। কিন্তু কোথায় বাঙালীর তেজবীর্য? অহিংসাবাদী বদমাইসরা ভারতের হৃদয় হইতে এই তেজস্ শক্তির উচ্ছেদ করিয়াছে, যাহার ফলে ভারত খণ্ডিত, লাঞ্ছিত, দুর্ভিক্ষে জর্জরিত এবং ধর্মহীন মনুষ্যত্বহীন। এজন্যই শক্তিবাদী বাঙ্গালীদেরও মধ্যে* যবনদের পদযুগলে তৈল-মর্দনকারী পাপিষ্ঠদের সীমাহীন তাণ্ডবনৃত্য দেখা দিয়াছে। নিত্য আমাদিগকে বহু লোক জিজ্ঞাসা করিতেছে, ভারতের দুর্দশার শেষ কোথায়? আমরাও বলি, অখণ্ড ভারত এবং অখণ্ড বেদবাদকে কেন্দ্র করিয়া যদি তেজ বীর্যের উদ্বোধন হয়, তবেই সুদিন আসিবে। নয়তো ভারতক্ষেত্রে আরও নরক প্রস্তুত হইবে।

শক্তিসাধক যদি মহাশক্তির শক্তিরূপে দেখিতে চাহেন, আত্মশক্তিকে অসুরের বিরুদ্ধে প্রয়োগের কথা ভাবিতে থাকেন, তবে আত্মশক্তির তেজ-অংশ যে অনেক রকম শক্তিরূপ ধারণ করিতে সক্ষম, ইহা বুঝিতে পারিবেন। ইহারাই দশমহাবিদ্যা, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, জয়দুর্গা প্রভৃতি। আবার আত্মতত্ত্ব উন্মেষক সাধক যদি খোঁজ করেন, এই প্রচণ্ড গতিরূপা মহাশক্তির চালক কে? এবং এই শক্তিবাদতত্ত্বের দ্রষ্টা কে? তখন ধীর সাধক ইহাই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন যে অষ্টশক্তির সমষ্টিভূতা মহাশক্তিই ''নির্গুণ-চেতনা'' বা দ্রষ্টা।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এই শব্দটি স্বচ্ছতার খাতিরে আমাদের সংযোজন।

বেদান্ত সূত্রের সঙ্গে এই ''শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'' বাক্যের কি সম্বন্ধ আছে, উহা বলিয়া আমরা অন্য মন্ত্রে প্রবেশ করিব।

বেদান্ত সূত্রের প্রথম তিন সূত্র ব্যাখ্যা করিলেই বেদান্ত সূত্র যে ''শক্তিবাদ সূত্রম্'' ইহা বুঝিতে আর সংশয় থাকিবে না। বেদান্তের ১ম সূত্র ''অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।'' ২য় সূত্র ''জন্মাদ্যস্য যতঃ'', ৩য় সূত্র ''শাস্ত্রযোনি ত্বাৎ''।

(১) ''অথ'' মঙ্গলসূচক শব্দ। অতো মানে এর পর, ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

''এর পর'' মানে কি? আচার্য শঙ্করের মতে - শিষ্য এবার সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়াছেন; কাজেই তিনি এবার ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। সাধনা চতুষ্টয়ে প্রথম সাধনা - ''ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা'' - শিষ্যের মনে এইরূপ ধারণা হইলে, শিষ্য চতুষ্টয় সাধনায় একটিতে সম্পন্ন হইলেন। দ্বিতীয় সাধনা হইতেছে - ''ইহ মূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগঃ''। ''ইহকাল এবং পরকালের সুখ-ফল প্রাপ্তিবিষয়ে শিষ্যের আর অনুরাগ নাই।'' এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন সাধককে দ্বিতীয় সাধনাসম্পন্ন বলা হইয়াছে। তৃতীয় সাধন লক্ষণ হইতেছে ''শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান'' নামক ষষ্ঠ সাধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ শিষ্য এই ছয়টি সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। শম = অন্তর ইন্দ্রিয়ের সংযম। দম = বাহ্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ভোগাবেশ দমন।

উপরতি = মনকে যে কোন সময় যে কোন বৈষয়িক চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিবার শক্তি। শ্রদ্ধা = বেদবাক্যে এবং শক্তিমান গুরুবাক্যে অবিচলিত নিষ্ঠা। (গুরুর নিকট কিছুদিন অবস্থান করিবার পরই বুঝিলাম, যদি নিজের বিচারকেই ধরিয়া রাখি তবে গুরুর সঙ্গে প্রতি পদে পদে মতভেদ দেখা দিবে। কাজেই, আমি* নিজের সমস্ত বিচার ধারাকে এই জীবনের মত ছিকায় তুলিয়া দিলাম।) সমাধান = অধ্যাত্ম বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সমস্তপ্রকার লৌকিক এবং অলৌকিক বিষয়ের মীমাংসা করিবার ক্ষমতা। শক্তিবাদ দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদকে স্পষ্ট করিয়া বিশ্বের সমস্ত প্রকার সমস্যার সমাধানকেই ''সমাধান'' বলে। সাধক যতক্ষণ শক্তিস্তরের সন্ধান পান নাই, ততক্ষণ তাঁহার কোন সমাধানই প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান, সবই শক্তিবাদমূলক। বহুদিন ভারতের সাধনা শক্তিমূলক না হইবার দরুণ, ভারতের সাধক কর্মী গুরু এবং নেতারা আসুরিক অত্যাচারের সামনে ভারতরক্ষার অনুকূলে কোনই ভাল সমাধান দিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে যাঁহারা ভাল জ্ঞানপ্রাপ্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা পাঠ করুন। সাধক সমস্ত শক্তির শেষ কি, জানিতে চাহেন; ইহাই মুমুক্ষত্ব।

চতুর্থ সাধন সম্পত্তির নাম ''মুমুক্ষত্ব''। ক্রমবিকাশের পথে সাধক শক্তিস্তরে আসিয়াছেন। আটটি শক্তির গতি ও ক্রিয়া সবই জানিয়াছেন। সমষ্টিভূত অষ্টশক্তিকেই আমরা ''আদ্যাশক্তি'' নাম দিয়াছি। এই তীব্রশক্তিরূপা আদ্যাশক্তির গতিকে অতিক্রম করিয়া গতিহীন বা দ্রষ্টারূপা চেতনা আদ্যাশক্তিকে জানিবার আগ্রহই ''মুমুক্ষত্ব''। পাঠক

* প্রকাশকের নিবেদন - ''জীবনের মত'' শব্দ দুইটি বাহুল্য বিধায় পরিত্যজ্য হল।

জানেন, শক্তিকণাটি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি কণাটি গতিসম্পন্ন, এজন্য সৃষ্টি ও কর্ম সর্বদা সচল অবস্থায়ই রহিয়াছে। সাধক যদি মনে করেন, গণেশ স্তরেই সমাধান, তবে কম্যুনিজমেই বিশ্বের সমাধান হইত। ভারত ঐ মতবাদে জড়াইয়া আজ চরম উচ্ছৃঙ্খলতার সম্মুখীন হইয়াছে। যদি সূর্য স্তরেই সমাধান, তবে অহিংসবাদী মূর্খরা ভারতকে ভাগ, যবন তোষণ, একতরফা রিফিউজী, ভারতব্যাপী দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ এবং সমস্ত ভারত ও বিশ্বের দরবারে মহামূর্খ বলিয়া তিরস্কৃত হইত না। যদি বিষ্ণুস্তরেই সমাধান, তবে ইন্দ্রাদি দেবগণ রাজ্যহীন এবং সম্পদহীন হইয়া বনে বনে বিচরণ করিত না, এবং শেষ পর্যন্ত শক্তির আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিত না। যদি শিবস্তরেই সমাধান তবে ''অসুরদিগকে'' ''বরদান'' দিয়া, প্রতি পদে শঙ্কর অসুরদের দ্বারা অপমানিত বা লাঞ্ছিত হইতেন না। যাহা হউক, সাধক আত্মবিকাশের শেষ স্তরে অর্থাৎ আদ্যাশক্তি স্তরে আসিয়া, সমস্ত লৌকিক এবং অলৌকিক সমস্যার সমাধানের শক্তি অর্জন করিয়াও, এখন ''ব্রহ্ম'' কি? ইহাই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র। ইহার উত্তরে ব্যাসদেব দ্বিতীয় সূত্র কি বলিতেছেন, দেখুন।

ব্রহ্মদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র॥ ''জন্মাদ্যস্য যতঃ॥'' অর্থাৎ ''জন্মাদি যাহা হইতে হয়।'' সৃষ্টি পালন ও লয় যাহা হইতে হয়, সৃষ্টি স্থিতি লয় যে শক্তিরই ক্রিয়া এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় যে শক্তিরই রূপ, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। যদি সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় শক্তিমূলক তবে শক্তিই যে ''ব্রহ্ম'' ইহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি; শক্তিকে জান, ইহাই ''সৎব্রহ্মজ্ঞান'', শক্তিকে আরও ধীর হইয়া জানো ইহাই ''চিৎ-ব্রহ্মজ্ঞান''।

আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কয়েকটি মন্ত্রে চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে ৬৮ মন্ত্র হইতে ৭৮ মন্ত্র দেখুন।

বেদান্তের তৃতীয় সূত্র হইতেছে - ''শাস্ত্রযোনিত্বাৎ''। ইহার অর্থ হইতেছে - সমস্ত শাস্ত্র ব্রহ্মমূলক। এখানেও বলা যায়, নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে কোন শাস্ত্রই উৎপন্ন হইতে পারে না, ফলতঃ শাস্ত্র মাত্রই শক্তিমূলক। কাম শাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান শাস্ত্র, প্রেমশাস্ত্র, সমাজ নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, জ্ঞানমূলক সমস্ত শাস্ত্র, আসুরিক শাস্ত্র, সব শাস্ত্রই শক্তিমূলক। আমাদের মতে শক্তি এবং ব্রহ্ম একার্থবাচক। ''শাশ্বতীভ্যঃ'' এবং ''সমাভ্যঃ'' ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমরা এত সব কথা বলিলাম।

''সিদ্ধসাধক'' গ্রন্থে কালীমূর্তি রহস্য অংশে সব স্পষ্ট করা হইয়াছে। আমাদের শক্তিবাদীয় উপাসনা নামক পুস্তকে, কালীমূর্তি রহস্য অংশ পাঠ করুন। কালীমূর্তি রহস্যে শবরূপ শিবই নির্গুণ ব্রহ্ম। এবং কালীমূর্তি হইতেছেন সৃষ্টি স্থিতি লয় এবং তুরীয় শক্তির সমষ্টি। কালীপূজায় মহাকাল পূজার মধ্যে এবং অষ্টশক্তির পূজার মধ্যে এই মন্ত্রের সব কথাই স্পষ্ট করা হইয়াছে। কালীপূজা হইতেছে সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মের শাশ্বত পূজা এবং কালীমূর্তি হইতেছে নির্গুণ এবং সগুণ ব্রহ্মকে বুঝাইবার একটি অদ্ভুত এবং সত্যকার মানচিত্র। কালীমূর্তি হইতেছেন - আমার বাল্যকালের খেলার একমাত্র পুতুল মাতৃমূর্তি। কালীমা আমার সমস্ত জীবনের সাধনা। কালীমূর্তি হইতেছে, আমার অন্তিমের ব্রহ্মজ্ঞান। আজ দেখিতেছি কালীপূজাই ঈশোপনিষদ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য

গুরুশাপে বেদজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হন। তিনি পরে সূর্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। সূর্যদেবের রশ্মি হইতে বেদ মন্ত্রসমূহ উদ্ধার করেন। সেই সব মন্ত্ররাশিই শুক্ল যজুর্বেদ নামে খ্যাত। এই বেদে মোট ৪৮টি অধ্যায়। ইহার ৪৭টি অধ্যায়ই দেবতাদের স্তুতি এবং মন্ত্র সম্বন্ধীয়। এই শেষ অধ্যায়টিই ''ঈশোপনিষদ''। ঈশোপনিষদে সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার স্তরগুলি সম্বন্ধে অতীব আশ্চর্যজনক আলোচনা হইয়াছে। ইহাতে শক্তিবাদ দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদের সব কথাই স্থান পাইয়াছে।

৯। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়া ং রতাঃ॥

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে। যাহারা বিদ্যার উপাসক, তাহারা আরও তমে প্রবিষ্ট হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যা কথার কি লক্ষ্য, ইহা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ''অহং''কে আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান বা বিদ্যা উহার নাম অবিদ্যা। 'আত্মা'কে আশ্রয় করিয়া যে বিদ্যা বা জ্ঞানানুশীলন কর্ম ও সমাজজীবন উহার নাম বিদ্যা। পাঠক ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ দেখুন। অহং কৈন্দ্রিক মতবাদই আসুরিক মতবাদ। দুর্বলবাদীদের মতবাদ, ধর্ম ও সমাজবাদ সবই আসুরিক মতবাদীদের 'দাসবাদ' মাত্র। দুর্বলবাদ ভারতের যত সর্বনাশ করিয়াছে, এমন আর কোন মতবাদই করে নাই। দুর্বলবাদীরা যুগ যুগ ধরিয়া আসুরিকদের পদলেহনেই নিপুণ থাকিবে।

এই অধ্যায়ের আরম্ভে আমরা মস্তিষ্ক চিত্র দিয়াছি। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ী এবং মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের আত্মা বিদ্যমান। 'শক্তিবাদ সমাজ' প্রবর্তনে, আমরা এই ব্রহ্মনাড়ীকেই কেন্দ্র করিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছি। মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর একটি সামান্য স্থানে অর্থাৎ মস্তিষ্কস্থিত ৪ নং কেন্দ্রে আমাদের জীবত্ব বা অহং কেন্দ্রটি বিদ্যমান। অহং এই শরীর স্থিত প্রাণ মন বুদ্ধি চিত্ত এবং শরীরকে নিজের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করে। এই অহং রহস্য ভেদ করিতে যে সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন, ইহা সব মানুষের থাকে না। ভারতের ঋষি তপস্বী ও মহাপুরুষগণ এমনভাবে ভারতীয় সমাজের ভিত্তি জান করিয়াছিলেন যে ইহার সমাজবাদে অহংকে শ্রেষ্ঠ স্থান না দিয়া আত্মাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এজন্যই ভারতের সমাজ ধর্ম ও রাষ্ট্রবাদ অত্যন্ত উন্নত ছিল। সেই মহান রাষ্ট্রবাদে ইসলাম, কম্যুনিজম এবং গান্ধিবাদ সর্বনাশের ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছে। দুর্বলবাদী ধার্মিক মহাত্মারাও শক্তিশালী ধর্মে দুর্বলবাদের ঘুণ ধরাইয়াছেন। যাহা হউক, দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদ মাত্রই অহং কৈন্দ্রিক এবং উহা অবিদ্যামূলক। আত্মামূলক মতবাদই বিদ্যামূলক মতবাদ। কোনটা আত্মামূলক এবং কোনটা অহংমূলক ধর্ম বা সমাজ বা রাষ্ট্রবাদ উহার বিচার না করিয়াই, তুমি ''সর্বধর্মবাদ'' লইয়া নাচানাচি করিলে, সেটা তোমার ''শক্তিবাদ এবং বিদ্যাবাদ'' হইবে না। উহা হইতেছে, দুর্বলবাদ বা অসুরবাদের পদসেবা মাত্র।

কাজেই, সর্বধর্মবাদের ভণ্ডামী ত্যাগ করিয়া এবং অহংমূলক যে কোন রাষ্ট্র ও সমাজবাদের আশ্রয় ভাঙিয়া দিয়া তুমি আত্মবাদের ভিত্তি গ্রহণ কর। মন্ত্রে সত্যই বলিয়াছে, দুইটা মতবাদই জান। শুধু একটা লইয়া চলিলে তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে এবং তোমার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইবে। অহংবাদ এবং আত্মবাদ দুইটাই জানিতে হইবে, তবেই আত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

বিদ্যামূলক এবং অবিদ্যামূলক মতবাদগুলি বুঝিবার জন্য পাঠক শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করুন। অবিদ্যামূলক ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজবাদ হইতে অসুরবাদী ধর্ম রাষ্ট্র ও সমাজবাদ অনেক বেশী শক্তিশালী।* নয়, দশ, এগারো এই তিনটি মন্ত্রে বেদ এ সম্বন্ধে নিজেই যথেষ্ট বলিয়াছেন। উহার উপর অধিক বলিবার প্রয়োজন আমরা দেখি না।

মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহং স্তর, সবই অবিদ্যা ভূমি। এ সব স্তর ভেদ করিতে ভালভাবেই সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন হয়। কাজেই অবিদ্যার স্তর ভেদ করিবার পর, বিদ্যা ভূমি লাভ করাই ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক পথ।

১০। অন্য দেবাহু র্বিদ্যয়া-ঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম্ ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥

বিদ্যার ফল অন্য, অবিদ্যার ফল অন্য, যাঁহারা আমাদের নিকট ঐ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সব সুধীগণের নিকট আমরা উহা শ্রবণ করিয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বেদ নিজেই বলিতেছেন, অহংমূলক মতবাদ (অবিদ্যা মতবাদ) এবং আত্মামূলক মতবাদ (বিদ্যামূলক) মতবাদের ভিত্তি ও ফল এক নহে। কাজেই দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, শক্তিবাদীরা মূর্খের মত সর্বধর্মবাদের দোকানদারীতে বিভ্রান্ত হইবেন না। ''কংগ্রেসবাদ'' এবং ''কম্যুনিজম'' নামক দুইখানা যাঁতার মধ্যস্থলে ভারত নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে। ভারতভাগকারীরা মক্কাবাদীরা এই যাঁতা দুইখানা পরিচালনা করিবার হস্তরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কাজেই, খুব ভয়ঙ্কর দিনের সম্মুখে ভারত আজ দণ্ডায়মান।

১১। বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদো ভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমস্নুতে॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যার তত্ত্ব যিনি উভয়ের জ্ঞানসহ জানেন, তিনি অবিদ্যার তত্ত্বের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতপ্রাপ্ত হন।

---

* প্রকাশক - এই বাক্যটি অস্পষ্ট। আমাদের ধারণায় এর পরিমার্জিত সংস্করণ হবে - ''(নিছক) বিদ্যামূলক ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজবাদ হইতে অসুরবাদী ধর্ম রাষ্ট্র ও সমাজবাদ অনেক বেশী শক্তিশালী।''

শক্তিবাদ ভাষ্য। অবিদ্যাকে মৃত্যুর সমান বলা হইল। সুতরাং অবিদ্যার সমস্ত তত্ত্ব জানিয়া উহাকে অতিক্রম করা মানে মৃত্যুকে অতিক্রম করা। বিদ্যাকে জানা মানে অমৃতকে প্রাপ্ত হওয়া। দুইটা না জানিয়া এবং জনতাকে না জানিতে দিয়া, সর্বধর্মবাদ করার মানে কি?

১২। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাꣳ রতা॥

যে অসম্ভূতির উপাসনা করে সে অন্ধতমে প্রবেশ করে। যে সম্ভূতির উপাসনা করে সে তাহা হইতেও অধিক অন্ধতমে যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি বলিতে কি বুঝায়, উহা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রটি সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি বিষয়ে ইহাই নির্দেশ দিতেছেন যে দুইটা তত্ত্বেরই জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির অনুশীলন যুক্তিবাদ বিরুদ্ধ। দুইটিকে না জানিয়া ইহাদের একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য নির্ণয় নিশ্চয়ই ভীষণ কঠিন কথা।

অষ্টশক্তি এবং সম্মিলিত অষ্ট শক্তির কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। সম্মিলিত অষ্টশক্তিই হইতেছেন দ্রষ্টা ও নির্গুণ ''চেতনা''। ''সম্ভূতি'' মানে 'সম্'-এর বিভূতি। এখানে 'সম্' মানে ''নির্গুণ চেতনা''। ''অষ্টশক্তি এবং গতিসম্পন্ন সম্মিলিত অষ্টশক্তি''ই 'সম্'-এর বিভূতি বা ''সম্ভূতি''। ৮নং মন্ত্র কথিত এই ''সম্ভূতি'' এবং ''শাশ্বতী'' একই কথা।

৮নং মন্ত্রে ''সমাভ্যঃ'' কথা আসিয়াছে। ৮নং মন্ত্রের শক্তিবাদ ভাষ্যে আমরা অব্যক্ত, মহৎ, শান্তি, বিজ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা, প্রাণ ও কর্ম্ম জগতের কথা বলিয়াছি। এই আটটি জগৎ এবং এই সব জগতের অধিপতিগণই ''সমা'' নামে স্থান পাইয়াছে। প্রলয়কালে এ সব জগৎ এবং ইহাদের অধিপতিগণ বিলয়প্রাপ্ত হন। ইহারাও মন্ত্রে ''অসম্ভূতি'' নামে স্থান পাইয়াছে। এ সব জগৎগুলির অনুভূতির মধ্য দিয়াই অব্যক্ত স্তরে আসিতে হয় এবং অব্যক্ত জগতের পরপারে অষ্টশক্তি, ও সম্মিলিত অষ্টশক্তি এবং মূল চেতনার স্তর বিদ্যমান। সুতরাং অসম্ভূতির স্তরগুলিকে না জানিয়া সম্ভূতির স্তরে আসিবার কোনই পথ নাই। কাজেই মন্ত্রে অসম্ভূতি এবং সম্ভূতি উভয়প্রকারের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে বলিতেছেন।

১৩। অন্য দেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুং ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥

সম্ভূতির ফল পৃথক, অসম্ভূতির ফলও পৃথক, যাঁহারা আমাদের নিকট এ সব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব মন্ত্রের ভাষ্য দেখুন।

১৪। সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যা স মৃতমশ্নুতে॥

যে জানে ''সম্ভূতি'' এবং ''বিনাশের'' একত্র অনুষ্ঠান চলে, সে লোক বিনাশের অনুশীলন করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে এবং ''সম্ভূতির'' আশ্রয়ে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মবিকাশের পথে গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু ও শিবস্তর অতিক্রম করিয়া আব্যক্ত স্তরে আসিতে হয়। দেখা গিয়াছে, অব্যক্ত স্তরও শক্তিস্তরের একটা অংশ মাত্র। অব্যক্ত স্তর ভেদ হইবার পর ''শাশ্বতী শক্তি'' এবং ''নির্গুণ চেতনা''র স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও অব্যক্ত স্তর অতিক্রম ভিন্ন, পুরুষোত্তম স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরুষোত্তম স্তরই, আদ্যাশক্তি স্তর। এই আদ্যাশক্তিই ''সম্মিলিত অষ্টশক্তি'' এবং ইনিই ''নির্গুণ চেতনা''।

১৫। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্য স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের মুখ ঢাকা আছে, হে পূষণ! আপনি নিজের জ্যোতি অপনীত করুন। আমি ''সত্যস্বরূপকে'' দর্শন করিব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে হিরণ্ময় পাত্রে ''সত্যের'' (মূল চেতনার) মুখ আবরিত আছে, বলা হইয়াছে। ''হিরণ্ময় পাত্র'' মানে হিরণ্যগর্ভ বা বিষ্ণুস্তর। আমরা বলি, কেবল ''হিরণ্ময় পাত্র'' বা হিরণ্যগর্ভই 'সত্যে'র আবরণ নহেন; গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব, মহাশিব এবং অব্যক্ত স্তর, সবই সত্যস্বরূপের আবরণ। এখানে মন্ত্রে ''হিরণ্ময়''কে কেবল অল্প কথায় ব্যক্ত করিবার একটা নীতি বলিয়াই মানা হইয়াছে; এখানে মন্ত্রের লক্ষ্য, শক্তিস্তরের বা পুরুষোত্তম স্তরের পথে, বা ক্রমবিকাশে সব স্তরই, এই মন্ত্রের লক্ষ্য। অর্থাৎ সাধককে সব স্তরকেই ভেদ করিতে হইবে। ''নির্গুণ চেতনা''র বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে নিষ্ঠাবান তপস্বী সাধকের সব স্তরই ভেদ হইতে থাকিবে এবং স্তরে স্তরে তপস্বী সাধকের, স্বভাবেরও পরিবর্তন দেখা দিবে। দ্রষ্টব্য ক্রমবিকাশ গ্রন্থ।

১৬। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

হে পূষণ, হে যম, হে সূর্য, হে প্রাজাপত্য! আপনি জ্যোতির্ময় ব্যূহ সমূহ সংযম করুন। কারণ আপনার যাহা কল্যাণতম রূপ এবং যাহা আমারও ''আত্মস্বরূপ'' সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সূর্য জ্যোতিতে সাতটি রঙের ব্যূহ আছে। এ সব রঙের (দার্শনিকতার) ব্যূহ অতিক্রম করিলে অব্যক্ত স্তর (অন্ধকার দার্শনিকতা) পাওয়া যাইবে। অব্যক্তের পরপারে অষ্ট শক্তির স্তর এবং সমষ্টিভূতা অষ্ট শক্তির স্তর রহিয়াছে। এই সমষ্টিভূতা অষ্টশক্তিই যে আদ্যাশক্তি এবং ইনিই যে ''মূল চেতনা'' এ কথা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যে অষ্টশক্তি বিদ্যমান, ইঁহারা হইতেছেন, অব্যক্ত পরপারস্থিত মূল আদ্যাশক্তিরই স্থূলরূপ। কাজেই উহাকেই সাধক বলিতেছেন, সূর্যের ''কল্যাণতম রূপ''।

মন্ত্রটিতে সূর্যের নিকট প্রার্থনা জানানো হইতেছে। ইহার কারণ, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর শাপে বেদভ্রষ্ট হইয়া সূর্যকেই গুরুরূপে কেন্দ্র করিয়াছিলেন এবং সূর্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বেদজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

১৭। বায়ু রনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং।
ওম্ ক্রতোস্মর, কৃতꣳ স্মর, ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর॥

এবার আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিলিত হউক, শরীরও ভস্মেতে মিলিত হউক। হে ব্রহ্মাত্মক এবং কর্মাত্মক আত্মা, নিজের কৃত স্মরণ কর। নিজের কৃতকর্ম স্মরণ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রটি খুব মর্মস্পর্শী কথায় পরিপূর্ণ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের জীবন অত্যন্ত ব্যথাপূর্ণ। তিনি অত্যন্ত কঠোরতা ও সীমাহীন তপস্যার প্রভাবে পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এই জ্ঞান লাভের পর তিনি আর শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহার কঠোর তপস্যা পরিপূর্ণ হইয়াছে। তপস্যা তাঁহারা শেষ হইয়াছে। ইহার পর তিনি আর কী লইয়া এই পৃথিবীতে থাকিবেন? তপস্যা তো তিনি শেষ পর্যন্ত করিয়াছেন এবং তপস্যার শেষ ফলও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই যেন শ্রান্ত মনে, শেষ বিশ্রামের কথা ভাবিতেছেন। তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। হে আমার মহান গুরু! তুমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। আমার বার বার প্রণাম লও। আকাশে বাতাসে তোমার তপঃ প্রভাব জীবন্ত ভাবে মূর্ত থাকুক, নিষ্ঠাবান তপস্বীকে পূর্ণ জ্ঞানের পথে পরিচালিত করিতে প্রেরণা দিতে থাকুক। প্রণাম লও গুরু, তোমাকে বার বার প্রণাম। কর্ম ও তপস্যাকে তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান দান দিয়াছ। বেদ যে বেদান্তেরও স্বরূপ, ইহা ঈশোপনিষদই প্রমাণ করিতেছে। এই ঈশোপনিষদ তোমারই তপঃ প্রতিভার পূর্ণমূর্তি।

১৮। অগ্নে নয় সুপথা রারে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো
ভূষিষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম্॥

হে অগ্নে! আপনি আমাকে সুপথে (বিকাশের পথে) লইয়া চলুন। হে দেব, আপনিই সমস্ত কর্মের জ্ঞাতা। আপনিই কুটীল জীবন যুদ্ধের যুদ্ধ-কর্তা, আপনাকে বার বার প্রণাম॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। সমষ্টিভূতা অষ্টশক্তিই যে তেজ, রজঃ বা অগ্নি, এ কথা আমরা যথাস্থানে এই ভাষ্যেই বলিয়াছি। যে সাধক তেজস্বী নয়, সে সাধকই নহে। তেজই আত্মার স্বরূপ, আদ্যাশক্তির স্বরূপ এবং আদ্যাশক্তি নিজেই নির্গুণ ব্রহ্ম বা নির্গুণ চেতনা স্বরূপ। আমার জীবনে শক্তিবাদ সূত্রম্ লিখিবার সুযোগ যদি আসে, তবে এ সব কথা আরও স্পষ্ট হইবে। এখানে খুব স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, আদ্যাশক্তিই নির্গুণ ব্রহ্ম বা নির্গুণ চেতনা। শক্তিই সব। শক্তিবাদই উপনিষদ কথিত শ্রেষ্ঠতম মতবাদ।

ওঁ পূর্ণ মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥
ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা॥

ইতি ১৪১ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ শ্রীস্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক শ্রীস্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত ভাষ্য সহিত ঈশোপনিষদ সমাপ্ত॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥ ওঁ নমো পরমাত্মনে নমঃ॥

ওঁ হং সঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

সামবেদীয় কেনোপনিষৎ

প্রথম খণ্ড

শান্তিমন্ত্রম্॥ ওঁ আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা, মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ নিরাকরণমস্ত নিরাকরণং মেঽস্ত। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ পুষ্টিলাভ করুক। উপনিষৎ, প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউক। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার অপ্রত্যাখ্যান সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকুক। আর আত্মনিষ্ঠ আমাতে, উপনিষদ প্রোক্ত ধর্ম সকল প্রকাশিত হউক।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন্ত্রটি পাঠ করিলেই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট হইবে ইহা ভাবা ভুল। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মূল হইতেছেন মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিব পিণ্ড এবং মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ী। নিত্য শিবপিণ্ড এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করা কর্তব্য। সাধক যত ব্রহ্ম সংস্পর্শের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহার মন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরিপূর্ণতা লাভ করে। কাজেই প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য, নিত্য উপাসনায় আত্মনিয়োগ করা। এভাবেই সাধকের শরীরে ও মনে পরমাত্মার প্রভাব প্রতিফলিত হইয়া মন তেজস্বী হয় এবং জীবন সুন্দর হয়। আসুরিক প্রেতাত্মা এবং আসুরিক উপদেবতার উপাসকদের শরীরের গঠন দেখিলেই বুঝা যায়, এরা হীনস্তরের মানুষ। এদের মনোবৃত্তি এবং সমাজও আসুরিক হইয়া থাকে।

এই শান্তি মন্ত্রটিতেই শক্তিবাদ ধর্ম, শক্তিবাদ সমাজ এবং শক্তিবাদ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সমস্ত কথা নিহিত রহিয়াছে। আমাদের শরীরটি ‘‘অহং’’ পরিচালনা করে। কিন্তু আরও উন্নত স্তর হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আমাদের শরীরটি ‘‘আত্মা’’ পরিচালনা করেন। আত্মা সদা নির্লিপ্ত, কাজেই ‘‘অহং সংযুক্ত আত্মাই’’ শরীর ও মনের পরিচালক। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব জানেন না, তাঁহারা ঐ অহং গণ্ডীর বাহিরে কোন কিছুই

ধারণা করিতে সক্ষম নহেন। এই পৃথিবীতে যে সব সমাজবাদ স্থাপিত হইয়াছে, উহাদের মূলগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সেইগুলির সবই ''অহং''মূলক বা দেহাত্মবাদ মূলক। বর্তমান যুগে ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজমের কথা সকলেই জানেন, কিন্তু জানিয়া রাখুন, লক্ষ লক্ষ অহং কৈন্দ্রিক মূর্খের শাসন অপেক্ষা একজন আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষের শাসন সমাজের জন্য বেশী সুখদায়ক হইয়া থাকে। এক লক্ষ মূর্খের জীবন অপেক্ষা একজন আত্মজ্ঞ পুরুষের জীবন অধিক মূল্যবান। এজন্যই ভারতে রাজপুত্রগণকে বাল্যকালে ঋষিগণের অধীন রাখিয়া শিক্ষাদীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং শাসনকার্যে রাজা ও ঋষিগণের মিলিত নীতির প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ অহং কৈন্দ্রিক মানুষের ভোটের আধিক্যের শাসন অপেক্ষা একজন আত্মজ্ঞ পুরুষের শাসন সমাজের প্রত্যেক স্তরের আত্মবিকাশের জন্য বেশী কল্যাণ দান করিতে সক্ষম। এখানে শান্তি মন্ত্রে, মানবকে আত্মজ্ঞানের প্রভাবে নিজের শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মন, বাক্য ও অহংকে পরিপুষ্ট করিবার কথা বলিতেছেন। ইহা ভিন্ন মানবের জীবন পশুতুল্য। ভারতের বুকে, পশ্চিমী দেহবাদীয় শাসননীতি প্রবর্তিত হইবার পর ভারতের চরিত্রবল যত হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন ঘটনা কোন যুগেই হয় নাই। এই অধঃপতন আরও ভয়ঙ্কর হইবে। জনতার ভয়ঙ্কর দুর্দশা দেখা দিবে। যে সব মূর্খরা আত্মা, অনাত্মা, দেবতা, উপদেবতা, প্রেত পিশাচ ভেদ না বুঝিয়া সর্ব্বধর্ম্মবাদ করেন, তাঁহারা ভারতের ভয়ঙ্কর সর্বনাশের বীজ রোপণ করিতেছেন।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ ১

মন কাহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া গমন করিতেছে? মহান (শ্রেষ্ঠ) প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া নিজের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে? কাহার প্রেরণায় বাক এইরূপ বাক্য বলে? কোন দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিতেছেন?

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন স্থির না হইলে কি প্রকারে জানিতে পারিবে, মন, প্রাণ, চক্ষু ও ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক কে? একটা চঞ্চল সত্ত্বার পেছনে নিশ্চয়ই কোন এক স্থির সত্ত্বা রহিয়াছেন, যিনি এ সব ক্রিয়া-ধারার মূলে অবস্থিত। যাঁহারা এই স্থির সত্ত্বার স্পর্শ পাইতে চাহেন তাঁহারা বীজ মন্ত্রের দীক্ষা লইয়া ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করুন এবং কায়াকাশ ধ্যান করিতে চেষ্টা করুন। সর্বপ্রেরক ঐ আত্মদেবতা আমাদের শরীরকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থিত আছেন।

শ্রোত্রস্য শ্রোতেরং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ২

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যেরও বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ। ধীরগণ ইহা জানিয়া মৃত্যুর পর অমৃতত্ব লাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন্ত্র বলিতেছেন, ধীরগণ তাঁহাকে জানিয়া অমৃতও লাভ করেন। শব ব্যবচ্ছেদ দ্বারা চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয়বাহী নাড়ীগুলি যে মস্তিষ্ক কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়াছে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মূলে যে ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমান ইহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু শব দেহে কোন ইন্দ্রিয় শক্তিই থাকে না। সত্যই ব্রহ্মনাড়ীস্থিত চেতনা কিরূপ এবং চেতনার সম্ভূত আদ্যাশক্তির স্বরূপ কি, ইহা জানিতে হইলে ধীর হইতে হইবে। কদলী বৃক্ষের ডগাটির সঙ্গে সংযুক্ত খোলাটি বৃক্ষের মূল পর্যন্ত সংযুক্ত আছে। সেইরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মূল, মনেরও পেছনে, অহং কেন্দ্রে বিদ্যমান। আরও উন্নত বিকাশ ভূমিতে, ইহা জানা যাইবে যে প্রত্যেকটি তত্ত্বের সঙ্গে পরা শক্তিস্তরের কোন না কোন শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার পরাশক্তি কেন্দ্রে আদ্যাশক্তি এবং নির্গুণ চেতনা বিদ্যমান। সেই আদ্যাশক্তি বা মূলশক্তিই সব তত্ত্বের মূলে বিদ্যমান। ইহা জানিতে হইলে মন স্থৈর্যের সাধনা সহ বীজ মন্ত্র জপ করা প্রয়োজন। (ঈশোপনিষদ্ শক্তিবাদ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য)।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥ ৩

অন্যদেব তদ্‌বিদিতা দথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম্ পূর্ব্বাষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে॥ ৪

সেখানে চক্ষু গমন করে না, আমাদের বাক্য বা মনও সেখানে যায় না। গুরুগণ এই অলৌকিক ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে কি ভাবে শিষ্যকে উপদেশ করেন; আমরা তাহাও জানি না। তিনি স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে পৃথক, তিনি সূক্ষ্ম বিষয় হইতেও পৃথক। যাঁহারা আমাদের নিকট সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সব পূর্ব আচার্য্যগণের নিকট ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। চক্ষু বাক্য এবং মন সেখানে যায় না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু মনের মানস শক্তি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এবং বাক্যের বাক্‌শক্তি সৃষ্টির মূলীভূত আদ্যাশক্তিরই বিকাশ। সেই শক্তি আমাদের শরীরস্থিতব্রহ্মনাড়ীতে বিদ্যমান। সেই আদ্যাশক্তির কেন্দ্রে নির্গুণ চেতনা রহিয়াছেন। মন যে ব্যাপক, ইহা বুঝিবার বিজ্ঞান গুরুর নিকট জান। এই ভাবে গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু এবং শিবস্তরে প্রবেশ কর। সেখানে অহং তত্ত্বেরও কেন্দ্র

অতিক্রম করিবার পর মহৎ কেন্দ্র এবং পরে অব্যক্ত কেন্দ্র রহিয়াছে। এ সব স্তরে ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি দার্শনিক তত্ত্বের আকারে নানারূপে বর্তমান আছে। অব্যক্তের পর পারে শক্তিস্তরে, সব ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিশক্তি আদ্যাশক্তির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত আছে। আদ্যাশক্তির কেন্দ্রস্থিত নির্গুণ চেতনাই সমস্ত তত্ত্বের শেষ অবস্থা। গুরুগণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ কিভাবে দেন, ইহা কেহই জানেন না, বলিতেছেন। ইহাও সত্য কথা। একদিনের উপদেশে গুরু ব্রহ্মজ্ঞান ধরাইতে পারেন না। কিছুটা ধরাইয়া দেন এবং কিছুটা চিন্তাশক্তির মাধ্যমে সংযোগ করাইয়া দেন। শিষ্যও সেবা, ভক্তি, ভালবাসা, আনুগত্য এবং ত্যাগ তপস্যা ও সাধনার মধ্য দিয়া অজ্ঞানাবরণ ভেদ করেন। খুব ভাল শক্তিমান গুরুর আশ্রয় না পাইলে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। খুব ভাল শিষ্য না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান ধরান যায় না। ইহা তাড়াতাড়ির পথ নহে। ধৈর্য ধরিয়া সাধনা করিয়া চলিতে হয়। শক্তিমান গুরুর অনুগত থাকিয়াই সাধনা করিতে হইবে।

যদ্ বাচানভ্যুদিদং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৫

যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, পরন্তু যাহাদ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম, জানিবে। কিন্তু যাঁহাকে 'ইদং' বলিয়া উপাসনা করা হয় তিনি ব্রহ্ম নহেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে ব্রহ্মোপাসনার বৈজ্ঞানিক পথ বলিয়া দিতেছেন। যে কোন একটি ইন্দ্রিয়শক্তিকে অবলম্বন কর। এবং অন্তর পথে ইহা কোথা হইতে কি ভাবে কার্য করিতেছে উহা দর্শন করিবার চেষ্টা কর। প্রথমে মনকে চিন্তাশূন্য ও ফাঁকা করিতে হয়। এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ জপ করিতে হয়। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সমস্ত মন্ত্র ও স্তোত্রের ধারাগুলি প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপ ধ্যান করিয়া জপ ও স্তোত্রাদি পাঠ করিতে হয়। সমস্ত মন্ত্র এবং বাক্য মস্তিষ্কস্থিত পরাশক্তিস্তর হইতে নির্গত হইতেছে এবং মহত্তত্ত্বকেন্দ্রে ইহারা ধ্বনিরূপ ধারণ করিতেছে। মনের ধারা, স্নেহ ও ভালবাসার ধারা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলির ধারা সবই পরাশক্তি হইতে নির্গত হয়। ইহাই ব্রহ্মোপাসনার বৈজ্ঞানিক পথ। এইরূপ বৈজ্ঞানিক পথকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন পথে ব্রহ্মোপাসনার ফল কমই কার্যকরী হয়। ''ইহাই ব্রহ্ম'' এইরূপ অবলম্বন সহও ব্রহ্মোপাসনা করা যায়। কারণ সবই ব্রহ্ম স্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পথের অনুশীলন ও বিজ্ঞান না বুঝিলে, এইরূপ উপাসনা শক্তিশালী হয় না। সাধনার এ সব বৈজ্ঞানিক পথ লইয়া মনকে বেশী চাপ দিবে না। তাহাতে মনের শক্তি কমিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক পথের সাধনা সামান্য আলোচনা করিয়াই ছাড়িয়া দিবে। আবার করিবে; আবার ছাড়িয়া দিবে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে॥ ৬

যাঁহাকে মনদ্বারা চিন্তা করা যায় না, যিনি প্রকাশিত হইলে মনকে দৃশ্য বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতেছ, তিনি ব্রহ্ম নহেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানেও ব্রহ্ম উপাসনার বৈজ্ঞানিক পথের কথাটাই বলিতেছেন। মনের চিন্তার কারবারটি ছাড়িয়া দাও। এ ভাবে মনকে বিশ্রাম দিতে থাক। মনের শেষ বিশ্রামই ব্রহ্ম।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংসি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে॥ ৭

চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না। যে চেতনা (আত্মা) চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন তাঁহাকেই ব্রহ্ম জানিবে। ''ইহাই ব্রহ্ম'' এইরূপ উপাসনায় ব্রহ্মোপাসনা হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানেও ব্রহ্মোপাসনার বৈজ্ঞানিক উপায় বলিতেছেন। দর্শন শক্তি মনেই বিদ্যমান। মন ব্যাপক হইলে দর্শন শক্তিও ব্যাপক হয়। মন বিষয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু ও শিব স্তরে প্রবেশ করিলে দর্শনশক্তি বা দার্শনিকতাও এতৎ স্তরে প্রবেশ করে। এই ভাবে দার্শনিকতা মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত তত্ত্ব ভেদ করিয়া আদ্যাশক্তি স্তরে যায় এবং দার্শনিকতা স্তব্ধ হইয়া চেতনা প্রকাশ পায়।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদং উপাসতে॥ ৮

শ্রোত্রদ্বারা যাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, শ্রোত্রদ্বারা যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম জানিবে। (ইহা ভিন্ন) ব্রহ্ম বলিয়া যাঁহাকে উপাসনা করা হয়, তিনি ব্রহ্ম নহেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মোপাসনার আরও একটি বৈজ্ঞানিক উপায় বলিতেছেন। পূর্ব মন্ত্রে দর্শনশক্তিকে কেন্দ্র করা হইয়াছিল, এই মন্ত্রে শ্রোত্রশক্তিকে কেন্দ্র করা হইয়াছে। শ্রোত্র হইতেছেন আকাশ তত্ত্বীয় ইন্দ্রিয় শক্তি। স্থূল দর্শনশক্তি হইতে এই ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মস্তরে দার্শনিক স্তরগুলির দার্শনিকতা থাকিবে না; সেই সেই স্তরগুলির দার্শনিকতার অংশগুলি মিলিয়া গিয়া শূন্যতায় পরিণত হইবে। সাধক বেশী মাথা চালনা করিবেন না। সহজ ভাবে না বুঝিতে পারিলে, মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বুঝা যাইবে না।

দেহাত্মবুদ্ধি থাকা কালে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি সীমাবদ্ধ থাকে। সাধনার পথে অনুভূতির প্রভাবে, বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি ও মতবাদের প্রভাবে ইন্দ্রিয় শক্তিগুলির পরিধি ব্যাপক হয়, যাহার ফলে, ইন্দ্রিয় শক্তির সীমা দূর দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই

ভাবে গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব, মহৎ ও অব্যক্ত পর্যন্ত ইহাদের অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে, পরে আদ্যাশক্তি স্তরে ইহাদের সংযোগ কি ভাবে বিদ্যমান, উহাও জানা যাইবে।

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৯

প্রাণ দ্বারা যাঁহাকে আকর্ষণ করা যায় না, পরন্ত প্রাণ যাঁহার দ্বারা প্রণীত (শ্বাসপ্রশ্বাসিত) হয় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া যাঁহার উপাসনা করা যায়, তিনি ব্রহ্ম নহেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শ্বাসপ্রশ্বাসই যে প্রাণ-কার্য এবং এই প্রাণ-কার্য যে ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হয় তাহা স্পষ্টভাবেই বলা হইল। দুই অক্ষরে একটি মন্ত্রের দীক্ষা দিতে হয়। সেই মন্ত্রটি একবার ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান করিয়া এবং পরের বার কায়াকাশ ধ্যান করিয়া, যথাসম্ভব সব সময় জপ করিতে হয়। ইহার ফলে দেখা যাইবে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রাক্ষর দুইটির ক্রিয়া আপনিই মিলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মনাড়ীর নিকটস্থ কয়েকটি নাড়ী আছে। উহার মধ্যে শূন্যবোধ গণেশ, প্রেমবোধ সূর্য নাড়ী, সুখবোধ বিষ্ণুস্তরের নাড়ী, শান্তিবোধ শিবস্তরের নাড়ী, পূর্ণবোধ মহত্তত্ত্বের নাড়ী, অব্যক্তবোধ শক্তিস্তরের নাড়ী। ইহার পরই বিশুদ্ধ ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমান। বিশুদ্ধ ব্রহ্মনাড়ীতেই আদ্যাশক্তির অন্তর্গত প্রাণশক্তি বিদ্যমান। পাঠক ক্রমবিকাশ পাঠ করুন। এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যগত নাড়ীগুলির চিত্র দেখুন। সেই প্রাণশক্তিই প্রাণ অপানের মূলে বিদ্যমান। সাধক শুধু কায়াকাশ ধ্যান ও ব্রহ্মনাড়ীর অবলম্বন করিয়া মন্ত্র জপ ও অনুশীলন করিতে থাকুন। আর সব কথাগুলি শুধু শুনিয়া রাখুন ও করিয়া চলুন। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস মূলাধার কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রাখে। মূলাধার হইতে ঐ সম্বন্ধ মস্তিষ্কস্থিত প্রাণকেন্দ্রে সম্বন্ধযুক্ত। আরও সূক্ষ্মস্তরে শ্বাসপ্রশ্বাস গতি প্রাণকেন্দ্র ও মহৎ-কেন্দ্র-সংযুক্ত আছে। আরও সূক্ষ্মস্তরে এই প্রাণশক্তি মহৎ ও অব্যক্তকেন্দ্রসম্বন্ধযুক্ত থাকে। ইহারও পরপারে, আদ্যাশক্তি স্তরে, প্রাণের সংযোগ বিদ্যমান। কেনোপনিষদ আশ্চর্যভাবে আমাদের ''শক্তিবাদ সূত্রম্'' গ্রন্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে প্রত্যেকটি মন্ত্রের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

ইতি কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ডে ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ এবং শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য। ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ওঁ নমো পরমাত্মনে নমঃ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি।
ন্যূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥ ১

যদি মনে কর, ব্রহ্মের রূপ তুমি জানিয়াছ, তবে জানিবে উহা অল্পজ্ঞান। কারণ, ব্রহ্মের ভৌতিকরূপ (বিশ্বরূপ) এবং দৈবরূপ উভয়ই অল্প। কাজেই তোমার জ্ঞাত ব্রহ্মরূপটি (যুক্তিতর্ক দ্বারা) মীমাংসা করা কর্তব্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মজ্ঞানের খুব ভাল বিচার হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত রীতি, নীতি, সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্রবাদের মূল ভিত্তি হইতেছে আদ্যাশক্তিবাদ বা ব্রহ্মবাদ। অল্পজ্ঞান ভূমিকে যদি পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান মনে হয়, তবে উহার ফলে অল্পজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবাদ স্থাপিত হইবে; উহার ফলে মানবের সমাজ ভীষণভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে। যদি সাধকের জ্ঞান উন্নত স্তরের না হয় তবে সমাজ দুর্বল এবং অসুরবাদ স্থাপিত হইবে। যোগী এবং সাধু মহাপুরুষকে কেহ কম সমাজসেবক মনে করিও না; বরং তাঁহারাই সমাজের প্রবীণ সেবক। ঋষি যোগীগণই ভারতীয় সমাজকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া উচ্চ প্রতিষ্ঠ রাখিয়াছেন। বিশ্বরূপের ব্রহ্মজ্ঞান, গণেশস্তরের ব্রহ্মজ্ঞান, সূর্যস্তরের ব্রহ্মজ্ঞান, বিষ্ণুস্তরের ব্রহ্মজ্ঞান, শিবস্তরের ব্রহ্মজ্ঞান এবং শক্তিস্তরের ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে। এ সব স্তরের সমাজবিজ্ঞানও এক নহে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী মন্ত্রে বেদ নিজেই কি বলিতেছেন দেখুন।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্‌বেদ তদ্‌বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ ২

আমি উত্তমরূপে ব্রহ্মকে জানি এইরূপ আমি মনে করি না। এবং আমি তাঁহাকে একেবারেই জানি না, ইহাও মনে করি না। আমাদের মধ্যে যিনি ''জানি'' এবং ''জানি না'' কথার ভাব বুঝিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গণেশ সূর্য বিষ্ণু প্রভৃতি স্তরের ব্রহ্মজ্ঞান নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞানের একটি একটি স্তর; পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আদ্যাশক্তিস্তরেই বিদ্যমান। আদ্যাশক্তিই মূল চেতনা। যতক্ষণ বিকাশ ঐ স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, ততক্ষণ ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না।

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ ৩

''ব্রহ্মকে জানা যায় না'' এইরূপ যাঁহার মত, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। যিনি মনে করেন তাঁহাকে জানা যায়, তিনি তাঁহাকে জানেন না। তিনি অবিজ্ঞাত, এইরূপ মতবাদীরাই তাঁহাকে জানেন। যাঁহারা অজ্ঞ, তাঁহারাই মনে করেন, ব্রহ্মকে জানা যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আদ্যাশক্তি স্তরে আত্মবিকাশ না হওয়া পর্যন্ত ঠিক ঠিক চেতনা (ব্রহ্ম) যে কে, ইহা জানা যায় না। সগুণ ব্রহ্মস্তরে তাঁহাকে যতটা জানা যায়, উহা হইতে ঠিক ঠিক চেতনা অনেক দূরে থাকেন। গণেশ সূর্য বিষ্ণু এবং শিবস্তরের অনুভূতিতে অহং থাকে। অর্থাৎ অহং সেখানে জ্ঞাতাপুরুষ। অহং-এর ব্যাপক অনুভূতির নাম অস্মিতা। অস্মিতার কেন্দ্র ভেদ হইবার পরও অনেক স্তরের পর শুদ্ধ আদ্যাশক্তি স্তরে নির্গুণ চেতনার প্রকাশ হয়।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্ত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥ ৪

প্রতিটি বোধ আত্মাই করেন, এইভাবে জানাই মুক্তির সাধনা। এইরূপ জানাই (লৌকিক ঐশ্বর্য বিষয়ে) বীর্যকে জানা এবং এইরূপ জানাই অমৃতকে জানা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শিবস্তরের বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত যত জ্ঞান ও যত অনুভূতি, সবই অহংকে কেন্দ্র করিয়া সম্পন্ন হয়। রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইলে অহং কেন্দ্র ভেদ হয়। তখনও মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত তত্ত্ব এবং আদ্যাশক্তি স্তরে জানা ও অনুভবের কার্য থাকে। সেই সব বোধ (অহংহীন) আত্মা করেন। অহংহীন আত্মা বা চেতনা আদ্যাশক্তি স্তরে প্রকাশিত হন। ইতিপূর্বে প্রথম খণ্ডে মন, প্রাণ, শ্রোত্র, চক্ষু প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সাধনা ও অনুভূতির কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। এবার শ্রুতি বোধশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া মূল চেতনার সাধনার বিষয় বলিতেছেন। বোধশক্তির কেন্দ্র মহত্তত্ত্ব কেন্দ্রে বিদ্যমান। কিন্তু শুদ্ধ বোধশক্তি অনাদি পরাশক্তির একটি (৺)। ইহা মূল আদ্যাশক্তি, নিহিত আটটি পরাশক্তির একটি। লৌকিক বা অলৌকিক অহং কৈন্দ্রিক বা মহত্তত্ত্ব কৈন্দ্রিক বা পরাশক্তি কৈন্দ্রিক, সব বোধের মূল পরাশক্তিতে বিদ্যমান। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক বা মনবুদ্ধি চিত্ত (প্রেম+সুখ) অহং ও শুদ্ধ জ্ঞান, সকলের মূল হইতেছেন, আদ্যাশক্তি, যিনি অনাদি চেতনা এবং যিনি অষ্ট পরাশক্তির সমষ্টি। এইভাবে শক্তিবাদের পথে আত্মাকে জানিলে লৌকিক বিষয়েও অর্থাৎ সম্পদ, সমাজ, ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়েও সাধক বীর্যবান হন।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহা বেদীন্মহতীবিনষ্টিঃ।
ভূতেষ ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ

প্রেত্যাস্মাল্লোকাদ মৃতা ভবন্তি॥ ৫

যদি এই জগতে ব্রহ্মকে জানিতে পার তবে তো ঠিকই আছ, যদি তাঁহাকে জানিতে না পার তবে অত্যন্ত ক্ষতি হইল। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে প্রত্যেক প্রাণীতে বিশেষ রূপে চয়ন করিবে এবং মৃত্যুকালে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রুতির মতে মৃত্যুর পূর্বেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য এবার আরও এক সাধনার কথা বলিতেছেন। সেই সাধনা কি? সেটি হইতেছে ধীর হইয়া প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে তাঁহাকে চয়ন করিতে হইবে। কেনোপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত্রেই কেবল সাধনারই কথা। একাধারে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সাধনার সমাবেশ উপনিষদটিকে সত্যই উপাদেয় করিয়াছে। কেনোপনিষদের সব সাধনাই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানমূলক। এজন্য ইহা একটু কঠিন মনে হইতে পারে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে শ্রোত্র মন, বাক্য, প্রাণ, চক্ষুকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। উপনিষদের ইহা স্পষ্ট মত যে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় এবং প্রাণক্রিয়া মূল চেতনাশক্তির সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহাদের ক্রিয়াধারা ধরিয়া অন্তরমুখে মনোসংযোগ করিয়া প্রত্যেকটি বোধের সঙ্গে সংযুক্ত মূল চেতনায় আসিতে বলিতেছেন। তৃতীয় মন্ত্রে পূর্ব ক্রিয়াটির ঠিক বিপরীত কথা বলিতেছেন। এখানে বলিতেছেন, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় সেই চেতনা পর্যন্ত যায় না। অর্থাৎ চেতনার সক্রিয় স্তর, আদ্যাশক্তি পর্যন্ত গমন করে, এবং সেই শক্তির সঙ্গেই সংযোগ রাখে। আমরা বলি, মূল আদ্যাশক্তিই যে চেতনা ইহাতে সন্দেহ নাই। সাধক যদি সেই শক্তি পর্যন্ত আসিয়া শক্তিকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, শক্তিই যে চেতনা, ইহাও জানিতে পারিবেন। কিন্তু সেই জ্ঞান সময়সাপেক্ষ। কোন ইন্দ্রিয় শক্তিকে অবলম্বন করিয়া উহা জানা যায় না। যে কোন পথে মূল শক্তিতে আসিয়া পরে মূল শক্তিকে অবলম্বন করিয়া 'চেতনার' সন্ধান পাওয়া যাইবে। গুরু শিষ্যকে শেষ পর্যন্ত ইহাই উপদেশ দিবেন যে ওই ভাবে পরাশক্তি পর্যন্ত আসিলেই পরে আদ্যাশক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং সেই আদ্যাশক্তিই যে মূল চেতনা, ইহাও যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। পূর্ব মন্ত্রে প্রত্যেকটি বোধকে অবলম্বন করিয়া মূলবোধ শক্তিতে আসিয়া মূল আদ্যাশক্তিতে আসিতে বলিতেছেন।

এখানে ৫ম মন্ত্রে প্রত্যেক প্রাণীতে ব্রহ্মকে চয়ন করিতে বলিতেছেন। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, গণেশমানব, সূর্যমানব, বিষ্ণুমানব, এবং শক্তিস্তরের মানবের বুদ্ধিশক্তি এক নহে এবং বিকাশও এক নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অসুরের চেতনাশক্তি বা মূল চেতনা তত্ত্বতঃ এক, কিন্তু ইহাদের বিকাশের স্তর এক নহে। ইহাদের কর্মধারা বিচারধারা এবং ব্যবহার ধারাও এক নহে। সাধক যদি গড্ডালিকার প্রবাহে দুর্বলবাদ, অসুরবাদ এবং শক্তিবাদ বিবেচনা না করিয়া সকলকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া সাপকে বাঘকে গলায় জড়াইতে যান, তবে ফল ভাল হইবে না। নালন্দায় তিন লক্ষ অহিংসাবাদী শান্তচিত্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে মূর্খ মুসলমান বর্বরগণ নিষ্ঠুরের মত হত্যা করিতে একটুও ইতস্ততঃ করে নাই। সাধনাজগৎ, কর্মজগৎ এবং জ্ঞানজগৎকে কেহ যেন ব্রহ্মজ্ঞানের

প্রহেলিকায় আবরিত করিয়া ভুল না করেন, শক্তিবাদই ঠিক ঠিক ব্রহ্মকর্ম, এজন্য অতি সাবধানে উপনিষদে ''চয়ন'' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে উপনিষদ পরে আরও বলিবেন।

ইতি কেনোপনিষদের ২য় খণ্ডে ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ-ভাষ্য।

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো
বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত॥
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেরায়ং মহিমেতি॥ ১

ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে ব্রহ্ম দেবতাদের জন্য বিজয় প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে ব্রহ্মের এই বিজয়কে দেবতাগণ (ব্রহ্মের বিজয় মনে না করিয়া) দেবতাদের নিজেদের বিজয়, মনে করিয়াছিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিবাদ, অসুরবাদ এবং দুর্বলবাদের আলোচনা আমরা অনেক করিয়াছি। দুর্বলবাদীরা অসুরের দাস, কাজেই তাহাদের বিজয় মানে অসুরবাদের বিজয়। অহংকে কেন্দ্র করিয়া অসুরবাদ দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা, অসত্য, অশৌচ, অনাচার অবস্থিত; এ সব অসুরবাদ। দুর্বলবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, ইহার কারণ ইহারা অসুরের দাসমাত্র। দেবতাদের বিজয়ই ব্রহ্মের বিজয়, ইহা কিরূপে? গীতায় ২৯টি দৈবীভাবের কথা আছে। দৈবীভাবই দেবতা। গীতা হইতেছে, উপনিষদের সার। আত্মাকে বা গণেশ সূর্য বিষ্ণু শিব এবং শক্তিস্তরকে কেন্দ্র করিয়া ঊনত্রিশটি দৈবীসম্পদ কিভাবে বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিয়াছি। আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া দৈবীভাব অবস্থান করে, যেহেতু দৈবীভাবই দেবতা; কাজেই দেবতাদের বিজয়ই আত্মার বিজয় বা ব্রহ্মের বিজয়। এই নিয়মেই দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের বিজয়ই ব্রহ্মের বিজয়, জানিতে হইবে। অর্থাৎ দৈবীভাবই ব্রহ্মভাবের পোষণ। অসুরবাদ নহে।

দেবতাদের এই বিজয় আত্মভাব এবং আধ্যাত্মিকতারই বিজয়। অসুররা অহং মত্ততার মতবাদে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞানমূলক বহু সাধনার কথা বলিবার পর এই অধ্যায়ে দেবাসুর যুদ্ধের কথা বলিলেন। অর্থাৎ শুধু জ্ঞানবাদকে কেন্দ্র করিয়া উপনিষদবাদ নহে। অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধও অধ্যাত্মবাদ এবং

ব্রহ্মবাদ। এবং অসুরবাদকে তোষণ করাও অনাত্মবাদ এবং ভোগবাদ মাত্র। ভারতের অহিংসাবাদী সম্প্রদায়ের দলবদ্ধ স্বার্থপরতা, ভারত ভাগ ও ভারতের সর্বনাশ এবং ভারতের শত্রু পাকিস্থানের তোষণ, ভারতব্যাপী পাকিস্থানের শিষ্যগণকে শক্তিশালী করণ, অসুরবাদী লালচীনকে পঞ্চশীলের আড়ালে তোষণ এবং ভারতব্যাপী তাহাদের শিষ্যগণকে পোষণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, অহিংসা ও তোষণবাদের অন্তরালে কেমন চমৎকার ভোগবাদ চলিয়াছে।

ভারতকে স্বাধীন করিতে অগ্রসর হইয়া মূর্খ নেতারা মক্কাবাদী বর্বরদের হাতে ভারতের পূর্ব পশ্চিম দেশ ছাড়িয়া দিল। ইহাকেই এ সব পাপীরা বিজয় বলিয়া ঘোষণা করিল এবং এমনভাবে আইন-কানুন করিয়া লইল যে ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলা মানে দেশদ্রোহিতা। পরাজয়কে বিজয় বলা এবং আর্য সংস্কৃতি ও সংস্কৃতকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার ফল নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও ক্ষতিকারক কার্য হইল। ভারত এবং আর্যজাতি অহিংসাবাদী মূর্খতা ও কম্যুনিজমবাদী অসভ্যতা রূপ দুইখানা পাথরের যাঁতায় নিষ্পেষিত হইতে চলিল। বলা প্রয়োজন, এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে যে দিন হিন্দুরা জানিতে পারিবে যে এই যাঁতার চাকাখানা ঘুরিতেছে ভারতের চিরশত্রু মক্কাবাদের ইঙ্গিতে। ইংরেজের রাজত্বের অবসানে ভারতের ভাগ্যে যে বিজয় আসিয়াছে সেই বিজয়ের ইহাই স্বরূপ।

ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি
তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রদুর্বভূব তন্ন ব্যজানত
কিমিদং যক্ষমিতি॥ ২

তাঁহারা ভাবিলেন, আমাদের এই বিজয় এবং আমাদের এই মহিমা। এইরূপ বলিতেছিলেন, দেবতাদের এই কথা তিনি জানিলেন এবং তাঁহাদের সামনে তিনি প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই সময় দেবতারা ঐ যক্ষরূপে আবির্ভূত "ঐ যক্ষ কে?" জানিতে পারিলেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় চেতনা বল, অথবা সক্রিয় আদ্যাশক্তিই বল, তিনি আমাদের ব্রহ্মনাড়ীতে আত্মারূপে আছেন। আমাদের ভাষা, ক্রিয়া এবং দেখার মূলে আসল কর্তৃত্ব আত্মার বা ব্রহ্মের। কাজেই তিনি সব জানিবেন। ইহা স্বাভাবিক। অহং মত্ততা দৈবী ভাবের নিয়ম নহে। দেবাসুর যুদ্ধের পর নবীন সমাজপ্রতিষ্ঠায় দেবতাগণ যদি ব্রহ্মকে বাদ দিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ অসুরবাদী দুষ্টগণকে ধর্মের আড়ালে পুষ্ট করিবার জন্য সেকুলারিজম করেন, তবে সে সমাজবাদ অসুরেরই উৎপাতের ক্ষেত্র হইবে। দেবতাগণকে ইহা স্মরণ করাইবার জন্যই ব্রহ্মের আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের মধ্যে উপনিষৎ নিজেই বুঝাইয়া দিবেন যে শক্তিবাদই ব্রহ্মবাদ। শক্তিবাদহীন সমাজবাদ ব্রহ্মবাদ নহে। অসুরবাদকে তোষণের নামে ব্রহ্মবাদ হয় না।

''যক্ষ'' মানে নিজের প্রভাবেই নিজে পূজ্য, এমন একটি তত্ত্ব। দেবতারা নিজেদের মহিমায় আত্মবিস্মৃত এমন সময় 'যক্ষ' দর্শন দিলেন। দেবতারা দেখিলেন, নিজের মহিমায় নিজেই পূজ্য এবং তাঁহার মহিমার নিকট দেবতাদের মহিমা স্বতঃই ম্লান হইয়া গিয়াছে। দেবতাদের মহিমা হইতে অনেক উচ্চস্তরের মহিমায় মহিমান্বিত এমন একটি তত্ত্বকে দেবতারা দেখিলেন।

দেবতাদের নিকট 'যক্ষ' প্রকাশ পাইলেন। তবে কি দেবতারা যোগী এবং সাধক? হ্যাঁ, দেবতারা কর্মবাদী সাধক। অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধও সাধনা। ইহা তেজের উপাসনা। তেজই শক্তি। এবং তেজই আদ্যাশক্তি। ''তেজ'' সর্বশ্রেষ্ঠ দৈবী সম্পদ। শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং দেবতাদের পুঞ্জীভূত তেজই মহিষাসুরমর্দিনী 'মা দুর্গা'। তেজতত্ত্বের উপাসনায় দেবতারা সিদ্ধ হইয়াছেন। অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দেবতাগণ বিজয়ী হইয়াছেন। এই বিজয় শক্তিবাদের, এই বিজয় স্বয়ং নির্গুণ চেতনার বা ব্রহ্মের। দেবতাগণ তেজরূপা আদ্যাশক্তির নিকটস্থ হইয়াছেন। এই তেজের প্রভাবে ''চেতনা'' প্রকাশ পাইবেন, ইহা সাধনারই নিয়ম। দেবতারা শক্তিতত্ত্বকে ভুলিয়া গিয়া অহং তত্ত্বের দিকে ঝুঁকিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মের আবির্ভাবকে তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। এবার শক্তিতত্ত্বের আবির্ভাব হইবে এবং দেবতাদের অহংমত্ততাই যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে বুঝিতে দেয় নাই, ইহা স্পষ্ট হইবে। পরবর্তী মন্ত্রে ইহা স্পষ্ট হইতেছে।

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি।
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি॥ ৩

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, হে জাতবেদ (অগ্নে)! আপনি জানুন, এই যক্ষ কে? অগ্নি বলিলেন, তাহাই হউক।

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নি র্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাত বেদা বা অহমস্মীতি॥ ৪

অগ্নি সেই যক্ষের নিকটস্থ হইলেন। যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি বলিলেন, আমি অগ্নি এবং জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ।

তস্মিং ত্বয়ি কিং বীর্য্য মিতি।
অপীদং সর্ব্বং দহেয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ৫

অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সামর্থ্য কি প্রকার? এই পৃথিবীতে যে সব পদার্থ আছে, আমি তৎ সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায়।
সর্ব্ব জবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব
নিববৃতে, নৈত দশকং বিজ্ঞাতুম্ যদেতদ্ যক্ষমিতি॥ ৬

এইটি দগ্ধ কর, বলিয়া অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগে সেই তৃণ দগ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি তখন ফিরিয়া আসিলেন। এবং বলিলেন, ঐ যক্ষ কি, আমি জানিতে পারিলাম না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দৈবীসম্পদ সম্পন্নগণই দেবতা। তাঁহারা স্থূলদেহে থাকিলে, তাঁহাদিগকেই মহামানব বলা হয়। সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করিলে তাঁহারাই দেবতা। এইরূপ দেবতাদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই পূজা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের শুভ ইচ্ছায় জীবের মঙ্গল হয়। অহংযুক্ত স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরধারী শক্তিমানগণ যদি অহংমত্ততা কম করিয়া আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হন তবে তাঁহাদের মধ্যে শক্তির প্রাচুর্য হয়। মূলশক্তির নিকটস্থ হইয়া নিজের শক্তির অহংকার করা ঠিক নহে। অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন ''যক্ষ'' তাঁহাদের তুলনায় অনেক মহিমাবান। নিকটস্থ হইয়াও বুঝিলেন, সেই শক্তিধরের নিকটে নিজের শক্তির কোনই অস্তিত্ব নাই। তিনি এত দেখিয়াও নিজের অহংমত্ততা ভুলিতে পারেন না। তিনি যদি অহংকার ত্যাগ করিতে পারিতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতেন। ''তিনি কেবল নিজের মহিমাতেই শক্তিমান নহেন, তিনিই আমাদের সমস্ত শক্তির উৎস''। ইহাতেই, বেশ বুঝা যায়, দেবতাদের 'অহং মত্ততা' একটু গভীরই হইয়াছিল। কিন্তু শক্তিজগৎ ইহা মানিতে পারেন না। ইহা মানিলে অসুরবাদের পর পুনঃ অসুরবাদ আসিবে এবং অধ্যাত্মবাদের বিনাশ হইবে, ইহা মোটেই প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সমাজ দুর্বলবাদী হইলে সমাজের উপর অসুরের অত্যাচার আরম্ভ হয়। অসুরের অত্যাচারে জর্জরিত সমাজে আবার শক্তিবাদের আবির্ভাব হয়। সমাজে ও রাষ্ট্রে শক্তিবাদের স্থায়ী স্থান দাও, অসুরবাদ আসিবে না।

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজনীহি - কি মেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি॥ ৭

অনন্তর বায়ুকে বলিলেন, হে বায়ু! আপনি জানুন, এই যক্ষ কে? বায়ু বলিলেন, তাহাই হউক।

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ - কোঽসীতি। বায়ুর্বা
অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি॥ ৮

বায়ু সেই যক্ষের নিকটস্থ হইলেন। তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি কে? বায়ু বলিলেন, আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।

তস্মিং ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি? অপীদং
সর্ব্বমাদদীয়ম্ যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ৯

তোমাতে কি শক্তি আছে? আমি সব গ্রহণ করিতে পারি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদং স্বেতি। তদুপপ্রেয়ায়।
সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিববৃতে;
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতম্ যক্ষমিতি॥ ১০

তাঁহাকে গ্রহণ করার জন্য একটি তৃণ দেওয়া হইল। বায়ু শীঘ্র সেখানে উপনীত হইয়া সমস্ত বল এবং উৎসাহ প্রয়োগ করিয়াও উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখন দেবতাদের নিকট গিয়া বলিলেন। এই যক্ষ কে, তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না।

অথেন্দ্রমব্রুবন, মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি -
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতিতদভ্যদ্রবৎ।
তস্মাৎ তিরোদধে॥ ১১

তখন দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন - হে পূজ্য (মঘবন) ইন্দ্র, আপনি জানিয়া আসুন, ঐ যক্ষ কে? ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া যক্ষাভিমুখে গমন করিলেন; কিন্তু যক্ষ ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিই যে ব্রহ্ম ইহা বুঝাইবার জন্যই যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন। সাধক ক্রমবিকাশে শক্তিস্তরে আসিলেই জানিতে পারেন "ব্রহ্ম কি?" এবং সাধক জানিতে পারেন শক্তিই ব্রহ্ম। শক্তিই চেতনা।

ক্রমে বিকাশের পথে, সাধক প্রথম শূন্যবোধ জগতে প্রবেশ করেন। ব্যাপক শূন্যবোধে সব দৃশ্য বিলয়প্রাপ্ত হয়। সাধক মনে করেন আমি সব জানিয়াছি। কিন্তু সেই ব্যাপক শূন্যবোধের দ্রষ্টা কে? ইহার খোঁজ করিলে বুঝা যাইবে, ঐখানে সাধকের অহংসংযুক্ত আত্মা ঐ স্তরের (গণেশ স্তরের) দ্রষ্টা। সূর্যস্তরের প্রেমবোধ, বিষ্ণুস্তরের সুখবোধ, শিবস্তরের শান্তিবোধ, সবেরই দ্রষ্টা অতি সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিত সাধকের অহংতত্ত্ব। মহৎতত্ত্বের দ্রষ্টা কিন্তু সাধকের অহংতত্ত্ব নহেন। মহৎতত্ত্বের বোদ্ধা হইতেছেন মহানাত্মা। এ ভাবে মহত্তত্ত্ব বিলীন হইলে অব্যক্ত, এবং পরে শক্তিস্তরের বিকাশ হয়। এই শক্তিই যে চেতনা এবং প্রকৃত দ্রষ্টা, ইহা শক্তিস্তর ভিন্ন কোন স্তরেই স্পষ্ট হয় না। শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কেহই দিতে পারেন না। তাই পরবর্তী মন্ত্রে শক্তির আবির্ভাবের কথা বেদ নিজেই বলিতেছেন।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম্ বহুশোভমানা মুমাং
হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি॥ ১২

সেই আকাশে বহু শোভাসম্পন্না হেমাবরণে ভূষিতা উমাকে শক্তিরূপে আবির্ভূত দেখিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ যক্ষ কে?

শক্তিবাদ ভাষ্য। বহু শোভমানা অর্থাৎ সর্বশক্তি সমন্বিতা। শক্তিবাদ সূত্রানুসারে ''অষ্টশক্তি সমন্বিতা''। হৈমবতী অর্থে হিমালয়ের কন্যা অর্থাৎ মেরুদণ্ডমধ্যবর্তী সুষুম্না পথ নিবাসিনী হিমমণ্ডলরূপিণী মহাশক্তি। ব্রহ্মনাড়ী ছিদ্রপথ এই হিমতত্ত্বে পরিপূর্ণ থাকে। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইলে এই হিমমণ্ডল স্বচ্ছ হয় এবং শুদ্ধব্রহ্মনাড়ী প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মনাড়ী হইতেছেন নাড়ীর অস্তিত্বহীন একটা ফাঁকা নাড়ী, যাহা হিমতত্ত্বে পরিপূর্ণ থাকে। কুণ্ডলিনীর জাগরণে এই হিমমণ্ডল ফাঁকা হয়। এবং ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। উমা = উ+ম+অ অর্থাৎ অ+উ+ম! ওঁ = ব্রহ্মবাচক মহানতত্ত্ব। পাঠক বেশী মাথা খাটাইবেন না। শক্তিতত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব। কেনোপনিষদ যেরূপ কঠিন জ্ঞানমার্গকে কেন্দ্র করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন উহা সাধারণ সাধকের পক্ষে খুবই কঠিন এবং জটিল মনে হয়। আমরা সকলকে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ নিত্য উপাসনা করিতে বলি এবং শক্তিদীক্ষা গ্রহণ করিয়া কালী সাধনা করিতে বলি। সে সঙ্গে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র জীবনে দুর্বলবাদ ও অসুরবাদের গুণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দিয়া শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা দিবার চেষ্টা করিতে বলি। দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই দেবতাগণের নেতা এবং অসুরবিরোধী মহান আত্মা ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এখানে দেখা গেল, ইন্দ্রই শক্তিতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে যোগ্যতম আধার।

ইতি কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডে ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ-ভাষ্য।

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে
মহীয় ধ্বমেতি, ততোহৈব বিদ্যঞ্চকায় ব্রহ্মেতি॥ ১

সেই উমা বলিলেন - ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই বিজয়ে তোমরা মহিমা লাভ কর। অনন্তর ইন্দ্র ঐ যক্ষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রথম প্রকাশে ইন্দ্রাদি দেবগণ বুঝিয়াছিলেন, তিনি পরমপূজ্য এবং মহিমাময়। উমা ইন্দ্রকে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন মাত্র, ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশিত হন। তিনি জ্ঞানবাদ এবং কর্মবাদের অনুশীলনের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হন। অসুরবাদের বিরুদ্ধে যজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানেরই অনুশীলন।

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবন্যান্ দেবান্
যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ, তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে
হ্যেনৎ প্রথমো বিদ্যঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ২

যেহেতু অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র এই ব্রহ্মের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারাই সর্বপ্রথম ব্রহ্মজ্ঞ। কারণ, তাঁহারা সর্বপ্রথম ব্রহ্মের খুব নিকটস্থ হইয়াছিলেন। এই কারণ, তাঁহারা অন্য সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের যতবেশী নিকটস্থ হন তাঁহারা তত অধিক কর্মশক্তিসম্পন্ন এবং জ্ঞানবান হন। যাঁহারা বেশী সৎলোক তাঁহারাই বেশী দায়িত্বের সহিত কর্ম সম্পন্ন করেন। তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্মনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ ধর্মেরই লক্ষণ। এখানে দেবতাগণ ব্রহ্মের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন, বলা হইয়াছে। ইহার কারণ, যক্ষের দর্শনে, তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে দেবতাদের অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইরূপ প্রভাবে অজ্ঞানতা, জড়তা, অসুরবাদিতা এবং অসুর তোষণের দুষ্কার্য নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। ইহাই ব্রহ্মের স্পর্শ।

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিতান্যান্ দেবান্;
স হ্যেনন্নে দিষ্টং সংস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো
বিদ্যাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ৩

যেহেতু ইন্দ্রই সেই সন্নিহিত ব্রহ্মকে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রথম ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তিনি (কর্ম ও জ্ঞান শক্তিতে) সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কাপুরুষ এবং ভীরু কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন? বলা হইল, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের যত নিকটস্থ তাঁহারা তত শ্রেষ্ঠ। অসুর রাজারাও অন্য জন্মের তপঃ প্রভাবে রাজা হন। সে সঙ্গে ভয়ঙ্কর অপরাধেই অসুর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিমুখ হইয়া হীন জীবন যাপন করেন।

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যতো বাদ্যুতদ্আ,
ইতীন্যমীমিষদ্ ইত্যধি দৈবতম্॥ ৪

তাঁহার ইহা আদেশ (উদাহরণ) যে তিনি বিদ্যুতের মত হঠাৎ চমকাইয়া যান এবং নেত্রের নিমিষের মত ক্ষণস্থায়ী দর্শন দেন। তাঁহার এই রূপ ক্ষণিক দর্শনের নাম অধিদৈবতম্।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা বলিয়াছি, দৈবীসম্পদ সম্পন্নগণই দেবতা। অনেকে সাধনা তপস্যা করেন না; কিন্তু তাঁহারা সত্য, ত্যাগ, শান্তি, অভয় এবং অসুর নাশের জন্য তেজ আদি দৈবীবৃত্তির অনুশীলন করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ চকিত আভাস প্রাপ্ত হন। যক্ষের দর্শনদান উহারই উদাহরণমাত্র। দেবতাদের সম্মুখে তিনি নিমিষের জন্য প্রকাশিত হইয়া আবার অন্তর্হিত হন। দৈবীবৃত্তির অনুশীলনের মধ্যেও ব্রহ্মেরই প্রকাশ এবং এইরূপ প্রকাশের নাম অধিদৈবতম্। দেবত্বের মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ হয় জানিতে হইবে। দেবত্ব ব্রহ্মকে (আত্মাকে) আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে। সাধনা ও তপস্যা না করিয়া দৈবীভাব অবলম্বনসহ অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও দেবত্ব। ইহাই চকিত ব্রহ্মজ্ঞান।

অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন
চৈতদুপস্মরত্যমভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ॥ ৫

মন তাঁহাকে দর্শন করিবার সংকল্প করে এবং আত্মার দিকে গমন করে। ইহাই আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনের এক প্রান্তে বিষয় এবং অন্য প্রান্তে আত্মা অবস্থিত। মনের স্বভাব, বিষয়মুখে ধাবিত হওয়া। মন যখন আত্মধ্যানের কথা চিন্তা করে, তখন মনের গতি আত্মমুখী হয়। দীক্ষিত ও শক্তিসাধক প্রথমটায় ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিবেন এবং কায়াকাশ ধ্যান করিবেন। পরে ধীরে ধীরে সূর্যস্তরের প্রেমবোধ, বিষ্ণুস্তরের সুখবোধ এবং অন্যান্য স্তর প্রকাশের পথে চলিবেন। ইহাই মনের আধ্যাত্মিকতা। ক্রমবিকাশ দ্রষ্টব্য।

তদ্ধ তদ্ধনং নাম তদ্ধনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং
বেদ, অভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছতি॥ ৬

সেই ব্রহ্মই প্রাণীদের (শরীর পুষ্টির) বলজ খাদ্য। (খাদ্য মনেরও পুষ্টিসাধক খাদ্য)। তাঁহাকে এইভাবেই উপাসনা করিবে। যিনি ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করেন, সমস্ত প্রাণীই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ''ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।'' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কথা। তিনি শরীর রক্ষার বনম্ (বনজ খাদ্য); তিনি মনোপুষ্টিরও বনম্ অর্থাৎ সূক্ষ্ম খাদ্য। এইজন্য দুইবার 'বনম্' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। এইভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। যিনি এইভাবে ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সকলেরই পূজ্য হন। উপনিষদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বিশেষ অন্তরবিকাশসম্পন্ন মানব ভিন্ন সমস্ত প্রাণী যোগীকে শ্রদ্ধা করে। ইহা নিজের সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। শরীর পুষ্টির জন্য স্থূল খাদ্যের মতই মনপুষ্টির খাদ্য যে আধ্যাত্মিকতা, ইহা সাধক সর্বদা মনে রাখিবেন। এবং সাধনা ও উন্নত বিকাশ আয়ত্ত করিবেন।

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি, উক্তা চ উপনিষদ, ব্রাহ্মীং বাব ত
উপনিষদমব্রুমেতি॥ ৭

(হে গুরুদেব!) আপনি (আমাকে) উপনিষৎ বলুন। (উত্তর) তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যামূলক উপনিষদ্ বলা হইয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কেনোপনিষদ্ সম্পূর্ণভাবে সাধনামূলক ব্রহ্মজ্ঞান। শিষ্য এখনও সাধনায় প্রবেশ করেন নাই এজন্য শিষ্যের মধ্যে গুরুকথিত ব্রহ্মবিদ্যা এখনও প্রতিভাত হয় নাই। তাই গুরু এবার শিষ্যকে সাধনার নিয়মের কথা পরবর্তী মন্ত্রে বলিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যার কথা শ্রবণ করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না। জীবনকে সেইভাবে নিত্যকর্মের ভিত্তিতে নিয়মিত করিতে হইবে। নিত্য সাধনা করিতে হইবে। ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করিতে হইবে।

তস্মৈ তপো দয়ঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্॥ ৮

তোমাতে তপঃ দমঃ এবং কর্মের প্রতিষ্ঠা হইবে। সমস্ত বেদ এবং ষড়ঙ্গ বেদ এবং সত্য সেই ব্রহ্মের আয়তনম্ (পীঠস্বরূপ)।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তপঃ=তপস্যা। দেহ ইন্দ্রিয় এবং মনের স্থিরতা সম্পাদনসহ ব্রহ্মচর্য ও গুরুসেবা। দমঃ=বাহ্য বিষয়-ভোগের উপশম। অর্থাৎ বাহ্য ইন্দ্রিয় বিষয়ে দমন। কর্ম=নিত্যকর্ম (সন্ধ্যাদি), নৈমিত্তিক কর্ম=বিশেষ বিশেষ পর্বদিনের পূজাদি ও যজ্ঞাদি কর্ম, শরীর রক্ষার্থ - সৎভাবে অর্থোপার্জন কর্ম। সত্য অবলম্বন করিতে হইবে এবং বেদ ও বেদাঙ্গের (শিক্ষা, নিরুক্ত, কল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ইহারা ষড়ঙ্গ বেদ। দ্রষ্টব্য ধর্ম-শিক্ষা) আলোচনা করিতে হইবে। এই সব তপস্যামূলক সাধনার অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মান মনন্তে স্বর্গে
লোকে জ্যেয়ে প্রতির্তিষ্ঠতি প্রতির্তিষ্ঠতি॥ ৯

যিনি যথোক্ত প্রকারে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হন, তিনি স্বীয় পাপ বিধৃত করিয়া অনন্ত গুণাত্মক ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। কেনোপনিষৎ কঠিন জ্ঞানমূলক সাধনার ভিত্তি লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছিল, শেষ পর্যন্ত সেই সাধনার একটা সুন্দর এবং সহজ অনুষ্ঠানমূলক সাধনার ভিত্তি দান করিয়া এই মহান উপনিষদের শেষ করা হইয়াছে। পাঠক বুঝুন, ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সাধনা কিরূপে একজনকে সত্যদ্রষ্টা ঋষি প্রস্তুত করে। ঋষির উপদেশে রাজার শাসনই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবাদ; না কি মূর্খগণ-নির্বাচিত ভোটবাদীয় মন্ত্রিত্ব শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবাদ? বুঝিতে চেষ্টা করুন।

ইতি কেনোপনিষদের চতুর্থ খণ্ড, ১৪১ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ, শ্রীস্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য, ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য।

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ

প্রথম ভাগ - প্রথমা বল্লী

শান্তিমন্ত্র। ওঁ সহনাববতু সহনৌভূনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনামধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ॥

"ওঁ (ওঁ শব্দ মন্ত্রের আরম্ভে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহা ব্রহ্ম বাচক)। আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্যকে) একত্র রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কে একত্র ব্রহ্ম বিদ্যা ফলভোগ প্রদান করুন। আমাদের উভয়কে বীর্যবান করুন। আমাদের (উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যা) পাঠ বীর্যবান হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমরা "ওঁ" স্মরণ করি এবং স্থূল জগতের শান্তি, সূক্ষ্ম জগতের শান্তি এবং জ্ঞান জগতের শান্তি আমাদের লক্ষ্য হউক॥"

শক্তিবাদ ভাষ্য। ঈশোপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্য আলোচনা কালে আমরা শুক্ল যজুর্বেদের এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের মূল ইতিহাসমূলক কথার আলোচনা করিয়াছি। বেদ বিরাট গ্রন্থ। ইহার পঠন পাঠন ও ক্রিয়া-কলাপকে ব্যাসদেব দ্বারা বিভিন্ন শিষ্যগণকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আদেশে তাঁহার অধীত বেদবিদ্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ত্যাক্ত বেদরাশিই কৃষ্ণ যজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্য যে বিদ্যারাশি সূর্য্যোপাসনা ও তপস্যা দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, উহাই শুক্লযজুর্বেদ নামে খ্যাত।

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহ সূত্র গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। কঠোপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত একটি মহান উপনিষদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের সঙ্গে গুরুর সহিত মতভেদের ইতিহাসে এক মহর্ষির নাম জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং গুরু শিষ্য সম্বন্ধযুক্ত একটি অতীব সুন্দর শান্তিমন্ত্রটি এই উপনিষদের আরম্ভে যুক্ত থাকা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। গুরুর সহিত শিষ্যের শ্রদ্ধা ও স্নেহ সূত্র গভীর না থাকিলে শুধু উপনিষদ বা জপাদি কার্য বীর্যবান হয় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের জীবন কথা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তিবাদিতা সীমাহীন। আমরা এই মহান ঋষিকে বার বার প্রণাম করি এবং জ্ঞান ও শক্তিদাতা নররূপী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গুরুকে বার বার প্রণাম করি।

সাধারণ ভাবে বিচার করিলে, বৈশম্পায়ন ব্যাসদেব এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মতভেদের কাহিনীকে খুব ভয়ঙ্কর অপরাধ বলিয়া মানা যায় না। কিন্তু মহর্ষি বৈশম্পায়নের লক্ষ্য অত্যন্ত মহান - তিনি বেদ রক্ষা করিতে চাহেন। শ্রদ্ধাশীল ও বেদপাঠী ব্রাহ্মণকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বেদ রক্ষার পরিকল্পনা করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের মহান লক্ষ্যের কথা অনুধাবন করিতে পারেন নাই, অথচ তিনি নিজেকে বৈশম্পায়নের অত্যন্ত বীর্যবান শিষ্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। যাঁহারা বীর্যবান শিষ্য, তাঁহাদের অন্তরে গুরুর এই মহান কর্মলক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে কেন্দ্র করিয়া ব্যাসদেব বেদ রক্ষার ভিত্তি দান করেন। কে ১নং ব্রাহ্মণ, বা কে ২নং ব্রাহ্মণ, বা কে ৩নং ব্রাহ্মণ, ইহা বিচারের চেষ্টা না করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যদি গুরুর কার্যের লক্ষ্য ও মানব-কল্যাণের কথা ভাবিতেন, তবে তিনি ঐরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। মহাপুরুষরা যে লক্ষ্যে কোন মহান কার্যের সূত্রপাত করেন, উহার অনুকূলে থাকা এবং তদনুরূপ কার্য করাই শ্রেষ্ঠ শিষ্যত্ব। ব্যাসদেব জানিতেন ব্রাহ্মণকে উচ্চ স্তরে না রাখিলে তাঁহার লক্ষ্য সফল হওয়া কঠিন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়তম শিষ্য হইয়াও ইহা বুঝিলেন না, ইহাই ব্যাসদেবের বিরক্তির কারণ। ব্যাসদেবের মহান লক্ষ্যে ব্রাহ্মণ তোষণই যে কতকটা নীতি ইহাতে সন্দেহ নাই, আবার যাজ্ঞবল্ক্যের গুরুভক্তি, তপস্যা এবং শক্তিসাধনাও যে শক্তিবাদ, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ফলতঃ ব্যাস লক্ষ্য ও যাজ্ঞবল্ক্য লক্ষ্য এক রেখায় আসিয়া বেদরক্ষারূপ মহান শক্তিবাদ যে শক্তিশালী হইবে, ইহাকে কে অস্বীকার করিবে? ব্যাসদেবের বেদরক্ষা এক যুগসন্ধি ঘটনা। ভারতের বুকে এক এক যুগসন্ধিকালে যে সব মহান তপস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় ব্যাসের স্থান তাঁহাদের সকলের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। যুগসন্ধিতে আবির্ভূত কোন মহাপুরুষের উদ্দেশ্য বুঝা এবং সেই লক্ষ্য অনুযায়ী কার্য করাই ঠিক ঠিক শিষ্যত্ব। ইহা দ্বারাই গুরুর জ্ঞানধারা শিষ্যে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব এবং সহজ এবং ইহাই উচ্চ তপস্যা, জ্ঞান এবং মুক্তির পথ। বৈশম্পায়ন ব্যাসদেব যে ভাবে বেদ ও অধ্যাত্মধর্ম রক্ষা করিবার ভিত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার এই মানব হিতৈষণা এবং বিশ্ব কল্যাণের মহান কার্যের তুলনা হয় না। ব্যাসদেবের প্রিয়তম শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য উহার লক্ষ্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই বলিয়াই ব্যাসদেব বিরক্ত হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও প্রকারান্তরে ব্যাসের বেদরক্ষারই মহান কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের যদি সীমাহীন গুরুভক্তি না থাকিত তবে তিনি কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ না করিয়া * বর্তমানযুগের দল তান্ত্রিকদের মত দল গড়িয়া গুরুর দোষারোপণেই তৎপর হইতেন।

১। উশন হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদ সন্দদৌ
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস॥

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ''বা'' শব্দটির বদলে ''না করিয়া'' কথাটি আমাদের পরিমার্জন।

অন্নদানে প্রসিদ্ধ বংশজ (ঔদ্দালিক ঋষি) (বিশ্বজিৎ নামক) যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামক এক পুত্র ছিলেন।

২। তꣳহ কুমারꣳ সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত॥

পিতা যজ্ঞদক্ষিণাস্বরূপ (জরা জীর্ণ গো সকলকে) দিতেছেন দেখিয়া বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইয়াছিল।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দানের ফল প্রাপ্তি, যজ্ঞের ফল সুখ এবং তপস্যার ফল জ্ঞান। যিনি ভাল বস্তু দান করেন না, তিনি ভাল বস্তু পান না; যিনি ভালভাবে যজ্ঞ করেন না তিনি ভাল সুখ পান না; ভাল তপস্বী না হইলেও ভাল জ্ঞানী হন না। পরকালে বা জন্মান্তরে প্রাপ্তি, সুখলাভ এবং জ্ঞান-লাভ বিষয়ে ইহাই নিয়ম। পরকাল বা জন্মান্তর বিষয়ে নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইয়াছে। বিদ্যালয়ে দেখা যায় একজন ছাত্র অতি সহজে ভালভাবে পাস করিয়া চলিয়াছে, আবার অনেকে পারে না। এই রূপ ভালভাবে পাস হইবার মূলে শুধু এই জন্মের তপস্যা (অধ্যয়ন) যথেষ্ট নহে। জন্মজন্মের অধ্যয়ন ও পারদর্শিতার প্রভাব ইহাতে আছে। যাঁহারা জীবনকে খুব ছোট করিয়া দেখেন অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী একটা ক্ষণিক ঘটনা মনে করেন তাঁহাদিগকে দূরদর্শী জ্ঞানী বলা যায় না। নচিকেতা জীবনটাকে বহুজন্মের প্রভাবযুক্ত জীবন বলিয়া জানেন। এ যুগে কংগ্রেসপন্থী এবং হিন্দু কম্যুনিস্টরা সমস্ত হিন্দুসমাজকে নাস্তিকবাদী করিবার জন্য নানা পথে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাহার ফলে সর্বত্র অশ্রদ্ধা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এজন্য ভারতের সেকুলারিষ্ট ও মূর্খ নেতারা সর্বতোভাবে দায়ী। মূর্খগণ ইহকালের জন্য ভারতসমাজে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, পরকালে বা জন্মান্তরে এসব মূর্খরা এই ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়া এই বিষবৃক্ষের ফল আরও ভালভাবে ভোগ করিবে কিনা, কে জানে! জন্মান্তর জ্ঞান এবং উপনিষদ বিদ্যা ওতপ্রোতঃ জড়িত। জন্মান্তরে শ্রদ্ধাহীন মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। যাঁহারা বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পর কবরে থাকিবেন বা ৫০০০০ বৎসর বাদ গড বা আল্লার পূঁ বাজিলে তাঁহারা জাগিয়া উঠিয়া বিচার মঞ্চে দাঁড়াইয়া অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক লইবেন, তাঁহারা উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার অযোগ্য।

৩। পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধ দোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম যে লোকাস্তান্ গচ্ছতি তা দদৎ॥

যে সকল গো জন্মের মত জলপান, তৃণভক্ষণ ও দুগ্ধদান কার্য শেষ করিয়াছে এমন সব গো সকলকে দান করিলে, যজমান তাদৃশ দানের ফলে অনন্দজনিত অসুখময় লোকে গমন করে বা জন্মগ্রহণ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতার ইতিহাস বৈদিক যুগের কথা, সেই যুগে গোচরভূমির অভাব ছিল না। বর্তমান ভারতে বৃদ্ধ ও ড্রাই পশুগণকে খাদ্যদান ও পালন দুইই কঠিন। আমি পাহাড়ের মঠে পশুপালন করিয়াছি। আনন্দাশ্রমের গোশালায় অনেক ড্রাই পশু আসিত, অনেকেই গো বিক্রয়দ্বারা গোহত্যার পাপ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার জন্য গোশালায় গাভী দিয়া যাইতেন। ইহারা অন্যান্য পশুর সঙ্গে চড়িয়া বেড়াইত জলপান করিত এবং সময় আসিলে মৃত্যুবরণ করিত। অনেক পশু আবার মুক্ত জল ও ঘাসের সংশ্রবে আসিয়া স্বাস্থ্যবান হইত এবং সন্তানও প্রসব করিত। পরে যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করিত। চামাররা আসিয়া উহার চামড়া ও অস্থি সংগ্রহ করিবার জন্য আশ্রমের বাহিরে ভাগাড়ে লইয়া যাইত। এ বিষয়ে চামারদের বংশগত ভাবে যজমান থাকিত। এক চামারের যজমানদের মৃত পশু অন্যে লইতে পারিত না।

পাহাড়ে গোধনের চাষ অনেকেরই ছিল। বৃদ্ধ গরুকে কেহই বোঝা মনে করিত না। অন্নের অভাবে আজ বৃদ্ধ মাতাপিতাও কোন কোন স্থানে সন্তানের বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহা ভাবিতেও ভয় হয়। যাহা হউক, নচিকেতা যে যুগের বালক সেই যুগে তাঁহার পিতা ঔদ্দালিক ঋষি হয়তো ততটা গভীর ভাবে কথাটা ভাবিয়া দেখেন নাই, কারণ সেইযুগে গোশালার ব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ ঋষি এবং পশু ব্যবসায়ী অন্যান্য গোপালকদের দেয় গো-রক্ষণী ছিল; প্রচুর গোচরভূমির ব্যবস্থাও ছিল। রাজা ও জমিদারেরা এজন্য ভাল ব্যবস্থা রাখিতেন। কংগ্রেসীদের অদূরদর্শিতায় এই ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। এখন কালে অকালে, ড্রাই পশুদিগকে কসাইয়ের হাতে অল্প দামে বিক্রয় করা হয় এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অহিন্দুদের সস্তায় প্রোটিন খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা যে সময় পাহাড়ের আশ্রমে বৃদ্ধ গরুদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিতাম, তখন আমাদের মনে কোনই পীড়নের কথা আসিত না। বরং গোধনকে এ ভাবে কসাইয়ের হত্যা ও ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন শত্রু যবন-পোষণের দুষ্কার্য হইতে দাতাকে মুক্ত দেখিয়া আমি তৃপ্তি অনুভব করিতাম। দাতাও তৃপ্তিবোধ করিতেন। গোদান, গোরক্ষা ও গোপালন একদল ধার্মিক মানুষের ধর্মাঙ্গ ছিল। আমার মনে হয়, ঔদ্দালিক ঋষি গোপালন কার্যটিকে এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন, যদিও নচিকেতা এই ঘটনাকে আরও গম্ভীর দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন। দৃষ্টিভেদের জন্যই নচিকেতা এবং পিতা ঔদ্দালিক ঋষির মধ্যে মন কষাকষি দেখা দিয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টিভেদের কারণই বৈশম্পায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মধ্যে মন কষাকষি হইয়াছিল। কেহ যদি নিজের বৃদ্ধ গাভীটিকে কোন সচ্ছল গোরক্ষণীর হাতে সমর্পণ করিতে পারে তাহাতে দাতার তৃপ্তিই হয়। বৃহৎ ব্যবস্থাসম্পন্ন গোশালায় ১০/২০ টি বৃদ্ধ বা যুবতী গাভীর বিচার হয় না। ইহার কারণ, সচ্ছলতাই সেখানের মূল নীতি। কংগ্রেস শাসিত ভারতে ড্রাই পশুদের হত্যা না হইয়া কোন বৃহৎ গোরক্ষণীয় পরিকল্পনা যদি আমরা দেখিতাম এবং লক্ষ লক্ষ একর জমির উপর ইহাদের আমরণ বিচরণ যদি আমরা প্রত্যক্ষ করিতাম, তবে আমাদের মনে সত্যই শান্তি ও তৃপ্তি দেখা দিত।

৪। স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ঁ তঁ হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥

তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কাহাকে দিবেন, দুই তিনবার এইরূপ বলিবার পর পিতা বলিলেন, তোমাকে যমকে দিলাম।

শঙ্কিবাদ ভাষ্য। ক্রোধের আতিশয্যে পিতা পুত্রকে যমকে দিলেন।

৫। বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিঁ স্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি॥

কোন কোন বিষয়ে মধ্যে আমি উত্তম, আবার কোন কোন বিষয়ে আমি মধ্যম (অর্থাৎ আমি কোন বিষয়েই অধম নই); যমের নিকট পিতার এমন কি কর্তব্য ছিল, তাহা আমাদ্বারা সম্পন্ন করিবেন?

শঙ্কিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা চিন্তাশীল বালক, তিনি প্রত্যেকটি কার্যেই চিন্তাশীলতা দেখাইতেছেন ; ইহা সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৬। অনুপশ্য যথা পূর্বে, প্রতিপস্য তথা পরে
শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবা জায়তে পুনঃ॥

পূর্ব পুরুষগণ যেরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমান কালেও সাধুগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, আপনি সেরূপ আলোচনা করুন। (অর্থাৎ আপনি পূর্ব পুরুষ ও সাধু নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। আমাকে যমকেই দিন)। মানব মরণশীল, তাঁহারা শস্যের মতই একবার জন্মায় আবার শস্যের মতনই মরিয়া যায়।

শঙ্কিবাদ ভাষ্য। শস্য উৎপন্ন হইয়া পরিপক্ক বীজ রাখিয়া আপনিই মৃত্যুবরণ করে। জীব মাত্রই প্রাকৃতিক নিয়মে ইহাই করে। কেহই চিরদিন এই পৃথিবীতে থাকে না।

পিতাকে এই ভাবে সব বুঝাইবার পর নচিকেতা মৃত্যু বরণ করিলেন। তিনি কি ভাবে শরীর ত্যাগ করিলেন, ইহার উল্লেখ নাই। আচার্য শঙ্কর যেমন শরীর ত্যাগ করিয়া পরকায় প্রবেশের জন্য শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন নচিকেতা কি সেইরূপ কোন যোগবলে শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন? যে ভাবেই হউক নচিকেতা স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে যমের বাড়ী গেলেন। একটা সংসারে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া যে ভয়ঙ্কর ঘটনা, ইহাতে সন্দেহ নাই। সংসার অন্ধকার করিয়া বালক পিতামাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পরকালে চলিয়া গেলেন। ইহা সংসারের সকলের পক্ষে শোকাবহ ঘটনা। পিতা মাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোন বালকই পরকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয় না।

কিন্তু নচিকেতার সমস্ত কার্যই বেশ একটু অন্য প্রকারের এবং বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি যেন লৌকিক এবং অলৌকিক দুইই দেখিতে পাইতেছিলেন।

নচিকেতা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে কোথাও শরীর ত্যাগ করিলেন বা পিতৃগৃহেই শরীর ছাড়িলেন; ইহার কোনই উল্লেখ নাই। শরীর যে তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। নয়তো শস্যের মত জন্মমৃত্যুর তুলনা করা হইত না। শরীর ত্যাগের পর নচিকেতা যমের বাড়ী তিন দিনের অধিক সময় ছিলেন। এত দিন তাঁহার শরীর কি ভাবে রক্ষা হইয়াছিল, বুঝা যায় না। আচার্য শঙ্কর পরকায় প্রবেশ কালে ত্যক্ত শরীর একবৎসর কাল রক্ষিত ছিল। পরকায় প্রবেশকালীন শরীর ত্যাগকে ষোল আনা শরীর ত্যাগ বলা যায় না, কারণ সে সময় শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। সে সময় ব্রহ্মনাড়ীতে জীবনীশক্তি ক্রিয়াশীল থাকে, শরীরের অন্যান্য অংশ মৃতবৎ অবস্থিত থাকিলেও শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না বলিয়া শরীরটা পচিয়া গলিয়াও যায় না। এইরূপ পরিস্থিতি কালে শরীরটা পোড়াইয়া দিলে জীবাত্মা টের পায় না, কিন্তু শরীরটা রক্ষা করিলে জীবাত্মা পুনরায় সেই শরীরে পূর্ণভাবে প্রবেশ করিয়া স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। নচিকেতার শরীরত্যাগ সেইরূপই ঘটনা হয়তো ছিল। পিতা প্রভৃতি আত্মজ্ঞ ঋষিগণ লক্ষণ বুঝিয়া শরীরকে নিশ্চয়ই দাহ করেন নাই। শরীরকে ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রামণ আমার জীবনে কয়েকবার হইয়াছে। এইরূপ 'নিষ্ক্রামণ ও পুনঃ প্রবেশ বিজ্ঞান' সম্বন্ধে আমার সব কথাই জানা ছিল; কিন্তু ইহার উপর পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্তির ঠিক ঠিক কোন বিজ্ঞান আমার আয়ত্ত হয় নাই। কাজেই এইরূপ নিষ্ক্রামণ আমার ইচ্ছাধীন ছিল না। নচিকেতা এবং আচার্য শঙ্করের এইরূপ নিষ্ক্রামণ এবং পুনঃ প্রবেশ বিজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্তাধীন ছিল। যোগ দর্শনে ইহাকে ''কায়ব্যূহজ্ঞান'' নাম দিয়াছে।

৭। বৈশ্বানর প্রতিশত্য তিথি র্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈ তাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতো দকম্॥

হে বৈবস্বত যমরাজ! ব্রাহ্মণ অতিথি অগ্নিরূপেই গৃহস্থ গৃহে প্রবেশ করেন। সেই কারণ (সাধু গৃহীগণ) তাঁহার শান্তির ব্যবস্থা করেন। আপনিও তাঁহার জন্য পাদ্যাদি গ্রহণ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া যমের বাড়ি যান নাই। তিনি অতিথির মতই যমগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার সহিত বিশেষ বিবেচনামূলক ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যম অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া সেইরূপ কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এখানে পাদ্যাদির উল্লেখ থাকা, মানে খাদ্যাদির ব্যবস্থাও বুঝিতে হইবে।

৮। আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চ।

ইষ্টাপূর্ত্তে পুত্র পশুংশ্চ সর্ব্বান।
এতদ্ বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্প মেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥

যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণ অনশনে বাস করেন তাঁহার আশা, প্রতীক্ষা, সজ্জন সমাগমের ফল, সুসংবাদ, দেবতা প্রতিষ্ঠা, জলাশয় দান, সুসংবাদ, পুত্র ও পশু সবই বিনষ্ট হইয়া যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রত্যেক রাজা জমিদার এবং ধনী গৃহস্থের বাড়িতেই অতিথি সৎকারের জন্য গৃহাদি এবং আহারের ব্যবস্থা থাকিত। সাধারণ ধার্মিক গৃহীরাও শক্তি অনুসারে স্বগৃহে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা রাখেন। যমরাজার বাড়িতেও নিশ্চয়ই সব রকম ব্যবস্থাই ছিল, তবে নচিকেতা সেই সব সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ কেন করিলেন না? সৎকারের সব রকম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অতিথি সেই ব্যবস্থা স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করিলে উহার ফলে গৃহস্থকে দোষী করা যায় না। বহুদূরদর্শী নচিকেতা নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন।

৯। তিস্রো রাত্রীর্যদ্ বাৎসী গৃহে মে
ঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথি র্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রাহ্মণ্, স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন বরান্ বৃণীস্ব॥

হে ব্রহ্মণ্! আপনি অতিথি; সুতরাং নমস্য। যেহেতু আপনি আমার গৃহে ত্রিরাত্রি অনশনে বাস করিয়াছেন, সেহেতু আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমার মঙ্গল হউক। অধিকন্তু এক এক রাত্রির জন্য এক একটি করিয়া বর আপনার ইচ্ছামত প্রার্থনা করুন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যমরাজার ভদ্রতা, নম্রতা এবং ব্রহ্মণ্য ধর্মে নিষ্ঠা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নচিকেতা বৈদিক যুগের মানুষ, তখন সমাজে ব্রহ্মণ্যবাদ ছিল। সেই সমাজে অসুরবাদ এবং নাস্তিকবাদেরও প্রভাব ছিল, ইহা নচিকেতার উপাখ্যানেই বুঝা যায়। ব্রহ্মণ্যবাদীয় সমাজই বেদবাদীয় সমাজ।

বৈদিক যুগে ভারতের দশদিকে দশদিকপালের রাজ্য ছিল। পরবর্তীকালে বা বর্তমানে এ সব রাজ্য দেবতার রাজ্য, কি মানব রাজ্য, ইহার মীমাংসা করা সহজ নহে। নচিকেতা যমরাজার দেশে সশরীরে গিয়াছিলেন, অথবা প্রেতাধীপ যমের নিকট সূক্ষ্ম শরীরে গিয়াছিলেন, ইহার মীমাংসার আর প্রয়োজন নাই। চারটি শঙ্কর মঠের মঠাধীশকে আজও শঙ্করাচার্য বলা হয়। কাজেই দিকপাল বলিতে দেবতার রাজ্য অথবা মানবরূপী রাজার রাজ্য, ইহার নিরাকরণ আমাদের গ্রন্থের লক্ষ্য নহে। আমরা প্রেতেশ্বর রাজাকেই যমরাজা মানিয়া এ অধ্যায়ের ঐতিহাসিক অংশ মীমাংসা করিলাম। এই উপনিষদের

সাহিত্যিকতা এবং ভাষার এমনই গাম্ভীর্য যে যমরাজা অলৌকিক রাজা হইলেও তাঁহাকে স্থূলদেহধারী মানব বলিয়াও মনে হইতে পারে।

বৈশম্পায়ন মনুপ্রবর্তিত বর্ণাশ্রম সমাজকে সংস্কার করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্করও, মনু এবং ব্যাসের সমাজকেই পুনঃসংস্কার করেন, যাহার ফলে বৌদ্ধবাদ নির্মূল হইয়া যায়। আজ কংগ্রেস শাসিত ও তাঁহাদের অদূরদর্শিতায় খণ্ডিত ভারত এক ভয়ঙ্কর দুর্দশা ও সমাজ বিপ্লবের সম্মুখীন হইয়াছে (১৯৬৬ সনে)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়কর্মীরা শক্তিবাদের ভিত্তিতে সংস্কৃত ব্রহ্মণ্য সমাজের ছায়াতেই আবার সংস্কৃত হইবে; ম্লেচ্ছ ও যবনবাদ এবং উহাদের জন্য মূর্খ নেতা পরিকল্পিত সমাজবাদীয় ভণ্ডামী ''ডেমোক্রেসী ও কম্যুনিজম'' ভারত অতিক্রম করিবে; অখণ্ড ভারতে আবার বেদবাদীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তবেই ভারতে আবার সুখ শান্তি ও সুদিন আসিবে। স্বয়ং যমরাজ বালক নচিকেতাকে যে সম্মান দেখাইলেন উহা সত্যই বিস্ময়কর। শক্তিবাদীয় উপাসনা ও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান প্রসার লাভ করুক। শক্তিবাদী নচিকেতা এবং তাঁহার যোগ্য ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু যমরাজার উদ্দেশ্যে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১০। শান্ত সংকল্প সুমনঃ যথা স্যাদ্
বীত মন্যু র্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
তৎ প্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ,
এত ত্রয়ানাং প্রথমং বরং বৃণে॥

নচিকেতা বলিলেন, আমার পিতা যেন শান্ত সংকল্প হন। তিনি যেন আবার আমার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত এবং ক্রোধশূন্য হন। আর আপনি আমাকে গৃহে পাঠাইলে, তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনটি বরের মধ্যে ইহাই প্রথম বররূপে আমার প্রার্থনা।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা আশ্চর্যজনক ভাবেই অসাধারণ বুদ্ধিমান বালক। পিতা যে ক্ষণিক ক্রোধের বশে বালকের উপর অন্যায় আচরণ করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছেন, ইহা বালক হইলেও নচিকেতা বুঝিতেছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নচিকেতার ত্যক্ত শরীর নিশ্চয়ই সৎকার করা হয় নাই। সেই শরীরে নচিকেতার আবির্ভাব দেখা দিলে, পিতা প্রভৃতি যদি ''প্রেত'' মনে করিয়া ভীত হন, তবে ইহারও ফল ভয়ঙ্কর হইবে। নচিকেতা যমের নিকট ইহারও মীমাংসা করিয়া লইতেছেন। যদি পিতা তাঁহাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ না করেন তবে তিনি শরীরে ফিরিয়া গেলে যত্র তত্র প্রেত বলিয়া উপেক্ষিত ও সকলের ভীতির কারণ হইবেন এবং তাঁহার জীবনধারণ ভয়ঙ্কর যাতনাময় হইবে।

১১। যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঃ ঔদ্দালাকরারুণির্মৎ প্রসৃষ্টং।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যু মুখাৎ প্রমুক্তম্॥

তোমার পিতা অরুণতনয় ঔদ্দালিক পূর্বেও তোমার উপর যেমন প্রসন্নচিত্ত ছিলেন, আমার প্রেরণার ফলে পরেও সেইরূপই প্রীত এবং স্নেহশীল থাকিবেন। (তুমি যাওয়া পর্যন্ত) সকল রাত্রিই সুখে নিদ্রা যাইবেন। এবং তোমাকে মৃত্যুর কবল হইতে নির্মুক্ত দর্শন করিয়াও ক্রোধ করিবেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা পিতা বিষয়ে এবার নিশ্চিন্ত হইলেন। যেখানে স্নেহ ও ভালবাসা সূত্র থাকে, সে সব স্থানে কোন একজনের মানসিক উদ্বেগ থাকিলে অন্য জনের চিত্তেও উহার স্পন্দন হয়। নচিকেতা সত্যই বুদ্ধিমান বালক। তিনি যমরাজার বরে নিজেকে পিতৃচিন্তার ধারা হইতে চিন্তামুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার ফলে, বালকের সাধনা ও শিক্ষা এবং জ্ঞান প্রাপ্তির সুবিধা হইবে। যে কোন স্থানে সম্বন্ধটা স্নেহ ভালবাসা বা রাগাত্মিকা ভক্তিযুক্ত থাকে সে সব স্থানেই চিন্তা, মোহ, ভালবাসা এবং জ্ঞান বা অজ্ঞান ধারা একজনেরটা অন্যতে প্রতিফলিত হয়। আত্মজ্ঞান পরিপক্ক হইলে এই সব প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি হয়; তাও প্রারব্ধ প্রভাব অতিক্রম করা ভয়ঙ্কর কঠিন বা অসম্ভব। বিস্তারিত ''আনন্দমঠের সিদ্ধসাধক'' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এখানে শিষ্য ব্রাহ্মণ, গুরু ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেছে মানব জীবনে শক্তিবাদীয় অভিব্যক্তি; শক্তিবাদ নীতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্মী বা মহারাজারাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। এ জন্যই দেখা যায়, শক্তিসাধক রাজর্ষি বিশ্বামিত্রই গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি এবং শ্রীকৃষ্ণই গীতার বক্তা। এবার এখানেও দেখা যাইতেছে, ক্ষত্রিয় যমরাজাই ব্রহ্মজ্ঞানের দীক্ষা এবং শিক্ষা ব্রাহ্মণ বালককে দিতেছেন। নচিকেতার ''একবরের'' মীমাংসা হইয়া গেল। প্রথম বরে তিনি পিতৃসংযুক্ত মোহ অতিক্রম করিতে গিয়া, তিনি পিতৃ সম্বন্ধে কোন অবিবেচনামূলক কার্য করেন নাই। ''ত্যাগ ত্যাগ'' বাদীদের মত মিথ্যাচারের পথও গ্রহণ করেন নাই। মনের আকর্ষণ, চাপ দিবার নীতিও গ্রহণ করেন নাই। আবার পিতৃ সম্বন্ধে তিনি আটকাইয়াও যান নাই। বাল্যে পিতৃ মাতৃ আকর্ষণ, যৌবনে স্ত্রীর আকর্ষণ এবং প্রৌঢ়কালে পুত্র কন্যার স্নেহাকর্ষণ, মানবজীবনে খুব স্বাভাবিক নিয়ম। এ সব অতিক্রম করিবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাই চিন্তাশীল সাধক গ্রহণ করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতেই পারি।

১২। স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

হে মৃত্যো! স্বর্গলোকে কিছুমাত্র ভয় নাই। সেখানে আপনিও নাই, বা জরা হইতেও ভয় নাই। লোকে স্বর্গলোকে গমন করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসা অতিক্রম করে এবং শোক-দুঃখ সমুত্তীর্ণ হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা এবার স্বর্গলোক সম্বন্ধে বলিতেছেন। যেখানে মানুষ সর্বপ্রকারে সুখে থাকে, উহাই স্বর্গলোক। যাঁহারা পৃথিবীতে সুখে, স্বচ্ছন্দে, সুস্থ শরীরে, ভাল বাড়ীতে ও ভোগ্য বস্তু লইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গলোকের লোভ দেখাইলে তাঁহারা সেখানে যাইতে চাহিবেন কি? ইহার স্পষ্ট উত্তর - ''না''। এই পৃথিবীতে তুমি যত সুখেই থাক না কেন এক দিন জরা আসিয়া তোমাকে ভাল ভাবেই বুঝাইয়া দিবেন এখানে বেশি দিন থাকা চলিবে না। নচিকেতা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যেখানে জরা নাই, এই পৃথিবী হইতে যুবক বা বালক যিনিই স্বর্গে যাইবেন তিনি সেইরূপটিই থাকিবেন, যেখানে বৃদ্ধেরও জরা নাই, সেখানে বৃদ্ধও সতেজ। স্বর্গে স্থূল শরীরটা যায় না। সূক্ষ্ম প্রাণ শরীরটা এই স্থূল শরীরের মতই। কিন্তু স্বর্গে বালক, যুবক বা বৃদ্ধরূপ হইলেও জরা তাহাতে থাকে না।

স্বর্গলোক সম্বন্ধে, হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রের ধারণা একরূপ নহে। মুসলমানদের মতে, স্বর্গে থাকিলে যুবক বা যুবতী এবং লীলামত্ততায় চতুর ও নিপুণ থাকিবেন। খ্রীষ্টান মতে সেখানে সকলেই গডের দাস; হিন্দুমতে বালক, বৃদ্ধ সকলেই জরাহীন। পৃথিবীর সুখী মানুষ স্বর্গে যাইতে চাহেন না, কিন্তু জরা আসিয়া সুখী মানবকে নিশ্চয়ই চিন্তিত করিতে থাকিবেন। নচিকেতা স্বর্গের বিবরণে জরাহীনতার উপর জোর দিয়াছেন। নচিকেতা অত্যন্ত চিন্তাশীল ও ধীশক্তি সম্পন্ন বালক। মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র নচিকেতার মত বালকের বুদ্ধিটুকুরও সমকক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।

১৩। স ত্বমগ্নিꣳ স্বর্গ্যমধ্যেসি মৃত্যো
প্রব্রূহি তꣳ শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥

হে মৃত্যো! আপনি সেই প্রসিদ্ধ স্বর্গ সাধন অগ্নির (স্বরূপ) অবগত আছেন। শ্রদ্ধাময় আমাকে সেই অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ দিন। কারণ, স্বর্গলোকে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা অমৃতত্ব ভোগ করেন। আমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ''যজ্ঞের ফল সুখ'' এ কথা গীতার শক্তিবাদ ভাষ্যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশসহ আলোচনা করা হইয়াছে।

এই পৃথিবীতে স্বর্গসুখে আছেন এমন মানুষের অভাব নাই। কিন্তু ''জরা'' সেই সুখের নেশাকে ভালভাবেই ভাঙিয়া দেয়। স্বর্গে গমন করিয়া মানুষ অমৃতত্ব ভোগ করেন; এমন স্বর্গ থাকিতে আবার কঠোর তপস্যা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন কি? গীতা বলেন, যজ্ঞের ফলে তুমি স্বর্গলোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্তলোকে আসিতে হইবে। এই যে স্বর্গলোকের পরিকল্পনা ইহা সত্যই আছে কিনা? না কি স্বর্গলোক মানে এ সংসারে ভাগ্যবানের বৈভব? আমাদের মতে স্বর্গলোক আছে। সেখানে সূক্ষ্ম

শরীরধারী আত্মাগণ আছেন। ইহা সূর্যস্তরের (ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য) প্রভাবসম্পন্ন দৈবলোক। এই স্বর্গলোক আমাদের সৌরজগতের মধ্যে কোন গ্রহনক্ষত্রে আছে কিনা; না কি, গ্রহ নক্ষত্র সবই স্থূল বিশ্বের অন্তর্গত? আমরা ইহা লইয়া যুক্তিতর্কের আসর খুলিতে চাই না। যাহা মনস্তত্ত্বে বিদ্যমান উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, কারণ তাহাতে মনের পুষ্টি কমিয়া যায়। মন সুখে থাকিতে চায়, এবং বাঁচিয়াও থাকিতে চায়। যজ্ঞের ফলে মানুষ সুখী হয়। দানের ফলে প্রাপ্তি হয়, তপস্যার ফলে জ্ঞানী হয়। কম্যুনিস্টরা প্রলিটেরিয়টদের রাজ্য করিবার লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়া, নিজেদের ভোগ সুবিধার পথ করিয়াছে। মক্কাবাদী বর্বররাও পাকিস্তানের হিন্দুদের সর্বনাশ করিয়া নিজেদের বিত্ত ও সুখের ব্যবস্থা ভালই করিয়াছে। ভোটবাদীরাও সমস্ত সমাজকে ধাপ্পা দিয়া নিজেদের বেশ সুখেরই স্থান করিয়া লইয়াছে। এ সব ধাপ্পাবাজ ও আসুরিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হইয়া শক্তিবাদ অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি ধরিয়া থাকিলে ভারত এবং হিন্দু জাতির মঙ্গলই হইত। ''ধর্মং রক্ষতি রক্ষিতঃ।''

১৪। প্র তে ব্রবীমি, তদু যে নিবোধ
স্বর্গ্য মগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্ত-লোকাপ্তিময়ো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেকং নিহিতং গুহায়াম্॥

(যম বলিলেন) (হে নচিকেতঃ) আমি সেই স্বর্গসাধন অগ্নিকে উত্তম রূপে জানি। এবং তোমাকে তাহা বলিতেছি, তুমি স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। তুমি জানিও, অগ্নি অনন্ত লোক প্রাপ্তির উপায়, এবং তিনিই জগতের বিধায়ক। অধিকন্তু ইনি সর্বপ্রাণীর হৃদয়রূপ গুহায় বাস করিতেছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মহারাজ যম এখানে অগ্নির স্বরূপ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করিলেন তাহাতে বুঝা যায় 'আত্মতত্ত্বই অগ্নি'। আত্মাই জীবকে স্বর্গে লইয়া যাইতে সক্ষম। অগ্নিই যে অনাদি আদ্যাশক্তিতত্ত্ব এবং সমষ্টিভূত আদ্যাশক্তিই যে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ঈশো এবং কেনোপনিষদ্ ভাষ্যে আলোচিত হইয়াছে। ক্রমবিকাশ চতুর্থ খণ্ডে বজ্রানাড়ি ও কুণ্ডলিনী শক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই ''বজ্রাই'' যম রাজা কথিত অগ্নিতত্ত্ব। কুণ্ডলিনী শক্তিকে জানিয়া সাধকের আর অপ্রাপ্য কি থাকিতে পারে? এজন্যই যজ্ঞে অগ্নির প্রজ্বালন ক্রিয়া কালে সাড়ে তিন পাক ঘুরিয়া অগ্নিকে যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার নিয়ম। এই সাড়ে তিন পাকে বেষ্টিত কুণ্ডলিনী শক্তিই নচিকেতা জিজ্ঞাসিত স্বর্গদানকারী অগ্নি তত্ত্ব। বিস্তারিত কুণ্ডলিনী তত্ত্ব ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

১৫। লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা যা।
স চাপি-তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত

মথাস্য মৃত্যু পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥

যমরাজ নচিকেতাকে লোকাদি এবং জগৎ কারণীভূত, প্রসিদ্ধ অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। এবং যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা এবং অগ্নিচয়নের প্রণালী, এই সমগ্রই নচিকেতাকে বলিলেন। নচিকেতাও মৃত্যুর সমুদয় কথা যথাযথরূপে আবৃত্তি করিলেন। অনন্তর মৃত্যু নচিকেতার তাদৃশ প্রত্যুচ্চারণে পরিতুষ্ট হইয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অগ্নি চয়নের প্রধান কথা হইতেছে, ''কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ।'' উহা জানিবার পরও স্থূলে অগ্নি চয়নের নানা প্রকার বিধি আছে। অনেক সময় বজ্রপাতকালে বৃক্ষাদি ও গৃহাদিতে বজ্রপাত হইয়া আগুন ধরিয়া যায়। ঐ আগুন সংগ্রহ করিয়া অনেকে অগ্নি রক্ষা করিতেন। সেই অগ্নি সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইত। ইহা খুবই বিশুদ্ধ ''দৈবাগ্নি''। দুইখানা কাষ্ঠখণ্ড ঘষিয়া অগ্নি চয়ন করিবার নিয়ম বৈদিক যুগে প্রবর্তিত ছিল। সেইভাবে অগ্নি চয়নও কোন কঠিন কার্য নহে। আমাদের আনন্দ মঠে তিনবারের অগ্নিকে গ্রহণ করিয়া চতুর্থ বারের অগ্নিকে রাক্ষসাংশ ত্যাগ করিয়া সেই অগ্নিকে যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। স্থূল সূক্ষ্ম কারণকে ত্যাগ করিয়া চতুর্থ অগ্নি গ্রহণ মানে তুরীয় স্তরই যে শক্তির স্বরূপ, ইহাই বুঝিতে হইবে।

১৬। তমব্রবীৎ প্রীয়মানো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাঞ্চেমামনেক রূপাং গৃহাণ॥

মহাত্মা যম নচিকেতাকে উপযুক্ত শিষ্য বুঝিতে পারিয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন, আমি তোমাকে একটি অতিরিক্ত বর প্রদান করিতেছি। আমি তোমাকে যে অগ্নি বিদ্যার কথা বলিলাম, সেই অগ্নি তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। অধিকন্তু তোমাকে আমি একটি বিচিত্রবর্ণা সৃঙ্কা (সোনার হার) প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শিষ্যের চরিত্রের মধ্যে শক্তিবাদিতার সব লক্ষণই স্পষ্ট হইয়াছে। ইহা মহাত্মা যম ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নচিকেতাকে সাক্ষাৎ অগ্নিরূপে অভিহিত বলিয়া সম্মান করিলেন। অগ্নিই যে মহাশক্তি, ইহা আমরা অনেক স্থানেই বলিয়াছি। মহাশক্তি বা সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি অগ্নিতত্ত্বে ঢালা। নচিকেতার চরিত্রটি যমরাজার মনকে প্রভাবিত করিয়াছে। মস্তিষ্ক-মধ্যস্থিত সমস্ত জ্ঞান, শক্তির আধার শিবপিণ্ডকে আমরা আদি শিবরূপে পূজা করি, এবং মন্দিরে স্থাপনা করি। যমের আশীর্বাদে নচিকেতাও অনাদি মহাশক্তি অগ্নিরূপে পূজ্য হইতে থাকিবেন। আদ্যাশক্তি অগ্নিরই স্বরূপ। নচিকেতার চরিত্র নিখুঁত শক্তিবাদিতার পূর্ণ বিগ্রহ। শক্তিবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা গুরুর নিকট হইতে তোষামোদ করিয়া আদায় করিতে হয় না।

শিষ্যের চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, আনুগত্য এবং কর্মশক্তিই শিষ্যকে শক্তিধর গুরুর প্রিয়শিষ্যে পরিণত করিয়া দেয়। যমরাজা নচিকেতাকে কেবল শক্তিবাদিতারই প্রতিষ্ঠা দিলেন না, তিনি তাঁহাকে ধনরত্নাদিরও অধিকারী করিলেন, যাহার সংক্ষেপ কথা, ওই বিচিত্র বর্ণের রত্নহারে 'নিহিত' আছে। শিষ্যের যোগ্যতাই গুরুর স্নেহ ও আশীর্বাদের কারণ। যমরাজা নচিকেতাকে অগ্নিপুরুষ বা শক্তিবাদী পুরুষ বলিলেন এবং তাহাকে ঐশ্বর্যশালীও করিলেন।

১৭। ত্রিণাচিকেত স্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেব মিড্যং বিদিত্বা
নিচেয্যেমাং শান্তিমত্যন্ত মেতি॥

যে ব্যক্তি তিনবার নচিকেতা অগ্নির চয়ন করেন, যিনি বেদত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হন ও ত্রিসন্ধিকালে ত্রিকর্ম করেন, তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন। অপিচ তিনি ব্রহ্মযজ্ঞ হন, তিনি দেবতাদের পূজ্য তত্ত্বকে জানিতে পারেন এবং এ সব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিচার করিয়া অত্যন্ত শান্তিলাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রটিতে শক্তি উপাসনা বা অগ্নি উপাসনা বিষয়ে সমস্ত কথাই বিষদভাবে বলা হইয়াছে। প্রাতঃ সন্ধ্যায় গায়ত্রী (শক্তি) ঋক্‌বেদ সম্বন্ধযুক্তা, মধ্যাহ্নকালে গায়ত্রী যজুর্বেদ সম্বন্ধযুক্তা হন। সায়ংকালের গায়ত্রী সামবেদযুক্তা। নিত্য ত্রিসন্ধ্যোপাসনার পর অগ্নি চয়ন করিয়া যজ্ঞ করিতে বলিলেন।

ত্রিকর্মকৃত। ত্রিসন্ধ্যাকালে শক্তি উপাসনা রূপ কর্মকে নিত্যকর্ম বলে। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে দুর্গাপূজা, কালীপূজা আদিকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় যজ্ঞানুষ্ঠানের মত অনেক যাগ আছে। জ্যোতিষ্টমাদি যাগ, দশপূর্ণমাসি যজ্ঞ ইত্যাদিরও অনুষ্ঠানের কথা যম বলিয়াছেন। এই মন্ত্রটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। যজ্ঞ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন তাঁহাদের "কর্মমীমাংসা দর্শন" গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। "ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমিড্যং" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জাত দেবতাদের পূজ্য। হিরণ্যগর্ভাদি সৃষ্টির স্তরগুলি সম্বন্ধে আমরা ঈশ ও কেনোপনিষদে বলিয়াছি। যম এ সব সৃষ্টির স্তরগুলি সম্বন্ধে আলোচনা, সাধনা ও অনুভূতিজ্ঞানও যে অর্জন করিতে হইবে, সে সব কথাই এই মন্ত্রে বলিলেন। হিরণ্যগর্ভাদিকে "ব্রহ্মজ" অর্থাৎ "ব্রহ্ম হইতে জাত" বলিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, আমরা "আদ্যাশক্তি"কে এবং "নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব"কে একই তত্ত্ব বলিয়াছি। সমস্ত সৃষ্টি এবং সমগ্র জগৎ এই আদ্যাশক্তি (যাহা সমস্ত শক্তির সমষ্টি) হইতে উৎপন্ন হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে কোন কিছুই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মানা যায় না। যম এখানে নচিকেতাকে অগ্নি বা শক্তি উপাসনার কথাই বলিতেছেন। শক্তির উপাসনা দ্বারাই সৃষ্টির সমস্ত রহস্য এবং সমস্ত স্তর জ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ শক্তি হইতেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির নিমিত্ত কারণে এবং

উপাদান কারণে আদ্যাশক্তিই বিদ্যমান। এবং এই আদ্যাশক্তিই যে স্বয়ং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব - এ কথা আমরা বলিয়াছি।

এ সব তত্ত্বের বিচার অনুভূতি এবং পর্যালোচনা দ্বারা অত্যন্ত শক্তিলাভ করিতে হইবে। যমের ইহাই বক্তব্য।

১৮। ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাসান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে-স্বর্গলোকে॥

তিনবার নচিকেতা অগ্নির উপাসক (পূর্বোক্ত) তিনপ্রকার তত্ত্বের রহস্য জানিবেন, তিনি নচিকেতা রূপ অগ্নির ধ্যান করিবেন। তিনি মৃত্যুপাশও অতিক্রম করিয়া, শোককে অতিক্রম করিবেন এবং স্বর্গলোকের আনন্দ উপভোগ করিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অগ্নি এবং শক্তি একার্থবাচক। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণী, ইঁহারা শক্তিরই তিনটি রূপ। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে সূর্য দেবতায় মহাশক্তির এই তিনটি রূপ স্পষ্ট হয়। প্রাতঃসূর্যরশ্মি সমস্ত জীবে এবং বনস্পদে সৃষ্টি-শক্তিকণা নিজের রশ্মিকণার মধ্য দিয়া ছড়াইয়া দেন। সূর্যরশ্মিস্থিত এই সব অতিসূক্ষ্ম সৃষ্টিকারিণী শক্তিকণাই ব্রহ্মাণী। ইহাই অগ্নির এক রূপ। মধ্যাহ্নকালে সূর্যরশ্মিতে পালনীশক্তিকণা বেশী স্পষ্ট হয়। এই সব কণাই মানবে, সমস্ত জীবে ও বনস্পদে পরিবেশিত হইয়া সকলকে সতেজ ও কর্মশক্তিসম্পন্ন করে। মধ্যাহ্নরশ্মি দ্বারা পরিবেশিত শক্তিকণাই অগ্নির দ্বিতীয় রূপ। সায়ংকালে সূর্যদেবতা যে রশ্মিকণা পরিবেশন করেন, উহা সৃষ্টিরোধকারক রুদ্রাণীশক্তি। সকাল মধ্যাহ্নকালে তুমি গৃহে আবদ্ধ থাক এবং বৈকালবেলায় সূর্যরশ্মি সেবন কর, দেখিতে পাইবে, তোমার জীবনীশক্তি দিন দিন নিস্তেজ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অগ্নিস্থিত ধ্বংসাত্মক শক্তিকণাই অগ্নির তৃতীয় রূপ। অগ্নির সপ্তজিহ্বা এবং সূর্যরশ্মির সপ্ত রং একার্থবাচক। অগ্নির উপাসনা, সূর্য উপাসনা ও শক্তি উপাসনার লক্ষ্য একই। বহু বৎসর ধরিয়া শক্তি বা অগ্নির এই ত্রিমূর্তির ধ্যান ও অনুশীলন করিবার পর, শক্তির তুরীয়া রূপও জানা যাইবে। সূর্যরশ্মির মধ্যরাত্রিতে অন্ধকার রূপা তুরীয়া শক্তিকণার পরিবেশন স্পষ্ট হয়। ইহাও অগ্নিতত্ত্বেরই উপাসনা, মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া এ সব উপাসনা ও অনুশীলন করিতে হয়। আত্মস্বরূপে অগ্নিতত্ত্বকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুপাশ অতিক্রম হইল। আত্মাতে জন্ম, মৃত্যু এবং জরা নাই। আত্মাকে জানাই স্বর্গলোক, আত্মাকে জানাই অমৃতত্ত্ব। আত্মা শক্তিরই স্বরূপ এবং শক্তিই ''চেতনা'' বা নির্গুণ ব্রহ্ম। শক্তি ও অগ্নি স্বরূপতঃ এক। এভাবে অগ্নিতত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহারই শাশ্বত সুখ এবং শাশ্বত শান্তি এবং ইহাই স্বর্গসুখ। যিনি জীবদ্দশায় এই সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন বা ঐরূপে আত্মরসে মজিয়াছেন; শরীর ত্যাগ হইলেও তাঁহার সূক্ষ্ম আত্মার এই আত্মসুখ একভাবেই

থাকিয়া যাইবে। ইহাই স্বর্গসুখ। আত্মাকে শক্তিরূপে জানা বা অগ্নিরূপে জানাই স্বর্গ। আত্মাকে, শক্তিকে বা অগ্নিকে ''চেতনা''রূপে জানিলে আর জানার কি বাকী থাকে?

যমরাজা যেভাবে নচিকেতাকে স্বর্গসাধক অগ্নিতত্ত্বের উপাদেশ করিলেন, উহা সত্যই বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত। পাঠক জানিয়া রাখুন, শক্তি উপাসনা এবং অগ্নি উপাসনা তত্ত্বতঃ এক। পাঠক আরও জানিয়া রাখুন, শক্তি উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। যমরাজা এ পর্যন্ত উপাসনার কথাই বলিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের কোন কথাই বলেন নাই। ফলতঃ শক্তি উপাসনাই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা।

১৯। এষ তে ঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যম বৃণীথা দ্বিতায়েন বরেণ
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীস্ব॥

হে নচিকেতঃ! তোমাকে স্বর্গসাধনীভূত এই অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করা হইল - তুমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলে। জনগণ তোমারই নামে এই অগ্নির ব্যবহার করিবে। হে নচিকেতঃ! এবার তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যমরাজা নচিকেতার নিকট অগ্নিকে কেন্দ্র করিয়া শক্তি উপাসনার কথা বলিলেন। অগ্নিতত্ত্বের এই অমর বিদ্যা নচিকেতার নাম ও চরিত্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত হইয়া রহিল। যিনি নচিকেতার মত ধীর ও বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী তাঁহার চরিত্রে এই শক্তিতত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্ব প্রতিভাত হইবে।

২০। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেব বরস্তৃতীয়ঃ॥

নচিকেতা বলিলেন, কেহ বলেন পরলোকগামী আত্মা আছেন, কেহ বলেন ''আত্মা নাই''। এই যে সর্বজনবিদিত সংশয়, হে যমরাজ! আপনার উপদেশে আমি এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা কি সশরীরে যমের বাড়ী আসিয়াছিলেন? শরীর সহ যমের বাড়ী তিনি নিশ্চয়ই আসেন নাই, আবার একেবারে শরীরও ছাড়েন নাই। যদি শরীর ও আত্মার বিচ্ছেদ হইত তবে তাঁহার বাড়ীর লোক নচিকেতার শরীরটা নিশ্চয়ই পোড়াইয়া দিতেন। শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ ছিল এবং সেই জন্যই নচিকেতার শরীরে সম্পূর্ণ রূপে মৃত্যু লক্ষণ দেখা দেয় নাই; যে কারণে তাঁহার শরীরের কোন সৎকারও হয় নাই।

নচিকেতার শরীরের সঙ্গে নচিকেতার সূক্ষ্ম জীবাত্মার যে সংযোগ ছিল, ইহা তিনি জানিতেন। কোন কোন মহাত্মার, শরীরের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া বাহিরে আসিবার শক্তি থাকে এবং ঐভাবে পরকায় প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা থাকে। শঙ্কর আচার্য এই ভাবেই কাম শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আমার জীবনে শরীর হইতে সূক্ষ্মাত্মার বাহিরে আসিবার ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে এবং স্বতঃই সূক্ষ্মাত্মা আবার শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক বারই ইহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে একটা অতিসূক্ষ্ম সূত্রাকার জ্যোতিঃরেখায় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে সংযোগ রক্ষিত ছিল। আত্মানন্দ স্বামী নামক এক গৃহী এবং পণ্ডিত সাধুকে আমি এ সব ঘটনার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ''শরীর ত্যাগ এবং পুনঃ প্রবেশ'' সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানটি আয়ত্ত করিতে বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, ইহা আমার কোনই কাজে লাগিবে না। আমি যে পথে চলিয়াছি সেই পথেই চলিয়া যাইব, পথের অভিজ্ঞতাটুকু মাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। শরীরের সঙ্গে সূক্ষ্ম আত্মার সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে, শরীর এবং সূক্ষ্ম আত্মা দুই-ই ধ্বংস হইবে কি না, এ বিষয়ে নচিকেতারও নিশ্চয়ই সংশয় ছিল। এজন্যই তিনি যম রাজাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন। যম রাজাও এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন - ''তোমার সূক্ষ্ম আত্মা শরীর অবসানেও মরিবেন না''। সত্য কথা বলিতে গেলে, এইরূপ উত্তরে এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। কারণ স্থূল শরীরের অবসানে নচিকেতার এই প্রাণ শরীরের আবরণের মধ্যে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। ''বিশুদ্ধ চেতনা'' ইহার পরপারে অবস্থিত। সুতরাং মহারাজা যম সেই বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বকে উদ্ঘাটন করিবার কথা আরম্ভ করিতেছেন।

২১। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎ সীরতি বা সৃজৈনম্॥

হে নচিকেতঃ! ইতঃপূর্বে দেবতাগণও এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। ভাল ভাবে জানিয়া শুনিয়াও ইহার তত্ত্ব বুঝা যায় না। কারণ এই আত্মতত্ত্ব ধর্ম অতীব সূক্ষ্ম। হে নচিকেতঃ! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর, এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিও না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শুধু শ্রবণ করিয়া আত্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। ইহার জন্য সাধনা ও তপস্যা চাই। প্রচুর পরিমাণে বীজমন্ত্রের জপ ও পুরশ্চরণ হওয়া প্রয়োজন। নির্গুণ চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া আদ্যাশক্তি-তত্ত্ব ক্রিয়াশীল আছেন। আদ্যাশক্তির উপাদানে অষ্টশক্তি অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ও, অং, অঃ। বীজমন্ত্রের অনুশীলনে এ সব শক্তির ক্রিয়া সতেজ হয়। অন্যদিকে অহংকে কেন্দ্র করিয়া অভিমান, মোহ ও কামজগৎ মানবকে সর্বদা নিষ্পেষিত করিতেছে। একই সাধকের আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া এই দুইটি স্পষ্ট বিরুদ্ধ প্রকৃতি ক্রিয়াশীল আছে। যতক্ষণ অহংকৈন্দ্রিক অজ্ঞানপ্রকৃতি প্রবল, ততক্ষণ

আত্ম-চেতনা জাপ্য থাকে। আত্মচেতনাকে সতেজ করিবার জন্য পুরশ্চরণের বিধিসহ বীজমন্ত্রের প্রচুর জপ করিতে হয়। আমি নিজের জীবনে পুরুষ এবং নারী সাধকের চরিত্রে ঈর্ষা এবং মিথ্যা কথার অনুশীলন যেমন প্রবল ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে ইহা স্বতঃই মনে হয়, আত্মজগতের শক্তিশালী দ্বার বুঝি অবরুদ্ধই থাকিয়া যাইবে। সাধক যদি অহং গ্রন্থির (রুদ্র গ্রন্থির) লৌহ শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে না পারেন, মোহগ্রন্থির (বিষ্ণু গ্রন্থির) ঈর্ষা, ঘৃণা এবং মিথ্যানিন্দার নীচতা অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করেন, এবং ভোগ, সৃষ্টি বা কাম গ্রন্থির (ব্রহ্ম গ্রন্থির) নিষ্পেষণকে কষ্টদায়ক অশান্তি বলিয়া না মানিয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহাদের ''সিদ্ধি'' কোথায়? সাধক, তুমি ত্যাগ তপস্যাময় জীবনের আনন্দ বুঝিতে চেষ্টা কর, পুরশ্চরণের বিধিতে ব্রহ্মচর্য জীবন অনুসরণ কর, বীজমন্ত্র জপে আত্মচেতনাকে উদ্দীপ্ত কর এবং সেই শক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্র গ্রন্থির আবরণ ভাঙিবার জন্য সচেষ্ট হও। তবেই যমরাজা কথিত আত্মতত্ত্ব ও মহাবিদ্যার রহস্য তোমাতে প্রতিফলিত হইবে।

মহারাজ যম বেশ একটু অসুবিধায় পড়িয়াছেন। তিনি নচিকেতাকে বরদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নচিকেতা আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছেন, যদি নচিকেতা নিজে ইহা হইতে সরিয়া না যান, তবে যমরাজাকে ইহা দিতেই হইবে। ভোগ, মোহ এবং অহং গ্রন্থিযুক্ত মানবে আত্মতত্ত্ব কিছুতেই প্রতিভাত হইবে না। ইতিপূর্বে যমরাজা নচিকেতাকে অগ্নিতত্ত্বের মাধ্যমে শক্তিতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। শক্তিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ হইবে যদি গ্রন্থিবন্ধন না থাকে। গ্রন্থিবদ্ধ জীব আত্মজ্ঞানে অযোগ্য। তাঁহারা শক্তিজ্ঞান ও পূর্ণতা লাভ করিবেন না। তিনি কখন যে রাবণের মত অসুর ভাব গ্রহণ করিবেন, উহা বলা যায় না।

দেবতাগণ যে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশে তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আমরা কেনোপনিষদে দেখিয়াছি; অসুরের বিরুদ্ধে ''যুদ্ধ ও জয়'' ব্রহ্মজ্ঞান দিতে সক্ষম। তবে সেই জ্ঞান চকিৎ-ব্রহ্ম-জ্ঞান। হঠাৎ প্রকাশ পান এবং অন্তরে প্রভাব দান করিয়া স্তিমিত হন। প্রত্যেক অসুর বিরোধী সাধক এবং প্রত্যেক অসুরবিরুদ্ধ কর্মবাদীরাই ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্র। ভারতের মূর্খ নেতারা ইংরেজ তাড়াইতে গিয়া শক্তিবাদকে অবলম্বন না করিয়া অহিংসা গ্রহণ করেন। ফলে মক্কাবাদী বর্বরগণ ভারত ভাগ করে। মূর্খরা ইহাকেই অহিংসার মারফত ভারত জয় ঘোষণা করিল। আমরা বলিয়া রাখি, ইহা জয় নহে, ইহা ভয়ঙ্কর পরাজয়। শক্তিবাদের দৃষ্টিতে ''ভারতে মক্কাবাদ থাকিবে না, সকলেই বেদবাদ মানিয়া চলিবে এবং ভারত অখণ্ড হইবে।'' এই লক্ষ্যে যদি ভারতের চিন্তা ও কর্মধারা না বদলায় তবে ভারতের দুর্দশা দিন দিন বৃদ্ধির দিকেই যাইবে। দেবতারা যে ভাবে শক্তিবাদের বা ব্রহ্মবাদের বিজয়কে নিজেদের বিজয় মনে করিয়া ভ্রান্তির চক্করে পড়িয়াছিলেন, মক্কাবাদের পদে তৈল মর্দনকারী মূর্খদের বিজয় উহা হইতে ভয়ঙ্কর এবং ফলও ভয়ঙ্কর। পাঠক মনে রাখিবেন, অহংমত্ততাই দেবতাদের ভুলের কারণ। মহাশক্তি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন, দেবতাদের যে শক্তি উহা দ্বারা একটা তৃণও পরাজিত হইতে পারে না। অহিংসবাদ, মক্কাবাদ তোষণ, কম্যুনিজম, সোসালিজম এবং অহংমত্ততা নেতাদের মূর্খতা মাত্র এবং এসব ভারতের ভয়ঙ্কর দুর্দশার কারণ।

২২। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদ্‌গন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥

নচিকেতা বলিলেন - হে যমরাজ! দেবগণ এই বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিলেন; আপনিও বলিতেছেন, ইহা অনায়াস লভ্য নহে। অপিচ আপনার মতন বক্তা লাভও সম্ভব নহে। অতএব আমি মনে করি, ইহার তুল্য অন্য কোন বরই হইতে পারে না।

শঙ্কিবাদ ভাষ্য। "ব্রহ্মবিদ্যা কঠিন, ইহা দেবতাদের পক্ষেও কঠিন হইয়াছিল।" এ কথা শুনিয়াও নচিকেতা নিজের দাবীতে অটল রহিলেন।

২৩। শতায়ুঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি হিরণ্যমশ্বান্।
ভুমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব
স্বয়ঞ্চ জাব শারদো যাবদিচ্ছসি॥

হে নচিকেতঃ! তুমি শতবর্ষজীবী পুত্র পৌত্র বহুগবাদি পশু, হস্তী, সুবর্ণ, ও অশ্বসমূহ প্রার্থনা কর। পৃথিবীর বিপুল আয়তন (অর্থাৎ সাম্রাজ্য) প্রার্থনা কর। এবং নিজেও যত বৎসর ইচ্ছা কর, জীবন ধারণ কর।

শঙ্কিবাদ ভাষ্য। অলৌকিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির চেষ্টা অপেক্ষা সর্ব প্রকারের লৌকিক সম্পদ ও আয়ু প্রার্থনা নচিকেতার পছন্দ হইল না।

২৪। যে যে কাম্য দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রমাঃ সরথাঃ সতুর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয় মনুষ্যৈঃ॥
অভি র্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব।
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥

নচিকেতঃ! যে সব দুর্লভ পদার্থ মর্ত্ত্যলোকে আছে সে সমুদায় তুমি স্বেচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। দেখ ঐ সব রমণীগণ নৃত্য কলা এবং গান বাজনায় নিপুণ, রথ (গাড়ি) সহ অবস্থান করিতেছেন, তুমি ইহাদের দ্বারা পরিচর্যা করাও। তবুও মরণ বিষয়ক প্রার্থনা ছাড়িয়া দাও।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যমরাজা, বেশ রাজার মতনই কলাবিদ্যায় নিপুণ অনেক নারী লইবার জন্য নচিকেতাকে বলিলেন; কিন্তু বেশী নারীসহ আমোদ-প্রমোদে অগ্রসর হওয়াও খুব সহজ কথা নহে। প্রচুর তপোবল না থাকিলে সে অবস্থায় শরীর ও মনের শক্তি ও শান্তি রক্ষা করা যে যায় না, ইহা যমরাজা ভালভাবেই জানিতেন। নচিকেতা অতীব দূরদর্শী এবং বিজ্ঞের মতনই যমরাজার দানেচ্ছাকে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যমরাজার সম্মুখে উপস্থিত বালক নচিকেতা, এক জন্মের তপস্বী নহেন; তিনি বহুজন্মের অভিজ্ঞ তপস্বী। যে সব বালিকাগণকে গ্রহণ করিবার জন্য যমরাজা নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নচিকেতা হইতে অধিক বয়সের ছিলেন না। তাঁহারা বালক নচিকেতাকে সংসারে আকর্ষণ করিতে কম শক্তিমান ছিলেন বলিয়াও মানা যায় না।

বাল্যকালের একটি স্বপ্নই আমাকে শীঘ্র সংসার ত্যাগের প্রেরণা দিয়াছিল। স্বপ্নদৃষ্ট বালিকাটির হাবভাবের মধ্যে যে আকর্ষণ-শক্তি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, সেই আকর্ষণশক্তি যে আমাকেও সংসার-রসে প্লাবিত করিতে সক্ষম, ইহাও আমি আমার মনের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বেশ বাল্যকালেই অনেক বালিকারই সংসারে আকর্ষণ করিবার শক্তি থাকে।

আমি গুরুদেবকে ''কুমারীদের আকর্ষণ শক্তির কথা'' জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন - ''তুমি মায়ের সাধক, এজন্য কুমারীদের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি দেখিতে পাও।'' যমরাজা নচিকেতাকে ''ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসারের আকর্ষণ'' সম্বন্ধে যাচাই করিতেছেন। ''ব্রহ্মজ্ঞান নচিকেতা জানেন না; কারণ তিনি এখনও সাধনায় প্রবেশ করেন নাই। তিনি সংসারও জানেন না, কারণ তিনি বালক।'' কিন্তু পাঠক জানিয়া রাখুন, নচিকেতার অন্তরাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাব জানেন, কারণ তিনি বহুজন্মের তপস্বী। নচিকেতা সংসারের আকর্ষণও বুঝিতে পারেন; কারণ তিনি সংসারের আকর্ষণের সঙ্গে অনেক টক্কর জন্ম জন্মান্তর লড়িয়াছেন। যমরাজা যেন নচিকেতাকে সেই সব টক্করই স্মরণ করাইতেছেন। নচিকেতাকে তোমরা বালক মনে করিয়া এ সব ঘটনাকে উড়াইয়া দিও না। আমি বলিতেছি নচিকেতা সংসারের মূল কারণ যে ভালবাসায় আকর্ষণ, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অজ্ঞ নহেন। আবার ব্রহ্মজ্ঞানের আকর্ষণও তাঁহার যে কম, ইহাও মনে করিবার হেতু নাই; কারণ তাঁহার অন্তরে অন্য জন্মের প্রভাবে উহারও সংস্কার প্রবলভাবে বিদ্যমান। নচিকেতা যুগ যুগান্তরের শক্তিবাদী, অগ্নিবাদী বা শক্তি উপাসক এবং তিনি মহাতপস্বী ও ব্রহ্মজ্ঞানী। যমরাজা সত্যই বলিয়াছেন, নচিকেতা স্বয়ং অগ্নি। আমরাও বলি, নচিকেতা যোগী এবং অধ্যাত্ম ভারতের মূর্তিমান ''ব্রহ্মজ্ঞানী'' মহা তপস্বী। মহাপুরুষের বাল্য চরিত্রে সংসারের আকর্ষণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সূত্রপাত বাল্যজীবনেই দেখা দেয়; এ সম্বন্ধে যম নিজেই সব কথা পরে বলিতেছেন।

২৫। শ্বোভাবা মর্ত্তস্য যদন্ত কৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিত মল্পমেব

তবৈব বাহা স্তব নৃত্যগীতে॥

হে অন্তক! এই মর্তলোকের সমস্ত বস্তুই অনিত্য, কাল পর্যন্তও ইহাদের অস্তিত্ব নাই। তাহার পর কাল প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে শিথিল করিয়া দেয়। অপিচ সকলেরই জীবনকাল সীমাবদ্ধ বা অল্প। কাজেই আপনার সম্পদ ও নৃত্যগীত আপনারই থাকুক।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত যমরাজার কথার উত্তর দিলেন। মনে কর, একজন মানুষ শত বৎসর স্থানে সহস্র বৎসর বাঁচিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বদিন তাঁহার শরীরপাত যে নিশ্চিত, ইহা জানা থাকিলে একজন দেহাত্মবাদী মূর্খের কি শান্তি থাকিতে পারে? শরীরস্থিত ইন্দ্রিয় পেশীগুলি যৌবনকালের পরেই ঢিলা হইতে আরম্ভ করে, সহস্র বৎসর বয়সে ইহাদের কি দুর্দশা হইবে, ইহা কে জানে? আত্মাবাদী মানুষ প্রতি মুহূর্তে ও জরাজীর্ণ শরীরকে ত্যাগ করিয়া সুখ ও শান্তিময় নবজীবনই পাইতে চায়। কাজেই দেখা যায়, আত্মাকে জানাই প্রধান কথা। আয়ু লইয়া কচকচি করা, জ্ঞানীর জীবন-লক্ষ্য হইতে পারে না।

২৬। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যে।
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা॥
জীবিষ্যামো যাবদী শিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥

বিত্ত মানুষের তৃপ্তির কারণ হইতে পারে না। আর আপনার যখন দর্শন পাইয়াছি তখন বিত্তও আমি যথেষ্টই পাইব। আর আপনার আশীর্বাদে আপনার রাজ্যকাল পর্যন্ত আমি জীবিতও থাকিতে পারিব। কিন্তু ঐ বরই আমাকে দিতে হইবে। উহাই আমার বরণীয় 'বর'।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা ও যমরাজার মধ্যে এবার গভীর স্নেহ, শ্রদ্ধা এবং আবদার প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহা সত্যই লোভনীয়। গুরুশিষ্যে যদি এইরূপ মধুর স্নেহ ও শ্রদ্ধাসূত্র না দেখা দেয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। বিত্ত এবং আয়ুকেও নচিকেতা খুব অপ্রয়োজনীয় বস্তু মনে করেন নাই। ইহা সত্যই শক্তিবাদিতারই লক্ষণ। বালক হইলেও নচিকেতার স্বভাবে ছেলেমি এবং ভাবপ্রবণতা নাই। তিনি একাধারেই সুন্দর বাস্তববাদী, শক্তিবাদী এবং ব্রহ্মবাদী মহাত্মা। এই পৃথিবীতে এমন নিখুঁত চরিত্রের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের ভাগ্যে এমন চরিত্রের শিষ্য এবং এমন নিখুঁত চরিত্রের গুরুর আবির্ভাব যেন যুগ যুগ দেখা দেয়। বিত্তমান লোকেরাও শক্তিবাদ অনুসরণ করিবে। বিত্ত এবং আয়ু শক্তিবাদ এবং ব্রহ্মবাদ বিকাশের সহায়ক, অতএব শক্তিবাদীর ইহাও কাম্য; নচিকেতার চরিত্র আমাদিগকে এই শিক্ষার সহায়ক। তবে জীর্ণ শরীরে থাকা অপেক্ষা শরীর ছাড়া ভাল। নচিকেতা যমরাজার রাজ্যকাল পর্যন্ত বাঁচিবার কথা ভাবেন নাই;

কিন্তু নচিকেতার অদ্ভুত জীবনকথা ও ব্রহ্মজ্ঞানের দীক্ষার কথা, যুগ যুগ বিদ্যমান থাকিয়া নচিকেতাকে আমর রাখিবে।

২৭। অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্মর্ত্যঃ ক্বধঃ স্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি-প্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥

হে মৃত্যো! পৃথিবীস্থিত এমন কোন মনুষ্য আছে, যে দেবতাদের সান্নিধ্য লাভ করিয়া দেবলোকের ভোগ্যবস্তু অনুভব করিয়াছেন? এমন লোককে সংসারীর সাজসজ্জায় সজ্জিত অনিত্য বস্তুর আকর্ষণে টানিলে এবং দীর্ঘ জীবনের লোভ দেখাইলে সে আকৃষ্ট হইবে কেন?

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতাকে যমরাজ স্বর্গসাধক অগ্নিবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। যমরাজার দেবপুরীতে তিনি স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তুও দর্শন করিয়াছেন। নচিকেতা ভোগ সুখ চান তো মর্ত্যে যাইয়া সে সব লইবার প্রয়োজন কি? মর্ত্যের সব বস্তুই অধিক বয়সে শ্রীহীন ও জড়তাকে বরণ করিবে, ইহা কি নচিকেতা বোঝেন না? দেবলোকের ভোগ্যবস্তু এবং মর্ত্যলোকের ভোগ্যবস্তুর পার্থক্যও নচিকেতা ভাল ভাবেই বুঝিতে পারেন।

২৮। যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ় মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥

হে মৃত্যো! যে সাম্প্রবায় বিষয়ে গোপনীয়তা প্রাপ্ত হইতেছে, আপনি সে বিষয়েই বলুন। যে তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য এবং অনুপ্রবিষ্ট, নচিকেতা উহা ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতার প্রশ্ন ‘‘আত্মা আছেন, কি নাই।’’ ইহার উত্তর - ‘‘আত্মা আছেন। শরীর মরিয়া গেলেও ইনি মরিবেন না।’’ মহারাজ যম যদি এইটুকু উত্তর দেন, তবে যমরাজা নাস্তিকবাদীদিগকে সমর্থন করিলেন না, তিনি আস্তিকবাদীদিগকেই সমর্থন করিলেন। এইটুকু উত্তরে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর হয় না। ইহার কারণ, এ তো দুইটা দলের মধ্যে এক দলের মতকে মাত্র সমর্থন করা হইল। তবে নচিকেতা কি চান? ইহার উত্তর নচিকেতা ‘‘আত্মতত্ত্বের মীমাংসা চান।’’ নচিকেতা শরীর মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম শরীরের মীমাংসা চান নাই। মৃত্যুর পর সব মানুষই সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করেন। তাঁহারা কি তখন

জ্ঞানী হইয়া যান? ইহার উত্তর - ‘‘না। তুমি তোমার সূক্ষ্ম শরীরকে দেখিলেই জ্ঞানী হইয়া যাও না।’’

ইতি কঠোপনিষদি প্রথম অধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তা।

ইতি ১৪১ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমা বল্লীর শক্তিবাদ ভাষ্য।

দ্বিতীয়া বল্লী

কঠোপনিষদে মোট ছয়টি বল্লী আছে। ইহাতে মাত্র দুইটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত তিনটি বল্লী বিদ্যমান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি বল্লী স্থান পাইয়াছে। প্রথম বল্লীতে নচিকেতা অগ্নিবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি, অগ্নিতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব একই তত্ত্ব। শক্তিতত্ত্বের কতক অংশ অহং কৈন্দ্রিক। অহং কেন্দ্র ভেদ হইলে শক্তিতত্ত্বের আরও সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তিস্তরের একস্তরে অষ্টশক্তির স্তর; আরও সূক্ষ্মস্তরে অষ্টশক্তি সমষ্টিভূত সমষ্টিশক্তি স্তর বিদ্যমান। সমষ্টিশক্তি এবং ‘‘নির্গুণ চেতনা’’ তত্ত্বতঃ এক। ইহাই নির্গুণ ব্রহ্ম নামে অভিহিত। বিচ্ছিন্ন অষ্টশক্তি ও নির্গুণ ব্রহ্ম বা নির্গুণ চেতনা এক নহে। কিন্তু সমষ্টি অষ্টশক্তি, যাহাকে আমরা আদ্যাশক্তি নাম দিয়াছি, তিনি এবং নির্গুণ চেতনা তত্ত্বতঃ এক। আদ্যা মহাশক্তি বা নির্গুণ চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিত হইয়াছে। বেদ এবং উপনিষদ ভারতধর্মের অত্যন্ত প্রাচীন অভিব্যক্তি। এই ধর্মের উপর বর্তমান হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মকে শক্তিবাদের দৃষ্টিতে কখনও ব্যাখ্যা করা হয় নাই, যে জন্য ভারত যুগ যুগ পরাধীন ও ছিন্নভিন্ন হইয়া অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। পাঠক জানিয়া রাখুন, শক্তিবাদই নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। শক্তিবাদকে দূরে রাখিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে উপনিষদের সার বলিয়া প্রচার করিবার কারণেই হিন্দুধর্ম আজ ভাববাদীয় দুর্বল ধর্মে পরিণত হইয়াছে।

১। অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্য দুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ
তয়ো শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি,
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ ৩০॥

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ, এক অন্য হইতে পৃথক। ইহারা বিভিন্ন অর্থে পুরুষকে আবদ্ধ করে। ইহাদের মধ্যে শ্রেয়ঃ এর উপাসকরাই ধন্য, প্রেয় উপাসকগণ হেয় পথ বাছিয়া লয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শ্রেয়ঃ মানে আত্মজ্ঞান, প্রেয়ঃ মানে সাংসারিক বৈভব। শক্তিবাদের দৃষ্টিতে দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। দুইয়েরই অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন। ধন, সংগঠন এবং আত্মজ্ঞান এই বিশ্বে এই তিনটিই মহাশক্তির বিভূতি। ইহারাই শ্রীশ্রীচণ্ডী বর্ণিত মহালক্ষ্মী মহাকালী এবং মহাসরস্বতী। আত্মজ্ঞানহীন মানব নিজের সংগঠন এবং ধনকে হীন কার্যে অর্থাৎ আসুরিক কার্যে বা আসুরিকদের দুষ্কার্যের সহায়তায় নিযুক্ত করে। আমরা ইহাকেই অসুরবাদ এবং দুর্বলবাদ বলিয়াছি। ভারত ভাগকারী মক্কাবাদীরা কি ভারতের উপর আসুরিকতা করে নাই? এ সব দুর্জনগণকে প্রশ্রয় দেওয়া কি ভাল হইতেছে? ইহারা কি ভারতের বন্ধু? আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া রাখিতেছি, এ সব দুষ্কার্যের জন্য সমস্ত দৈবজগৎ ভারতের উপর বিরূপ হইয়াছেন, যে পাপের ফলে, দুঃখ দুর্দশা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকিবে।

শুধু শ্রেয়ঃ লইয়া থাকিতে উপনিষদ বলেন নাই, আবার শুধু প্রেয়ঃ গ্রহণ করিতেও উপনিষদ বলেন নাই। নচিকেতা নিশ্চয়ই দুইয়ের সামঞ্জস্যময় জীবনেরই ভিত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মজ্ঞানপন্থী সত্যানন্দ বৈভব চাহে না, কিন্তু তাহার জীবন ধারণের জন্য স্বাস্থ্য, সচ্ছলতা এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রয়োজন আছে।

২। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দ যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ ৩১॥

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়েই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানীজন উভয়েরই স্বরূপ আলোচনা করিয়া উভয়েরই স্বরূপ নির্ধারণ করেন এবং প্রেয়ঃ পরিত্যাগপূর্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন। যাঁহাদের যোগক্ষেম অল্প তাঁহারা প্রেয়ঃ গ্রহণ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমার বাল্যকালের দুইটি স্বপ্ন, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ বিষয়ে ভাল উপমা। যমরাজাই বলিতেছেন, সকলের জীবনেই দুইটা বস্তুর আকর্ষণ দেখা দেয়। ইহা সত্য ঘটনা, যমরাজা আমাকে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ প্রতিভা দর্শন করান নাই। তবে ইহা যে কোন অলৌকিক দৈব বা ঋষি জগতের প্রভাব, ইহাতে সন্দেহ নাই। যমরাজা যে নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিবার শক্তি রাখেন, ইহা নচিকেতাকে কে বলিল?

৩। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্।
অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্য স্রাক্ষীঃ॥
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো।
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যঃ॥ ৩২॥

হে নচিকেতঃ! তুমি স্বভাব সৌন্দর্যে ও গুণে রমণীয় স্ত্রীপুত্রাদি কাম্য বিষয়সমূহকে অনিত্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। বহুমূল্য কাঞ্চন সদৃশ (সংসার) মাল্য গ্রহণ কর নাই, যাহাতে বহু মনুষ্যই নিমজ্জিত আছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা বহু বিত্তবান, তাঁহারা গরীব আত্মীয় ও জনতার দারিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থাগুলি সর্বদা চক্ষুর সামনে দেখিতে পান, আমার মনে হয়, ইহাই তাঁহাদের সুখ ও আত্মতৃপ্তি। সম্পদবান হইবার মূলে তাঁহাদের অন্য জন্মের পুণ্যবল আছে। আমার মনে হয়, সুস্থ শরীর, সাম্য মন, এবং অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সচ্ছলতাই ঠিক ঠিক সুখ। মন যাহার সাম্য নয়, সে সুখী নয়।

৪। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন তে কামা বহবোঽলোলুপন্ত॥ ৩৩॥

(যমরাজা কহিলেন) এই যে বিদ্যা এবং অবিদ্যা পরিজ্ঞাত হইল, ইহারা উভয়েই বিপরীত-স্বভাব এবং বিরুদ্ধ ফলপ্রদ। তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষীই মনে করি; কারণ বহুতর কাম্য বস্তুও তোমার লোভ সমুৎপাদন করিতে পারে নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। তপস্বীর স্বভাব ও ভোগীর স্বভাব কিরূপে বিপরীত, এইমাত্র উহাই ব্যক্ত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে আত্মজ্ঞানের পথ কিরূপ ভয়ঙ্কর নীরস এবং ভবিষ্যৎহীন, মনে ভাবিতেও ভয় হয়। আত্মজ্ঞান লক্ষ্য লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ভালভাবে বিদ্যাভ্যাসে মন দিবেন, অন্নবস্ত্রে স্বাবলম্বী হইবার পথে বিদ্যার্জন খুব ভাল অবলম্বন। সাধনার অভ্যাসসহ উহা অবলম্বন করা কর্তব্য। ঋষিপুত্র এবং কুমারী কন্যাগণও এইভাবেই গঠিত হইতেন। পরবর্তীকালে কাহারও যদি সংসার প্রবেশের প্রবল ইচ্ছা দেখা দেয়, তখন সেই পথ গ্রহণ করিলে কোন নিন্দা বা ক্ষতির কারণ হয় না। সাধনা ও সিদ্ধি আয়ত্তে আসিলে তখন প্রয়োজনীয় সব বস্তু আপনিই আসিয়া যায়। পূজা, পাঠ, বিদ্যার্জন ও কর্মসহ সাধনা খুব নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া রাখিতে হয় এবং মাঝে মাঝে নির্জন দেবালয়ে পুরশ্চরণাদির অবলম্বন করিয়া মনের স্থৈর্য, শান্তি ও অনুভূতির বিকাশে অগ্রসর হইতে হয়। পুরশ্চরণকালে উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী ও শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী অবলম্বনসহ সাধক আত্মচরিত্র গঠনে তৎপর হইবেন।

৫। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিষন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৩৪॥

অন্তরে অবিদ্যা বর্তমান রহিয়াছে এবং নিজেকে নিজে ধীর ও পণ্ডিত মনে করিতেছেন, সেই সব কুটিল স্বভাব কাম ও ভোগে আসক্ত মূর্খগণ অন্ধ দ্বারা পরিচালিত অন্ধের মত দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিচার* করিতে হইবে, আত্মা তোমাকে পরিচালনা করিতেছেন, অথবা ভোগাসক্তি, মোহ এবং অহং মত্ততা (দ্রষ্টব্য ক্রমবিকাশ ৫ম অধ্যায় ত্রিশূল) তোমাকে পরিচালিত করিতেছে, দেখো। আত্মা পরিচালিত সাধকই জ্ঞানী। অহং, মোহ এবং ভোগাসক্তি পরিচালিত মনুষ্যই মূঢ়।

মূঢ় পরিচালিত সমাজ কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়, উহার প্রমাণ ১৮ বৎসর ব্যাপী কংগ্রেস শাসিত ভারতের দুর্দশা দেখিলে বুঝা যায়। মক্কাবাদী বর্বরদের অত্যাচারে জর্জরিত ভারতকে ইহারা অতি সহজেই ভাগ করিয়া পাকিস্থান করিয়া দিল। পাকিস্থান হইবার পর এ সব মূর্খরা মক্কাবাদী বর্বরদিগকে ভারতে স্থান দিবার জন্য আইন, পুলিস এবং সেনার সাহায্য লইল। খণ্ডিত ভারতকেই ইহারা ''স্বাধীন ভারত'' বলিয়া ঘোষণা করিল। কোটি কোটি হিন্দু ও মুসলমান জনতাকে ইহারা পাকিস্থান হইতে ভারতে আসিবার পথ করিয়া দিল; ইহার পরিবর্তে পাকিস্থান প্রস্তুতকারী মক্কবাদী বর্বরদিগকে পাকিস্থানে যাইতে না দিয়া ভারতকে দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করিল। মূর্খ পরিকল্পিত এ সব যুক্তিহীন দুষ্কার্যকে ইহারা নাম দিল ''জহরজ্যোতি''। হিন্দু জনতাকে নিয়মিত করিবার জন্য ইহারা জন্মনিরোধের পরিকল্পনা এবং মুসলমানের হাতে ভারত দিবার জন্য, তাহাদের জন্য ৪ বিবি ও ৭২ খানা রক্ষিতা রাখিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিল। যাহাতে হিন্দুদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত না হইতে পারে এ জন্য সেকুলারিজম, কম্যুনিজম, সোসিয়ালিজম, অহিংসাবাদ, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি অনেক ভণ্ডামীর সৃষ্টি করিল। ইহারা আপনাদিগকে ভয়ঙ্কর রকমের ভারত-হিতৈষী, জ্ঞানী, মহাত্মা, বিশ্বপ্রেমী ও বিশ্বশান্তিবাদী বলিয়া জাহির করিতে লাগিল এবং ভারত দিন দিন ভয়ঙ্কর দুর্দশার দিকে অতি সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিল। আত্মাকে না জানিয়াই তোমরা বিশ্বপ্রেমী হইয়া গেলে? আমরা আরও বলিয়া রাখি, দেশ ভাগ হইবার পর ভারত নিশ্চয়ই হিন্দুর দেশ। অন্ধ হিন্দুরা একবার মূর্খ কংগ্রেসের পদতলে তৈল মর্দন করিতেছে, অন্যবার অন্ধ কম্যুনিষটদের পদে তৈল মর্দন করিতেছে। দুর্দশা ভিন্ন ইহার শেষ কোথাও নাই, জানিও। স্বয়ম্ভুব মনু প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার সামনে সেকুলারিজম্ ও কম্যুনিজম্এর প্রয়োজন ছিল কি? অহিন্দুগণকে কি চার বর্ণে পরিণত করা যায় না?

৬। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশ মাপদ্যতে মে॥ ৩৫॥

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলে ''নির্ভর'' শব্দটির স্থানে ''বিচার'' গৃহীত হইল।

বালকের মত প্রমাদগ্রস্ত ধনমোহে মুগ্ধ এবং বিবেকহীনের মনে সাম্পরায় (পরকাল চিন্তা) প্রতিভাত হয় না। তাহাদের মতে, এই লোকই আছে, পরকাল (স্বর্গ, নরক, জন্মান্তর) নাই। এইরূপ অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে মূঢ়গণের অদূরদর্শিতাকে বালকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে মাত্র। ইহা শিষ্যকে বুঝাইবার একটা সমাজ-প্রচলিত রীতি। বাস্তবিক সব বালকই প্রমাদগ্রস্ত নহেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, আচার্য শঙ্কর এবং নচিকেতার মত বিবেকবান ও ধীর বালক ভারতবর্ষে অনেক হইয়াছেন এবং হইতেছেন।

৭। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ
আশ্চর্য্যঽস্য বক্তা কুশলঽস্য লব্ধা।
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ ৩৬॥

সাম্পরায়কে ও পরকাল বিষয়ক জ্ঞানকে বহুলোক শ্রবণ করিবারও সুযোগ পায় না। অনেকে ইঁহার বিষয়ে শ্রবণ করিয়াও কিছুই জানিতে পারে না। এই তত্ত্বের বক্তা দুর্লভ আবার এই তত্ত্বের গ্রাহকও দুর্লভ। কুশলকে অনুসরণকারী জ্ঞাতাও দুর্লভ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আদি গুরু শিব হইতে সিদ্ধ গুরুধারা পরম্পরা চলিয়াছে। গুরুর সেবা, তপস্যা এবং সাধনা করিয়া আত্মজ্ঞান বা কুশলতা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ সিদ্ধ মহাত্মা হইয়াছেন এমন গুরু কোথায়? কুশল মহাত্মার অনুশাসনে বহু বৎসর অবলম্বন করিয়া আত্মগঠন ও সাধনা না করিয়াই তুমি কুশলতা লাভ করিতে চাও কি? এ সম্বন্ধে উপনিষদ পরবর্তী মন্ত্রে আরও স্পষ্ট নির্দেশ দিতেছেন। আমরা ভারতকে সাবধান করিয়া দিতেছি, সেকুলারিজম কোন কুশলতার পথ নহে।

৮। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
অণীয়ান হ্যতর্ক্য মণু প্রমাণাৎ॥ ৩৭॥

অবর (সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞানসম্পন্ন) আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও এই আত্মা সম্যকরূপে প্রকাশিত হন না। কারণ আত্মা সম্বন্ধে নানাপ্রকার চিন্তাধারা বিদ্যমান (আস্তিকতা, নাস্তিকতা, সগুণ, নির্গুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, ইত্যাদি)। যাঁহারা একান্তভাবে আত্মাকে জানিয়াছেন তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে ঐ সব জটিলতা থাকে না। আত্মা অণু হইতেও অণু এবং ইহা তর্ক ও প্রমাণে (উপমাদ্বারা) জানা যায় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ভারতে এবং পৃথিবীর সর্বত্র, কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং বেদান্ত পড়ানো হইয়া থাকে। উপনিষদের মতে, ইহাদ্বারা আত্মপ্রকাশ হয় না। আমাদের সাধক দশায়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে সাধু সন্ন্যাসীদের নিকট খুব আনাগোনা করিতে দেখিতাম, এখন আর সেইরূপ দেখা যায় না। ''ঈশ্বর'' দেখা মানে ''হাতী দেখা'', আর ''মায়া'' মানে ''ঘাটের পানা'' এবং ''ব্রহ্মজ্ঞান'' মানে ''সমুদ্র তরঙ্গ''; এ সব বিচিত্র কথা এখন আর শুনিতেই পাওয়া যায় না। ইহা সত্যই শুভ লক্ষণ। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ধারে, লাটসাহেবের বডিগার্ডের ফাঁকা মাঠে, এক বকুলতলায় আমি প্রতিদিন সকালবেলায় বসিয়া থাকিতাম। সেখানে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিত্য আমার নিকট আসিতেন। সেখানে এক মৈত্রেয় মহাশয়ও আসিতেন, তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলসফির অধ্যাপক ছিলেন। আমাকে ঠিকানা দিয়া যান, এবং আমি কাশীতে গেলে যেন ''তাঁহাকে একটু সংবাদ দিই'' এ কথা বলিয়া যান। আমি কাশীতে গিয়া একটি লোক সঙ্গে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, শুধু সত্যরক্ষার জন্য ছোট নোটে তাঁহাকে জানাইলাম যে ''আমি কাশীতে আসিয়াছি।'' নোটটুকু পাইয়াই তিনি নোটবাহক ভদ্রলোককে নাকি অপমানজনক ভাষায় গালি দিতে থাকেন। ভদ্রলোকটি আসিয়া আমাকে এ কথা জানাইয়া চলিয়া যান। ইহা অতীব সুখের কথা যে ঐ শ্রেণীর মূঢ় ব্রহ্মজ্ঞানী অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার খুব বেশী দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তবু বলিতে পারি, ফিলসফির অধ্যাপকদের রত্নস্বরূপ অনেক মহান ব্যক্তির সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি এবং তাঁহাদের বিনয় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছি। ফিলসফির অধ্যাপনা ব্রহ্মজ্ঞান না দিলেও বিনয় ও সৌজন্য যে পরিপূর্ণভাবে দিতে সক্ষম, ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার আমাকে শত শত বার বলিয়াছেন ''আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পর সাধুদের সম্বন্ধে আমার বিরূপ ধারণা শেষ হইয়াছে এবং বুঝিয়াছি, প্রকৃত সাধু ও সাধক আছেন।''

৯। নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যে নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ, সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥ ৩৮॥

হে প্রেষ্ট (প্রিয়তম)! তুমি যে মতি (সুবুদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছ, তর্কদ্বারা সেই মতি দূর করা যায় না। তুমি সত্যসঙ্কল্প ব্যক্তি। কিন্তু আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেই আত্মজ্ঞান যথাযথরূপে প্রকাশ পায়। তোমার মতন প্রশ্নকর্তাও দুর্লভ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিশেষ বিশেষ বিশ্বমঙ্গল লক্ষ্যে নচিকেতার মতন মহাত্মার আবির্ভাব এই পৃথিবীতে হইয়া থাকে। ইঁহাদের স্বভাব, কর্ম ও চিন্তাধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা হয় না। নচিকেতার কর্ম, স্বভাব এবং নিখুঁত চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের

মাটিতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মকর্মের বীজ রোপণ হইবে। অনন্ত কর্মশক্তিসম্পন্ন শক্তিবাদী মহাত্মা ও রাজর্ষি শ্রীযমরাজা আজ নচিকেতাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশের সূত্রপাত করিতেছেন। যাঁহারা মনে করেন, গুরু বিনাই জ্ঞানী হইবেন, তাঁহারা বেদের নির্দেশ বুঝিতে চেষ্টা করুন।

১০। জানাম্যহং শেবধিরিত্য নিত্যং,
ন হ্য ধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে বি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি
রনিত্যৈর্দ্রবৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥ ৩৯॥

যজ্ঞ দ্বারা কর্মফল প্রাপ্তি-রূপ স্বর্গাদি প্রাপ্তি যে অনিত্য, ইহা আমি জানি। অধ্রুব বস্তু দ্বারা ধ্রুব বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই কারণ, আমি অনিত্য দ্রব্যময় সাধন দ্বারা নাচিকেত অগ্নির চয়ন করায় চিরকালের জন্য এই যমরাজ পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যমরাজ কি অধ্যাত্ম সাধনা করেন নাই? হ্যাঁ, তিনি অগ্নিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা দুই রকম বিদ্যাই সাধনা করিয়াছেন। মানবজীবনে দুই রকম বিদ্যারই প্রয়োজন আছে। অগ্নিই শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের উপাসনা। ইহা ভিন্ন অসুর নাশ হয় না। ভারত রক্ষা হয় না। যমরাজা ভারতের দক্ষিণ দেশের রক্ষক। ইতিপূর্বে অগ্নিতত্ত্বের উপাসনাকে আত্মস্বরূপের উপাসনাই বলিয়াছেন। শক্তিতত্ত্বের মূল স্থান মূলাধার চক্র। ব্রহ্মতত্ত্বের কেন্দ্র হইতেছে সহস্রার। শক্তিতত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্বের দ্বার। যাঁহার অগ্নি বা শক্তি উপাসনা হয় নাই, তাঁহার নিকট কখনও ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে। মূলাধারস্থিত অগ্নিই ''বজ্রা'' নাড়ী। ইহা অত্যন্ত তীব্র বেগরূপা অগ্নি বা বজ্ররূপা। বজ্রা নাড়ী কম্পিতা হইলেই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন। ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ দ্রষ্টব্য।

অত্যন্ত আনন্দের কথা, যমরাজা ''হুবুচন্দু'' ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলেন নাই। শক্তির অনুশীলনহীন ব্রহ্মজ্ঞান কাহার কোন কাজে লাগে? কে চায় দীনতা, দরিদ্রতা ও শক্তিহীনতা? শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শক্তির উপাসনার তিনটি স্থান বর্ণিত হইয়াছে। মহাকালী (যুদ্ধ ও সংগঠন), মহালক্ষ্মী (ধন, ঐশ্বর্য, যুদ্ধ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা), মহা সরস্বতী (তপস্যা, ব্রহ্মজ্ঞান ও অসুর দলন)। যমরাজা নিজের রাজ্যপ্রতিষ্ঠাকে ''নিত্যপ্রাপ্তি'' বলিয়াছেন। কে বা চায়*, ধন ঐশ্বর্য সব শেষ হইয়া রাস্তায় রাস্তায় কন্থা ধারণ করিয়া জীবন কাটায়। যমরাজা অনিত্য বস্তু অগ্নিতত্ত্বের মাধ্যমে শক্তিতত্ত্বই লাভ করিয়াছেন। কাজেই তিনি জীবনকাল যমরাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীবনকাল পর্যন্ত উচ্চ প্রতিষ্ঠায় থাকিব, উচ্চ কর্ম করিব, ন্যায়ের দণ্ড পরিচালনা করিব, যোগ্য শিষ্যকে শক্তিবাদমূলক ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিব এবং জীবনকালে নির্গুণ চেতনায় আত্মপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া শরীরপাতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। ইহাই শক্তিবাদীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। লৌকিক প্রতিষ্ঠা কম থাকিয়া যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারা কি ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন? হ্যাঁ, তাঁহারাও ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মা এবং

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ''কার'' শব্দটির স্থানে ''বা চায়'' আমাদের সংযোজন

প্রণম্য মহাপুরুষ। শক্তিবাদ সর্বত্যাগী, যোগী, মহাত্মা ও তপস্বীকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিবে, কারণ তাঁহারাই ভারতীয় দার্শনিকতা এবং অধ্যাত্মবিদ্যার একমাত্র ধারক ও রক্ষক, সে সঙ্গে ঐশ্বর্য ও সম্পদশালীর ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনকেও শ্রদ্ধা করিবে। লৌকিক সম্পত্তি অসুর ও অসুরের পদে তৈলমর্দনকারী পাপিষ্ঠের হাতে ছাড়িয়া দিবার নীতি শক্তিবাদ সমর্থন করে না। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে ও কালীপূজা, দুর্গাপূজা এবং শক্তিপূজায় এই মহান নীতিই প্রতিষ্ঠিত আছে।

অগ্নিতত্ত্বই শক্তিতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বই নির্গুণ চেতনা বা ব্রহ্মতত্ত্ব। এখানে যমরাজা অনিত্য বস্তুর মাধ্যমে নিত্য শক্তিতত্ত্বের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। আমরা বলি, অনিত্য দ্রব্য বলিয়া কোন তত্ত্বই নাই। জড় এবং চেতনা দুই ''শক্তিতত্ত্ব''। এই মহান ''তত্ত্বকথা''র মর্ম ইতিপূর্বে যমরাজা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য মন্ত্র ১৪॥ তবে অগ্নিতত্ত্বই যে শক্তিতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বই যে ব্রহ্মতত্ত্ব ইহা জানিতে হইলে ব্রহ্মচর্যমূলক সাধনা ও তপস্যা অবলম্বন করা কর্তব্য।

১১। কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতে রনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, দৃষ্টা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ৪০॥

যাহা কামনার শেষ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু), যাহাতে জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, যাহাতে অনন্ত যজ্ঞফলের প্রাপ্তি হয়, যাহা অভয়ের পরকাষ্ঠা, যাহা অত্যন্ত নির্ভয়ত্ব; নচিকেতা উহা অত্যন্ত ধৈর্যবুদ্ধি দ্বারা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রে যমরাজা শক্তিতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব অনুশীলনের সব মর্মই প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব অনুশীলনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাক, তুমি শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইতে পারিবে। শক্তিতত্ত্বেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে ইহা তুমি বুঝিতে পারিবে। শক্তিতত্ত্বই অনন্ত যজ্ঞফল প্রাপ্তির মূল অগ্নিবিদ্যা। ইহা তুমি স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারিবে। শক্তিতত্ত্বই অভয়ের পরাকাষ্ঠা, ইহাই অত্যন্ত নির্ভয়ত্ব। এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ইহা হইতে প্রাপ্ত উপাদানকে পরিত্যাগের কি অর্থ হইতে পারে?

শক্তিতত্ত্ব নিত্যদৃশ্য তত্ত্ব। একটু কড়া মাটির ঢেলাই দেখ বা অনন্ত গতিশক্তিসম্পন্ন একটি পরমাণুই দর্শন কর, দুই-ই শক্তিতত্ত্ব বা দৃশ্যতত্ত্ব। এই তত্ত্বের দ্রষ্টার নাম ''চেতনা''। বিচার করিয়া দেখ, এই দৃশ্যতত্ত্বের দ্রষ্টা কে? মনে কর, এই দৃশ্যতত্ত্বের দ্রষ্টা 'রাম'। সাড়ে তিন হাত শরীর সমন্বিত রাম কি দ্রষ্টা 'রাম'? - 'না'। এই শরীর তো রামেরই দৃশ্য বস্তু। রামের মন কি 'রাম'? - 'না'। রামের মনকে একটু চেষ্টা করিলেই রাম দেখিতে পায়। এই ভাবে, বিচারে যতক্ষণ দৃশ্য রামকে অনুভব করা যাইবে ততক্ষণ রামকে ''চেতনা রাম'' বলা যায় না। চেতনা রাম, রাম বা কাহারও 'দৃশ্য

রাম' নহে। দৃশ্য রামই 'শক্তিতত্ত্ব রাম'। সাধক যে কোন দৃশ্যতত্ত্বকে পরিত্যাগ করিবার দার্শনিকতা আয়ত্ত করিলে তাঁহার নিকট 'দ্রষ্টা রাম' প্রতিভাত হইবে। একদিন শরীর সংযুক্ত কোন 'চেতনা'কে কোন ব্যক্তি 'রাম' নাম দিয়াছিলেন, সেই চেতনা কস্মিনকালেও দৃশ্য বস্তু নহে। ইহা সত্য কথা যে ''জড়তত্ত্বই শক্তিতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বই চেতনাতত্ত্ব।'' কিন্তু এই কথা অনুভবগম্য করিতে হইলে, সাধকের অন্তরবিকাশ শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উহা কঠোর ত্যাগ, কঠোর সাধনা ও কঠোর তপস্যার বিষয়। মাটির ঢেলাটিই 'শক্তিতত্ত্ব', আবার মাটির ঢেলাটিই 'চেতনাতত্ত্ব'। এই চেতনাকে জানিবার পথ ক্রমবিকাশের শেষ স্তরে বিদ্যমান। ভোগ বিলাস ফুর্তি ও আনন্দকে কেন্দ্র করিয়া জীবন কাটাইলে বা গড়িলে সেই তত্ত্ব জানা যায় না। যমরাজা সেই কথাই নচিকেতার স্বভাবে দেখাইতেছেন। অর্থাৎ শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ অনুশীলন কর, কিন্তু উহাকে ত্যাগ করিবার বিজ্ঞানই ''ব্রহ্মতত্ত্ব বিকাশের'' চাবি।

১২। তং দুর্দর্শং গূঢ়মনু প্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ ৪১॥

তিনি (ব্রহ্মতত্ত্ব) দুর্জ্ঞেয়, গহন, অতিসূক্ষ্ম, মস্তিষ্ক রূপ গুহায় স্থিত, সুষুম্না গহ্বরে অবস্থিত এবং তিনি অনাদি, সেই দেবতা অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অধিগম্য। তাঁহাকে জানিলে হর্ষ ও শোক অতিক্রম করা যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব মন্ত্রে শক্তিতত্ত্বের অনুশীলন ও লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল, এই ১২ নং মন্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব বা চেতনাতত্ত্ব অনুশীলন সম্বন্ধে বলা হইতেছে। মন্ত্রে পরিষ্কার ভাবেই বলিতেছেন যে ''অধি আত্ম'' (অধ্যাত্ম) যোগের অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁহাকে জানা যাইবে।

লৌকিক বা জড়তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া অনুশীলনই ''শক্তিতত্ত্বে''র অনুশীলন। আত্মা বা চেতনাতত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া অনুশীলনের নাম ''আত্মযোগ''। জড়তত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, উহা সদাই দৃশ্যতত্ত্ব। ''চেতনাতত্ত্ব'' সদা দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। মন্ত্র, লয়, হঠ ও রাজযোগের অনুশীলনের মাধ্যমে ''অধ্যাত্ম যোগের'' সনাতন পথ। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড এবং মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীকে অবলম্বন করিয়া ''অধ্যাত্ম যোগাভ্যাস'' করিতে হয়। মাথার কঙ্কালটিই গুহা, এই গুহার মধ্যেই আত্মা নিহিত আছেন। উহারই অংশরূপে স্থিত মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত গহ্বরে আত্মা অবস্থান করেন; মন্ত্রে ইহা ''গহ্বরেষ্ঠং'' বলা হইয়াছে। ''পুরাণম্'' মানে অনাদি ও সনাতন চেতনাতত্ত্ব।

যোগাভ্যাস কালে এবং অন্য সব সময়েই একটু চেষ্টা করিয়া মেরুদণ্ড একটু ঢিলা ভাবে সোজা ও সরল রাখিতে হয়। ইহাতে শরীর হালকা ও নীরোগ থাকে। মূলাধার

হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রার বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ী এবং উভয় বৃহৎ মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড হইতেছে আমাদের আত্মার আশ্রয়। শরীরস্থিত সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদি সকলেরই মূলস্থান হইতেছে মেরুমজ্জা মধ্যস্থিত ও শিবপিণ্ড আশ্রিত ব্রহ্মনাড়ী। আমাদের চিন্তারাশি, জ্ঞানধারা, বুদ্ধির চমৎকারিতা, মন ও চিত্তের চাঞ্চল্য, সবই ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া ক্রিয়াশীল আছে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া জীবন গড়িলে, উহাই শক্তিবাদী জীবন। সত্য, প্রেম, শান্তি ও অভয়ের অনুকূলে চরিত্র গঠন করিবে এবং অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। এই ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনেরও ভিত্তি দান করিবে। অসুরবাদ ও দুর্বলবাদগুলিও মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত নাড়ীগুলিকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াশীল আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

অনেকগুলি অস্থিপর্ব দ্বারা আমাদের মেরুদণ্ড গঠিত। পর্বগুলি (রীব্‌স্‌) যদি ঠিক মত সজ্জিত থাকে তবে আমাদের অসুখবিসুখ কম হয়। যাহাতে মেরুদণ্ডের সেটিং ঠিক থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রে হঠযোগের ক্রিয়াগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ''ধর্মশিক্ষা'' গ্রন্থে ব্যায়াম অংশে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ভারতীয় ব্যায়াম ক্রিয়াগুলি হঠযোগেরই অংশ। শরীর রক্ষার দিকে বিশেষ যত্ন লইতে হয়, হঠযোগ উহারই সাধনা। মেরুদণ্ড-পর্বগুলি যদি ঠিক মত সাজান না থাকে তবে অনেক রকম দুরারোগ্য ব্যাধি শরীরে প্রকাশ পাইবে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন তাঁহারা Chiropractic (কিরোপ্রাকটিক, হস্তচালিত চিকিৎসা) বিজ্ঞানে, চিকিৎসা শাস্ত্র আলোচনা করুন। আমেরিকাতে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান বেশ ব্যাপক ভাবেই প্রচলিত আছে। সুষুম্না গহ্বরের বাহ্য আবরণ মেরুদণ্ডটি হইতেছে হঠযোগের মূলকথা। মেরুমজ্জার মধ্যস্থিত সমস্তগুলি নাড়ীর কেন্দ্ররূপে স্থিত ব্রহ্মনাড়ী হইতেছে রাজযোগ বা শক্তিবাদ যোগের মূল। শরীরস্থিত অস্থি ও যন্ত্ররাশি যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে হঠযোগ সাধনায় সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। শরীর ঠিক না থাকিলে কুণ্ডলিনী-জাগরণ-সাধনা অচল। ''কিরো প্র্যাকটিক'' চিকিৎসায় বিভিন্ন স্থানের মেরুদণ্ড-অস্থির অবস্থান বিপর্যয়ে কি কি রোগ দেখা দিতে পারে, এ সম্বন্ধে ''কিরোপ্র্যাক্‌টিক'' কি বলেন দেখুন। ফলতঃ হঠযোগ সাধনায় মেরুদণ্ড সেটিং একটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় অংশ। মেরুদণ্ড স্বাভাবিক সরল ও সোজা রাখিয়া চলিলে শরীর হালকা ও আরামময় হয় এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। হঠযোগের সবগুলি আসনই মেরুদণ্ড সেটিংয়ের উপর লক্ষ্য রাখিবার সাধনা। শূন্যাকার ফাঁকা ব্রহ্মনাড়ীর ধারণা মনে রাখিয়া আসন অভ্যাস করিতে হয়। স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন, বদ্ধপদ্মাসন, সর্পাসন, পশ্চিমোত্তান ও সর্বাঙ্গ আসনের অভ্যাস, প্রত্যেকের আয়ত্ত করা কর্তব্য। মেরুদণ্ডের সঙ্গে ও সমসূত্রে হাত পা খুব সোজা করিয়া উপুড় হইয়া শয়ন কর বা জলে ভাস, সে সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান কর, ইহার ফলে শরীর ও মন কিরূপ আরাম পায়, বুঝিতে পারিবে। হাত দুইটি সোজা করিয়া মাথার ওপরেও রাখা যায়, আবার উড়ন্ত পক্ষীদের ডানা দুইটির মত দুইটিকেও রাখা যায়। উড়ন্ত পক্ষীরা মেরুদণ্ডের সঙ্গে সমসূত্রে পা দুইটি ও পুচ্ছটিকে টান টান করিয়া রাখে। ইহার ফলে ইহাদের শরীরের বোঝা কমিয়া যায় এবং অতি সহজে আকাশে ও বাতাসে উড়িয়া

অল্পায়াসে দূর দূরান্তর চলিয়া যায়। ঐ বিজ্ঞানে শরীরকে জলে ভাসালে সাঁতার বেশী আরামের হয়। কিরোপ্র্যাকটিক মতে মেরুদণ্ডের সেটিং বিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্য আমরা চিত্র ও চিত্র পরিচয় দিলাম।

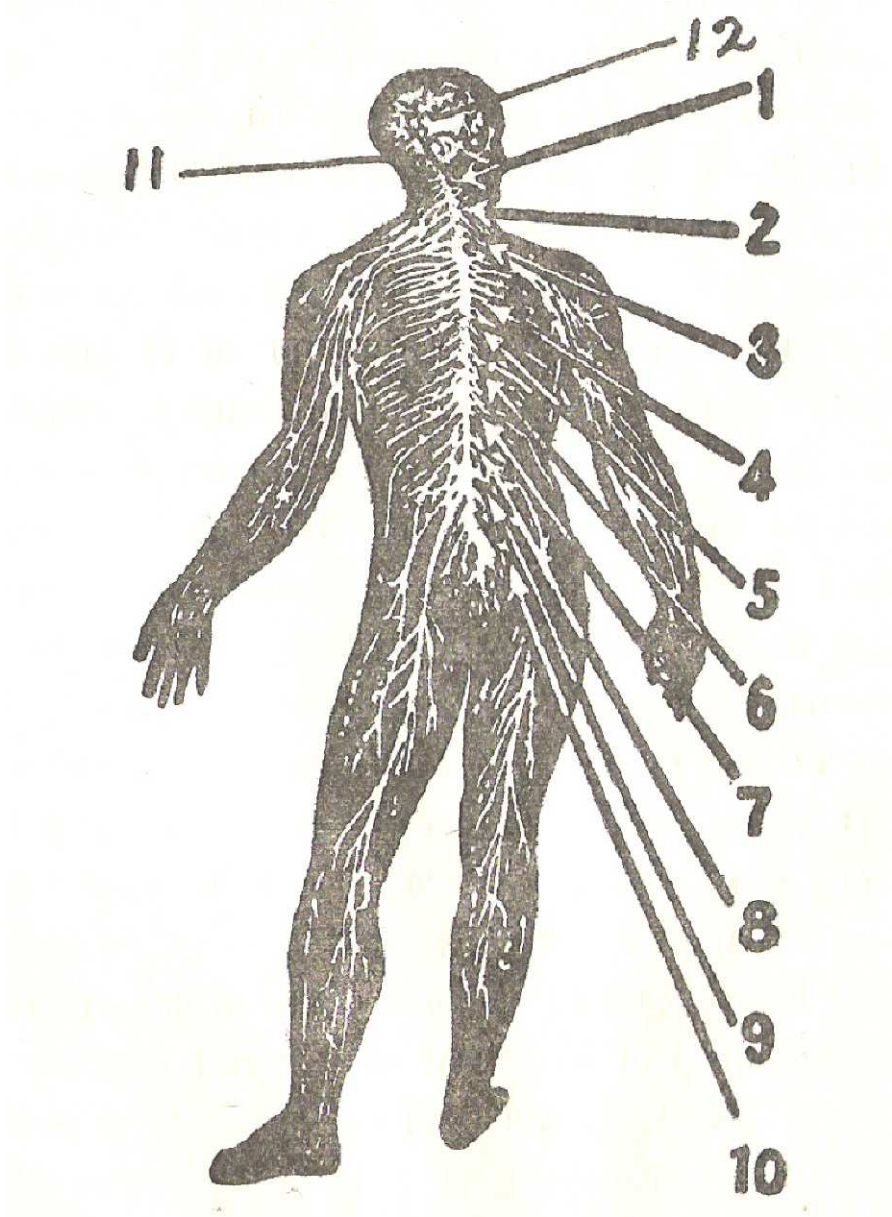

১। লোকোমোটর একাক্সিয়া; বধিরতা, কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, চক্ষুব্যাধি তাণ্ডব (ফিট) ও অনিদ্রা, বক্রগ্রীবা, শিরঘূর্ণন, মুখমণ্ডলীর পক্ষাঘাত, স্মরণশক্তির অপটুতা, প্রলাপ।

২। স্নায়ুশূল, গলাস্ফীতি (এনলার্জমেন্ট অব থাই রয়েড গ্ল্যাণ্ড), শির ঘূর্ণন, শ্লেষ্মা, হৃদরোগ, অগ্ন্যাশয়ের বিফলতা, প্লীহা বিফলতা, ফুসফুসের রোগ, স্বর যন্ত্রের তরুণাস্থি বিষয়ক রোগ।

৩। ব্রঙ্কাইটিস, বাত, ঘাড়ের বেদনা, যকৃত ও অন্ত্র সংক্রান্ত ব্যাধি।

৪। নিমুনিয়া, হাপানি, যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্ট, মুখমণ্ডল চক্ষু ও চর্মব্যাধি, মাতৃগ্রন্থিপ্রদাহ (মামারী গ্ল্যাণ্ডস)।

৫। প্লুরেসী, প্লীহাবৃদ্ধি; টনসিল প্রদাহ।

৬। বদহজম, পিত্তপাথরী, জ্বর, কৃমি, চর্মগুটি (সিঙ্গিলস্)।

৭। বহুমূত্র, বৃক্ক বিকৃতি (ফ্লোটিং কিড্নী), নেফ্রাইটিস (ব্রাইটস্ ডিজিস), ক্রূপ (ক্রুপ কাসি), মস্তিষ্কের নির্জীবতা।

৮। অন্ত্রপ্রদাহ, কটিবাত, মুখনলী প্রদাহ, এপেণ্ডিক্স প্রদাহ। শিশু-পক্ষাঘাত।

৯। সায়েটিকা বাত, কোষ্ঠবদ্ধতা, হজম যন্ত্রের শ্লেষ্মা, স্ত্রী-জনন অঙ্গের অসুস্থতা।

১০। জরায়ুর ব্যাধি, ঋতু গোলযোগ, কটি-বেদনা ও অসারতা।

১১। ১২। সহস্রারের বাহ্য দৃশ্য। ১১ হইতেছে দুই ভাগে বিভক্ত ছোট মস্তিষ্ক। ১২ হইতেছে দুই ভাগে বিভক্ত বৃহৎ মস্তিষ্ক। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থানে শিবপিণ্ড অবস্থিত। এই শিবপিণ্ডের সঙ্গে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সমস্ত নাড়ী সংযুক্ত আছে। শিবপিণ্ডের নিম্ন অর্ধাংশ আজ্ঞাচক্র। শিবপিণ্ডের ঊর্ধ্ব অর্ধাংশ সহস্রারের অন্তর্গত। ইহাতেই গুরু পাদুকা কেন্দ্র। ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য।

আজ্ঞা চক্রটি ১১ নং চিত্রের সমস্থানে দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা শিবপিণ্ডের নিম্নাংশ। এই মন্ত্রে যমরাজা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, অধ্যাত্ম যোগকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে জানিতে হইবে। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া যে ''যোগ-সাধনা'' উহার নাম অধ্যাত্মযোগ। আজ বিশ্বে ''জড়বাদ যোগ'' উন্নতির চরম শিখরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রলোক ও নক্ষত্রলোকে গমনাগমনের টক্করে বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক আজ চিন্তামগ্ন। আমরা বৈজ্ঞানিককে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই; কিন্তু অধ্যাত্মযোগকে ত্যাগ করিয়া এই পথে শান্তি বা তৃপ্তি আসিবে না। ইহা আমরা বলিয়াই রাখি।

১৩। এতৎ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্য মণু মেন মাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥ ৪২॥

হে মানব (গুরুর উপদেশে) এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ধর্মানুমোদিত এই সূক্ষ্ম আত্মাকে দেহাদি জড় পদার্থ হইতে পৃথকভাবে সম্যকরূপে ও আত্মস্বরূপে জানিতে

পারেন, এই বিশ্বে তিনি এই আনন্দদায়ক আত্মাকে নিশ্চয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দলাভ করেন। (যম রাজার মতে) নচিকেতার নিকট সেই 'সদ্ম' (অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব) বিবৃত হইবার যোগ্য। (যাঁহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া যায় সে সব লক্ষণ নচিকেতার চরিত্রে পূর্ণরূপে বিদ্যমান)।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ১২ নং মন্ত্রে আত্মাকে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সুষুম্না মার্গে অবস্থিত, বলা হইয়াছে। ১৩ নং এই মন্ত্রে (ক) সেই আত্মাকে গুরুর নিকট জানিতে বলা হইয়াছে। (খ) মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে সেই আত্মা অবস্থিত হইলেও ইঁহাকে শরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক তত্ত্ব বলিলেন এবং এই তত্ত্বকে ধর্মানুগত তত্ত্ব ইহা বলিয়া উল্লেখ করিলেন। (গ) আত্মা সদা আনন্দময়, ইহাকে সম্যক জানিলে নিরানন্দ থাকে না।

(ক) এত বেদ, বেদান্ত ও পুথীপুস্তক থাকা সত্ত্বেও গুরুর নিকট মাথা নত করিতে বলা হইল কেন? ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মাকে শাস্ত্রে শুদ্ধ আত্মার রূপ বলা হইয়াছে; আত্মার নিকট মাথা নত করা মানে ''অহং''কে নত করা এবং আত্মাকে মানিয়া লওয়া। নিজে নিজে পণ্ডিত সাজা, মানে অহং ও দাম্ভিকতার প্রশ্রয়। ইহাতে আত্মজ্ঞানের পথ রুদ্ধ হয়। অহং তত্ত্ব ভেদ করাই আত্মজ্ঞান, ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(খ) প্রেতরাও শরীর হইতে পৃথক, তাহাদিগকে জানিলে কি আত্মজ্ঞান হয় না? যাহারা ''প্ল্যান চেট্'' করিয়া নিজেদের সাধারণ জ্ঞানটুকুও হারাইয়া ফেলে বা পাগল হয়, তাহারা কি আত্মজ্ঞানী নহে? প্রেতাত্মা দর্শন করা বা প্ল্যান চেট্ করা কিন্তু আত্মজ্ঞান নহে। ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া সিদ্ধগুরুর নির্দেশে সাধনা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়। আত্মজ্ঞান হইলে মন সাম্য হয় ও তৃপ্ত হয়। মনের অভাব থাকে না।

(গ) যমরাজা শিষ্যকে আত্মজ্ঞানীর কি রূপ মানসিক লক্ষণ হইবে, ইহাও বলিয়া দিলেন। সিদ্ধসাধক সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন। (এক মহিলা আমার নিকট আসিতেন। তিনি তাঁহার নিজের গুরুকে বলেন যে তিনি অমুক মহাপুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন। গুরুদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, ''তুই সাক্ষাৎ মহাদেবী। তুই সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিস, তুই ধন্য, তোর জীবন ধন্য।'' মহিলা আমাকে বলিলেন - ''গুরুকে আমি যখনই বলি, আমার শান্তি বা তৃপ্তি হয় নাই, মনের দৈন্য এতটুকুও যায় নাই, তখনই আমার গুরু ঐ কথা বলিয়া আমার মুখ বন্ধ করেন। এখন বলুন, আমি কি করি?'')

১৪। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যকত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ ৪৩॥

(নচিকেতা বলিলেন) ধর্ম ও অধর্মের অতীত, কার্য ও কারণ হইতে পৃথক, এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান হইতেও ভিন্ন, যে তত্ত্ব আপনি জানেন, তাহা আমাকে বলুন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নচিকেতা এখানে ধর্ম অধর্ম, কার্যকারণ, অতীত অনাগত ও বর্তমানের অতীত, ইত্যাদি যে সব উক্তি করিলেন, এই সব কথাগুলি কিন্তু গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সমন্বিত কথা। ইহাতেই বুঝা যায়, নচিকেতা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও মেধাবী ছাত্র। আমরা এ সবের দার্শনিকতা পরিস্ফুট করা হইতে বিরত রহিলাম। যমরাজাও এবার শিষ্যকে মন্ত্রদীক্ষা দিবার কথাই ভাবিতেছেন। আমরা নচিকেতার দীক্ষায় ব্রহ্মসাধনার ধারা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

১৫। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ৪৪॥

সমস্ত বেদ যাঁহাকে একমাত্র প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন, সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সাধুগণ যাঁহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি - ওঁ ই সেই পদ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যমরাজা নচিকেতাকে ''ওঁ'' মন্ত্রে দীক্ষা দান করিলেন। সমস্ত বেদের সার ''গায়ত্রী'' এবং গায়ত্রীর সার ''ওঁ কার''। তপস্বীরা ইঁহার অনুশীলনের জন্য ব্রহ্মচর্য-ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন। যমরাজা ইহাও বলিয়া দিলেন।

সর্ব্ব ধর্মবাদীরা নিজেদের সুবিধার জন্য যাহাই বলুন, কিন্তু মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মের মূলনীতি যে ইহার বিপরীত, ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি। আনন্দ মঠের সাধনায় প্রায় ষোলটি দীক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রত্যেকটি দীক্ষায়ই অন্ততঃ পুরশ্চরণকালে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য নিয়মে থাকিতেই হয় এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহারাদি করিতে হয়।

১৬। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ৪৫॥

ইহাই (ওঁ কারই) অক্ষর ব্রহ্ম, ইঁহাই পরমব্রহ্ম। এই অক্ষরকে জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাঁহারা মনে করেন, দীক্ষা না লইয়া এবং সাধন তপস্যা না করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এবং যে কোন নাস্তিক হিন্দু এবং খ্রীষ্টান এবং মুসলমানের নিকট ''অক্ষর ব্রহ্ম এবং পরমব্রহ্ম'' তত্ত্ব যুগ যুগান্তর অন্ধকারই থাকিয়া যাইবে। গড বা খোদা ''পূঁ'' বাজাইলেন আর বিচারলীলা ও অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের দ্বার খুলিয়া গেল, বা শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও অস্তিত্ব শেষ হইল, এরূপ

বিশ্বাসবাদী মূক্‌গণ অপর ব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম তত্ত্ব ভেদ করিবার মত সূক্ষ্ম বিবেক কোন যুগেই আয়ত্ত করিতে পারিবেন না। ভোটবাদের রাজনীতিতে মন্ত্রী হওয়ার জন্য নাস্তিক হওয়া এবং কাফেরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া বড়লোক হইবার আশায় ''পূঁবাদী'' হওয়া যত সহজ, একটা অধ্যাত্মবাদী, সুখী ও সুসভ্য সমাজ গঠন করা মোটেই অত সহজ নহে। অধ্যাত্মবাদী ভারতের অনেক দুর্ভাগ্য যে নাস্তিকবাদী ও পূঁবাদীরা সমাজ ও ভারতকে ভাঙিবার জন্য সহস্র প্রকার দুষ্কার্যের পথ পাইয়া বসিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন এসব নাস্তিকবাদী সেকুলারিস্টগণ এবং পূঁবাদী ভারতখণ্ডকারী মূর্খ ও বর্বরগণের অনুকূলে শিক্ষা দীক্ষা ও শাসন, ভারতের সুখ ও শান্তির কারণ হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে নিঃসঙ্কোচেই পাগল বলিতে পারি।

শক্তিবাদ ভাষ্য গীতাতে অক্ষর ব্রহ্ম বিষয়ে আলোচনা দেখুন। ''অক্ষর ব্রহ্ম'' হইতেছেন ''অনাদি কালসত্ত্বা'' বা ''ঈশ্বরতত্ত্ব'' বা ''সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব''। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও তুরীয় কালসত্ত্বা অনাদি। ইহাই অপর ব্রহ্মতত্ত্ব। এই ''অপর ব্রহ্মতত্ত্বের'' পরপারে নির্গুণ চেতনা বা ক্রিয়াহীন চেতনা বিদ্যমান। ইনিই পরম ব্রহ্ম। ''ওঁ'' মন্ত্রে সগুণ ঈশ্বর তত্ত্ব ও নির্গুণ চেতনা তত্ত্বের দীক্ষা হইয়া থাকে। অপর ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছেন এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে হয়। আমরা বলি, নাস্তিকতা ও খুদার ''পূঁ''-বাজীর কসরৎ ত্যাগ করিয়া ভারতীয় সমাজের অধীন হও এবং আত্মজ্ঞ গুরুর নির্দেশে সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। ''অপর ব্রহ্মজ্ঞান'' এবং ''পরম ব্রহ্মজ্ঞান''ই ''ওঁকার জ্ঞান''। যাঁহারা আত্মজ্ঞানের এতটা জানিয়াছেন, তাঁহাদের ''ইচ্ছাসিদ্ধি'' দূরে থাকে না। মন্ত্রে সে কথা স্পষ্ট বলা আছে।

১৭। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতাদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৪৬॥

এই ''ওঁকার''ই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, এই ওঁকারের আলম্বনই পরম প্রাপ্তির একমাত্র আলম্বন। এই আলম্বনকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মনাড়ীকে অবলম্বন করিয়া ওঁকার জপ করিতে হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ইঁহার জপ-সূত্র সংযোগ করা প্রয়োজন।

ওঁকার জপের পূর্বে বহুদিন অন্যান্য বীজমন্ত্রের জপ ও পুরশ্চরণ করা প্রয়োজন। ইহা না করিলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় না। মোটা বুদ্ধির ভিত্তিতে প্রণব জপ যথেষ্ট শক্তিশালী হয় না। শাস্ত্রেও বলে ''ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং, তৎপরং জ্যোতিরোঁর্মিতি।'' অর্থাৎ প্রথম ইচ্ছা শক্তি, ইহার বীজমন্ত্র ক্লীঁ; তাহার পর ক্রিয়াশক্তি, ইহার বীজমন্ত্র হূঁ; ক্রিয়াশক্তির সাধনা ও পুরশ্চরণের পর জ্ঞানশক্তির দীক্ষা ও সাধনা করা প্রয়োজন; জ্ঞানশক্তির বীজমন্ত্র হ্রীঁ। ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির সাধনার আরও অনেক বীজমন্ত্রের সাধনা আছে। সিদ্ধ সাধক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে সব দেখুন। জ্ঞানশক্তির দীক্ষা, সাধনা ও পুরশ্চরণের পর ওঁকারের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়। অন্তঃকরণের জড়তা না কমিলে,

ব্রহ্মজ্ঞান সাধনা শক্তিশালী হয় না। আশাময় ব্রহ্মগ্রন্থি, মোহ বিদ্বেষ ও ঈর্ষাময় বিষ্ণুগ্রন্থি এবং 'অহং' জড়তায় আচ্ছন্ন রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইবার পর ওঁকারের সাধনায় আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। ওঁকারকে ''জ্যোতিঃ ওঁম্'' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অজ্ঞান ও জড়তাহীন সাক্ষাৎ জ্ঞান বা জ্যোতিই ''ওঁকার''।

''ওঁকার তত্ত্ব'' ও ''ওঁকার সাধনা'' বিষয়ে অনেক শাস্ত্রে অনেক তত্ত্ব, তথ্যপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। সে সব তত্ত্ব কথা জ্ঞানেচ্ছুকগণ তৎতৎ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিয়া লইতে পারিবেন। এখানে ওঁকারকে আলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে সামান্য সাধনার ইঙ্গিত আমরা দিব। ব্রহ্মনাড়ীকে বাদ দিয়া ওঁকার সাধনা হয় না। অসুরবাদ এবং দুর্বলবাদকে ধরিয়া রাখিয়াও ওঁকার সাধনা অসম্ভব। অসুরবাদ ও দুর্বলবাদের আশ্রয় ''অহংকার'', ইহা ব্রহ্মসাধনার চিরশত্রু। গীতার ১৬শ অধ্যায়ে দৈবীভাব এবং অসুরভাব বিষয়ে লম্বা আলোচনা হইয়াছে। শক্তিবাদ ভাষ্য গীতায় দৈবী সম্পদের কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের কোন কোন স্থানে বিদ্যমান সে সব কথা বলা হইয়াছে। অহংকেন্দ্র স্থান সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা শক্তিবাদ ভাষ্য গীতায় দেখুন। সাধকগণ ব্রহ্মনাড়ীকেই ওঁকার জানিবেন। দৈবী ভাবগুলি সবই ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয়ে অবস্থিত। দৈবীভাবই দেবতা। গণেশ সূর্য বিষ্ণু শিব ও শক্তি স্তরকে আশ্রয় করিয়া দৈবী ভাবগুলি বিকশিত আছে। আর্য সভ্যতার মূল সাধনা নিশ্চয়ই ওঁকার সাধনা। সেকুলারিজিম, মক্কাবাদতোষণ ও কম্যুনিস্টতার মোহে আর্য সন্তান নিজের সভ্যতা হইতে যতই দূরে যাইবে, ততই ভারতের সামনে দুঃখ ও দুর্দশা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। নিজ নিজ সভ্যতা নষ্ট করিয়া অসুরবাদ, মক্কাবাদ ও কম্যুনিস্টতা কোনই সুখের রাষ্ট্র নহে। সভ্যতা নষ্ট করা কোন মনুষ্যত্ব নহে। অনেক সাধনা, অনেক চেষ্টা এবং অনেক ত্যাগ ও তপস্যায় আর্য সভ্যতার ভিত্তি গড়া হইয়াছে। ইহাকে নষ্ট করিবার ফল কোন যুগেই সুখকর হইবে না। যাহারা অসুরবাদের মোহে বা মক্কাবাদের গুণ্ডামীর আশ্রয়ে ভারত ভাগ করিয়াছে, তাহাদের ভারত ত্যাগ করা কর্তব্য ছিল। তাহারা ভারতে থাকিলে তাহাদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকতায় অবস্থান করিতে হইবে। যমরাজা নচিকেতাকে যে ওঁকার সাধনার কথা বলিলেন, উহা ভারতের জাতীয় উপাসনা। ভারতকে উহাতে ভিত্তি করিতে হইবে, সেকুলারইজম ও কম্যুনিজম কোন আর্য সভ্যতা নহে, ''ওঁকার-ইজমই'' ভারতীয় সাধনা। হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হও, নিজের সনাতন ধর্মকে ভালবাস, সনাতন সমাজকে সঞ্জীবিত কর, ইহার প্রসার ভারতের এবং বিশ্বের কোণে কোণে প্রসারিত কর। সব অনার্যবাদ ভাঙিয়া দাও, দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ নির্মূল কর; তোমার ভারতে ও বিশ্বে সুদিন আসিবে।

''ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দো, অগ্নির্দেবতা, সর্ব কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।'' অর্থাৎ ওঁকারে ঋষি ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিই ওঁকারের দ্রষ্টা। ইহার ছন্দো ''গায়ত্রী''। গায়ত্রী ছন্দো সম্বন্ধে লম্বা আলোচনা অনেক শাস্ত্রেই বিদ্যমান। তবে পাঠক জানিয়া রাখুন. গায়ত্রী এমন একটা ছন্দো, যে ছন্দে নিজের জীবননীতি ভিত্তি করিলে দুর্বল ও অসুরবাদের ভিত্তি ''অহং''কে অতিক্রম করিয়া, আত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। ''অগ্নির্দেবতা''; অগ্নি মানে ''তেজস্বিতা''। নিস্তেজ মানুষই দুর্বলবাদী হয়, ইহাদের প্রধান

কার্য অসুরের পদে তৈল মর্দন। ইহারা এবং অহংবাদী অসুরবাদীরা ওঁকার উপাসনার অযোগ্য।

উচ্চ সাধক সমাজে প্রচলিত ওঁকার উপাসনা সম্বন্ধে মোটামুটি তিন প্রকার সাধনার কথা আমরা বলিব। এখানে বলা প্রয়োজন যদি দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ লক্ষ্য না থাকে তবে এই তিন প্রকারের ওঁকার সাধনার কোনটিই কোন কঠিন সাধনা নহে।

ওঁ = সাড়ে তিন মাত্রা প্রণব। অ (১) + উ (১) + ম্ (১) + ঁ (নাদ) (অর্ধমাত্রা)। অর্ধমাত্রাই তুরীয়া শক্তি। ইহার উচ্চারণ হয় না। যে কোন ধ্বনির শেষ লয় অংশই নাদ ঁ।

অ ইচ্ছাশক্তি = সৃষ্টিরূপা = ইহার মূল স্থান মূলাধার চক্র। সাধক মূলাধার চক্রে মন রাখিয়া অ এক মাত্রা ধ্বনি করিবে।

উ ক্রিয়াশক্তি = স্থিতিরূপা = ইহার বিকাশ স্থান অনাহত চক্র। সাধক অনাহত চক্রে মন রাখিয়া উ একমাত্রা উচ্চারণ করিবেন।

ম জ্ঞানশক্তি = লয় রূপা = ইহার লয় স্থান আজ্ঞাচক্র। কণ্ঠচক্রের উপর হইতে আজ্ঞাচক্র স্মরণ সহ ম্ বলিবেন।

ঁ = তুরীয়া মহাশক্তি। ইহার উচ্চারণ হয় না। ওঁ ধ্বনির শেষ লয়ই অর্দ্ধমাত্রা নাদ ধ্বনি। আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রার গর্ভে গুরু পাদুকাচক্র বিদ্যমান। গুরু পাদুকার শেষ ঊর্দ্ধ প্রান্তেই অর্দ্ধমাত্রা স্থান।

শক্তিবাদীয় উপাসনা স্তোত্রে ব্রহ্মস্তোত্রম্ আরম্ভে যে ওঁকার উচ্চারণ হয় উহাতে সাড়ে তিন মাত্রা প্রণব স্থান পাইয়াছে। সমস্তটা ব্রহ্মস্তোত্রই সাড়ে তিন মাত্রা প্রণবধ্বনি বিজ্ঞানে আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি।

সাধক শিবলিঙ্গ মূর্তি দেখুন। শিবলিঙ্গ মূর্তির আসন স্থানে যে গোলাকার আসন চক্র, উহাই মূলাধার চক্র, ইহাই প্রণবের অ স্থান। শিবলিঙ্গ মূর্তির মধ্য অংশ দেখুন। এই অংশ স্থিত গোলাকার চক্রটি খুব চাপা এবং ছোট। এই অংশটিই শিবলিঙ্গমূর্তির "উ কার" স্থান। ইহাকে হৃদয় স্থান বলে।

সাধক শিবলিঙ্গ মূর্তির ঊর্ধ্ব অংশে পীনেট অংশ দেখুন। এই ঊর্ধ্ব অংশই আমাদের মস্তিষ্ক। এইখানে মন রাখিয়া ম্ উচ্চারণ করিতে হইবে।

শিবমূর্তিস্থিত শিবপিণ্ড দেখুন। এই শিবপিণ্ড হইতেছে আমাদের মস্তিষ্ক মধ্যবর্তী শিবপিণ্ড। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক এই শিবপিণ্ডে যুক্ত আছে। শিবপিণ্ডের সাথে দুইটি ছোট মস্তিষ্কও সংযুক্ত আছে। শিবপিণ্ডের সঙ্গে সুষুম্না শীর্ষও (মেডুলা অব্লঙ্গাটা) সংযুক্ত। ইহাতে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত ঊর্ধ্ব ও বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরিভাগস্থিত নাড়ীগুলি সংযোগ রাখে। শিবপিণ্ডে ইহাই ঁ নাদ স্থান।

সাধক জানিয়া রাখুন শিবলিঙ্গ মূর্তিই ওঁকার মূর্তি, গায়ত্রী মন্ত্রে মূলাধার চক্র = ভূঃ, অনাহত চক্রই = ভুবঃ, আজ্ঞা হইতে সহস্রার প্রান্ত স্বঃ। গায়ত্রী উপাসনা ও ওঁকার উপাসনা, শিবলিঙ্গ উপাসনা এবং ব্রহ্মোপাসনা একই কথা।

ওঁ = হ্রস্ব প্রণব, ইঁহার উচ্চারণ বিজ্ঞান বলা যাইতেছে। অ (১) মাত্রা। উ (২) মাত্রা। ম্ (৩) মাত্রা। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের রুদ্রীপাঠ কালে ওঁ কারের হ্রস্ব মাত্রায় ওঁ কার

উচ্চারণ হয়। এই বিজ্ঞানে ওঁ কার উচ্চারণ না হইলে রুদ্রী পাঠ করা সম্ভব হইবে না। কুক্কুট ধ্বনি-বিজ্ঞানে এই উচ্চারণকে তিন ভাগ করা হয়। কু (১) কূরু (২) কু (৩)। কুক্কুটের ধ্বনি বিজ্ঞানে প্রণব উচ্চারণই হ্রস্ব প্রণব। হ্রস্ব প্রণবের উচ্চারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে শিবলিঙ্গ মূর্তির মূলাধার চক্র = অ, অনাহত চক্র (মধ্যভাগ) = উ, শেষ ঊর্ধ্ব ভাগ (পীনেট সহ শিবপিণ্ড) = ম্।

দীর্ঘ প্রণব ওঁকার সাধনার কথা বলা যাইতেছে। এই প্রণবধ্বনি অত্যন্ত মধুর ও শক্তিশালী। ইহাতে অ (৩) মাত্রা, উ (৬) মাত্রা, ম্ (৯) মাত্রা। অ উদাত্ত ধ্বনি ; মূলাধারে (১), স্বাধিষ্ঠানে (১), মণিপুরে (১)॥ উ অনুদাত্ত ধ্বনি; অনাহতে* (৬) মাত্রা। ম্ স্বরিত ধ্বনি; বিশুদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ্ঞাচক্র ও শিবপিণ্ড ধরিয়া সহস্রার পর্যন্ত গমন করিতে করিতে বিলীন হইবে।

বাংলাদেশের সমস্ত প্রাচীন শিবলিঙ্গ মূর্তিগুলি দীর্ঘ প্রণবের বিজ্ঞানে গঠিত। অর্থাৎ মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর চক্র তিনটি ক্রমে অঙ্কিত হইয়া শিবলিঙ্গের মধ্য অংশটি চাপা হইয়া প্রস্তুত হয়। সেই চাপা স্থানে একটি গোলাকার চক্র থাকে, এই চাপা ছোট চক্রটির উচ্চস্থানে আরও একটি গোলাকার চাক বা চক্র নির্মিত থাকে। পীনেট (দ্বিদল) চক্র পর্যন্ত মোট ছয়টি চক্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এবং আজ্ঞা (দ্বিদল বা পীনেট)। ওঁ কার সাধনা ও শিবলিঙ্গ মূর্তি সাধনা এবং গায়ত্রী সাধনা এবং মহাব্যাহৃতি সাধনা, সবই ব্রহ্মনাড়ী কৈন্দ্রিক বা ব্রহ্মসাধনা জানিতে হইবে।

শক্তিবাদীয় উপাসনায় গায়ত্রী মন্ত্রটির উচ্চারণ দীর্ঘ প্রণব বিজ্ঞানে হইয়া থাকে। সাধকগণ ওঁ কার উচ্চারণের এই তিনপ্রকার বিধানই আয়ত্ত করিবেন এবং শিবমূর্তি ও ব্রহ্মনাড়ীর কেন্দ্রগুলির সঙ্গে উচ্চারণের ভাগগুলিও বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। দীর্ঘ প্রণব ভাল ভাবে উচ্চারণ শিক্ষা আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত শক্তিবাদীয় উপাসনায় গায়ত্রী উচ্চারণ, খুব ভালভাবে উচ্চারিত হইতে বাধা পাইবেই। সাধকগণ বেশ চেষ্টা করিয়া উপাসনা ও দীর্ঘ প্রণবের উচ্চারণটি আয়ত্ত করিবেন।

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষি, গায়ত্রী ছন্দো; অগ্নির্দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে মোটামুটি বলা হইল। এবার আমরা ''সর্ব কর্মারম্ভ'' বিষয়ে বলিব।

ভারত ভাগ হইবার কয়েক বৎসর পূর্বেই আমি বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী, ব্রহ্মস্তোত্রম্ ও মহামন্ত্র অবলম্বনে উপাসনা প্রবর্তনের চেষ্টা করি। ঐ কার্যে ব্রতী হইয়া আমি প্রায় বিশ হাজার অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ এক আবেদন পত্র† কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করিয়া ছিলাম। এই প্রসঙ্গে আমি বাংলার বহু বহু সম্মানিত চিন্তাশীলের দ্বারস্থ হই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া আমি যে কত লোকের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি ইহার হিসাব নাই।

নেতা হইবার অযোগ্য কয়েকজন দুর্জন লোকের নেতৃত্বে মুসলমানদের সুবিধার জন্য এবং হিন্দুদের সর্বনাশের লক্ষ্যে ভারত ভাগ হইল। খণ্ডিত ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তনের আরম্ভে অতি সন্তর্পণে ''ওঁকার''কে বাদ দেওয়া হইল। মৌলানা আবুল কালাম

---

* প্রকাশকের নিবেদন - আমাদের সংশোধন প্রযুক্ত হইয়াছে - ''মণিপুর'' স্থানে ''অনাহত''।

† এই আবেদন পত্রটি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হল।

আজাদ শিক্ষামন্ত্রী হইলেন। ইতিমধ্যে আমার নিজের চেষ্টায় কয়েকটি পূর্ববঙ্গীয় বিদ্যালয়ে এবং কয়েকটি পশ্চিমবঙ্গীয় বিদ্যালয়ে ব্রহ্ম উপাসনা ও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াই গিয়াছিল। আজাদ সাহেবের দপ্তর হইতে কন্‌ফিডেন্সিয়েল আদেশ আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলি হইতে ওঁকার বা ব্রহ্মোপাসনা বন্ধ হইয়া গেল। আজাদ সাহেব শান্তিনিকেতনের রবি ঠাকুরের অনুষ্ঠানপত্র হইতে ''সত্যং শিবম্ সুন্দরম্'' কথাটিও বাদ দিলেন। আমরা বলি, মৌলানা সাহেবের শিক্ষার মন্ত্রিত্বে ''ছুন্নৎ এবং স্বর্গের ৭২ বিবির শিক্ষা'' প্রবর্তন করিয়া দিলে কী বাধা ছিল? ''ওঁ''কে বাদ দিয়া ভারতীয় শাসন কর্মারম্ভের ফল কি মঙ্গলময় হইবে? আজাদবাদ, নেহেরুবাদ এবং কম্যুনিজম গোষ্ঠীর সঙ্ঘবদ্ধ দুর্নীতিতে ভারতের সর্বনাশ, একটির পর একটি হইতে থাকিল এবং যতদিন কর্মারম্ভের মূলনীতিতে অখণ্ড ভারত, ''ওঁকার উপাসনা'', অসুরবাদ উচ্ছেদের নীতি স্থির হইবে না, ততদিন সর্বনাশ হইতেই থাকিবে।

মন্ত্রে ওঁকারকে আলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। খুব সহজে যাঁহারা ওঁকার স্মরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করুন এবং একবার সাড়ে তিন মাত্রা ওঁকার স্মরণ করুন। এইরূপে সহস্রার হইতে নিম্নমুখে মূলাধার পর্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ীর স্মরণ করুন এবং সাড়ে তিন মাত্রা ''ওঁকার'' বলুন। মনকে চিন্তাশূন্য করিয়া এইরূপে ওঁকার স্মরণ মানবকে আত্মগঠনে শক্তিশালী ভিত্তি দিতে সক্ষম।

এই মন্ত্রে ''ব্রহ্মলোক মহীয়তে'' বা ''ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয়'' কথাটির লক্ষ্য স্পষ্ট করা যাইতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মকর্মী, ব্রহ্ম উপাসক এবং ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারা ওঁকার উপাসকগণকে সম্মান করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। কম্যুনিস্টদের নিকট কম্যুনিস্টরা সম্মানিত হয়। কাফেরদের কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিতে পারিলে সব মক্কাবাদীর নিকটই সম্মান পাওয়া যায়। খণ্ডিত ভারতের সেকুলারিস্ট হিন্দুদের নিকট কম্যুনিস্ট ও ভারত ভাগকারী মক্কাবাদীরা প্রিয়পাত্র হয়। ইহার কারণ, ভারতের সর্বনাশের যাহারা সুযোগ চায়, তাহাদের জন্য সেকুলার ও দুর্বলবাদী হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। সেকুলারিস্টরা সেকুলারিস্টদের নিকট সম্মানিত। ওঁ উপাসক মাত্রই ব্রহ্মজ্ঞানীদের নিকট সম্মানিত।

১৮। ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ৪৭॥

আত্মা জন্মে না বা মরে না। ইহা কিছু হইতে জন্মে নাই বা ইহা হইতে কিছু জন্মিবে না। ইহা অজঃ, ইহা নিত্য, ইহা শাশ্বত এবং ইহা অনাদি। আত্মা কাহাকেও মারে না, ইহা কাহারও দ্বারা হতও হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্বে ''ওঁ কার'' দীক্ষার কথা বলা হইয়াছে। ওঁ কারই আত্মার নাম বা আত্মার মন্ত্র। ব্রহ্ম বা আত্মা, তেজ বা অগ্নি এবং গুরু দীক্ষাদাতা আত্মজ্ঞ মহাত্মা তত্ত্বতঃ এক। যখন ওঁ মন্ত্র জাগ্রত হইবে, তখন ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে।

যমরাজাকে রাজ্য পরিচালনা করিতে হয়। ভয়ঙ্কর অপরাধীকে ফাঁসি দিতে হয়। যুদ্ধ করিয়া দুই পক্ষেরই সৈন্য ক্ষয় করিতে হয়। একপক্ষে অসুরবাদ বা অসুরের দাস দুর্বলবাদ এবং অন্যপক্ষ তেজ ভাবাপন্ন বা শক্তিবাদ। ফলে যুদ্ধ হইবেই। অসুররাজ কিছুতেই শক্তিবাদ সহ্য করিতে সক্ষম নহে। কাজেই যুদ্ধ এবং লোকক্ষয় করা ভিন্ন রাষ্ট্র চলিতেই পারে না। আত্মা অজঃ, অমর, শাশ্বত হইলেও অহিংসাবাদে সমাজ এবং রাষ্ট্র শাসন ও রক্ষণ অসম্ভব। যমরাজা নিজ শিষ্যকে শক্তিবাদ নীতির ভিত্তিতেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিলেন। বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী, গীতা, সব ধর্মশাস্ত্রই আত্মজ্ঞান এবং অসুর দলন ও তেজস্বিতা নীতির সমর্থক। ভারত যখনই এই নীতির অপলাপ করিয়াছে, তখনই ভারতের দুর্দশা আসিয়াছে। যমরাজা আত্মজ্ঞানের কথা বলিবার সঙ্গে অসুরনাশ ও শক্তিবাদের আদর্শে যাহাতে ঘুণ না ধরে, সেই লক্ষ্যে এই কথাও বলিয়া রাখিলেন, ''আত্মা মরে না, আত্মা মারে না।''

মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মে, আত্মার সৃষ্টি হয়, কিন্তু সৃষ্ট আত্মা মরে না। জন্মান্তর হীন এ সব আত্মারা শরীর ত্যাগের পর পঞ্চাশ হাজার বৎসর কবরে নিদ্রিত থাকিবে এবং পরে আল্লাহ্ বা গডের ''পূঁ'' বাজিবার পর জাগ্রত হইবে। বেচারা আত্মাদের বিচার খোদা বা গড্ করিবেন এবং বেচারাদের মধ্যে একদল অনন্ত আগুনের নরক, অন্যদল অনন্ত বেহস্তের মেওয়া ফল ভোগ করিবে। আমাদের মনে হয়, এ সব পাপী ও নরকাগ্নির সৃষ্টি না করিলেই গড বা আল্লাহকে আমরা দয়াবান ও ন্যায় বিচারক মনে করিতে আর শঙ্কিত হইতাম না। মানুষ যদি একাধারে এইরূপ দুইটি দুষ্কার্যকারী হয় তবে কে তাহাকে সম্মান করিতে পারে? আমরা গডকে সম্মান না করিলেও পৃথিবীর কোটি কোটি লোক গডকে সম্মান করিতে বাধ্য; কারণ গড ঐ সব অবিশ্বাসী মনুষ্যকে নরকে ফেলিয়া দিবেন বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে।

১৯। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তু ং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ৪৮॥

হত্যাকারী যদি মনে করে যে আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি এবং মৃতব্যক্তিও যদি মনে করে যে আমি হত হইয়াছি, তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ। কারণ আত্মা হনন করে না এবং আত্মা অন্য কর্তৃক হত হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীর হত হয়, কিন্তু আত্মা অমর। শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করা যায়, কিন্তু আত্মাকে তাহা করা যায় না। হত ব্যক্তির আত্মা ''হত হইয়াছি'' বলিয়া ধারণা করিল কিনা, ইহা অন্য লোক কি ভাবে জানিবে? যে সব হত ব্যক্তির সূক্ষ্ম আত্মারা মনে করে যে সে হত, সেই সব সূক্ষ্ম আত্মাদের অনেকেই প্রেত, পিশাচ, জিন্ বা ব্রহ্মদৈত্য

হইয়া বহু শত বৎসর নিহত স্থানের নিকট অবস্থান করে এবং ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়া শত্রুর অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়। নিম্ন শ্রেণীর জনতা সেই সব স্থানে পূজা উপহার প্রদান করিয়া নিজ নিজ মঙ্গল কামনা করে। অনেক প্রকারের উন্নত প্রেতাত্মারও ওইরূপ পূজা গ্রহণ-প্রবৃত্তি থাকিতে পারে। এরূপ অনেক ঘটনা দ্বারাই বুঝা যায়, হতব্যক্তির আত্মা অমরই থাকে।

২০। অণোনীয়ান মহতো মহীয়ান্,
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মানঃ॥ ৪৯॥

আত্মা জীবের হৃদয় গুহায় (অর্থাৎ মস্তিষ্কে শিবপিণ্ডে) অবস্থিত আছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মহান, আকাশ হইতেও মহান। বীতরাগ মহাত্মা তাঁহাকে অনুভব করেন, তিনি বিগত দুঃখ হন, তাঁহার অন্তরে ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার মহিমা (তৃপ্তিভাব) প্রতিফলিত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার লক্ষণ এবং আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ সবই যমরাজা বলিয়া দিতেছেন।

এক দোকানদার আমাকে বলিলেন, আপনার সঙ্গে একদিন শাস্ত্রালোচনা করিব। সে ঈশ্বর, পরমাত্মা এ সব মানে না। আমি বলিলাম, ভালই তো, ভগবান মানেন না। আমি মানি কি না, প্রশ্ন করিলেন। আমি বলিলাম, আমি মানি। না মানিবার কোনই যুক্তি এবং কারণ আমার নিকট নাই। আমার মনে শান্তি ও তৃপ্তি পূর্ণভাবেই বিদ্যমান। সে আমার দিকে তাকাইয়া নীরব রহিল। অন্যদিন সে নিজেই বলিল, "হ্যাঁ, পরমাত্মাকে আমিও মানি, তাঁহাকে স্মরণ করিলে মনে শান্তি আসে।" খুদার পূঁ ও যুক্তিহীন স্বর্গ নরক লীলা, কাফেরদের নারী হরণ, ইত্যাদির ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া যদি সকলেই বৈদিক ধর্ম অনুসরণ করে তবে পৃথিবীর অনেক উৎপাত কমিয়া যাইবে। আর যাহারা আত্মধর্ম অনুসরণ করিয়াও অসুরবাদের পদে তৈল মর্দনকেই বিশ্বপ্রেম ও আত্মসেবা মনে করে, তাহারাও সাবধান হইলে ভারতের সুখ শান্তির বিঘ্ন কাটিয়া যাইবে।

তিনি অণু হইতে অণু এবং তিনি মহান হইতেও মহান; ইহা মন স্থির হইলেই জানা যাইবে। ইহা জানিবার অন্য কোনই উপায় নাই। মন স্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই আত্মার শান্তি ও তৃপ্তিধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

২১। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মহামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুর্মহতি॥ ৫০॥

আত্মা 'স্থির' তত্ত্ব হইলেও তিনি দূরগামী, তিনি ক্রিয়াহীন হইলেও সর্বত্রগামী। তিনি আনন্দময়; কিন্তু আনন্দরূপ ক্রিয়াও তাঁহাতে নাই। সেই প্রকাশময় আত্মাকে আমি ভিন্ন (অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন) অন্য কে জানিতে পারে?

শক্তিবাদ ভাষ্য। নাস্তিক অজ্ঞানী অথবা মিথ্যা ও যুক্তিহীন স্বর্গ নরক বা প্রলয়ের পুঁতে ভ্রান্ত, এবং চঞ্চলচিত্ত মানবের নিকট তিনি অত্যন্ত দূরে আছেন, এই ভাবেই ''চিরস্থির আত্মা'' দূরগামী। এ সব ভ্রান্তি ও মোহে আবদ্ধ দুর্জনগণের সঙ্গে আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে, ভ্রান্তিকে আঁকড়াইয়া রাখিবার জন্য এরা কত সব কুতর্কের বা প্রয়োজন হইলে অস্ত্রেরও আশ্রয় লইতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। তিনি চিরস্থির আত্মা হইয়াও অসুরবাদী, দুর্বলবাদী এবং বিষয়বাদীদের হৃদয় গুহায় প্রবিষ্ট থাকেন, ইহাদের বিবেক জাগ্রত হইলে, ইহারা অসুরবাদ ও দুর্বলবাদ ত্যাগ করিয়া শক্তিবাদী ও বেদবাদী হইবে এবং আত্মার প্রকাশে এরাও উদ্ভাসিত হইবে। এ ভাবে আত্মার প্রকাশ হওয়াই আত্মার সর্বত্র গমন। আত্মার প্রকাশে মহাত্মাগণ আনন্দময়, আবার আসুরিকগণের অনাচার দৃশ্যে সেই সব আত্মজ্ঞ মহাত্মাগণও বিমর্ষ হন, কাজেই আত্মা কেবল আনন্দময়ই নহেন; তাঁহাতে এই ভাবেই বিমর্ষতাও দৃষ্ট হয়। আত্মাই আত্মার প্রকৃত জ্ঞাতা। প্রথম ব্রহ্মদীক্ষায় গুরুদেব দীক্ষা দিলেন ''ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম''। অন্তিম দীক্ষায় গুরুদেব দীক্ষা দিলেন, ''ওঁ সচ্চিদেকমহং ব্রহ্ম''। অর্থাৎ সমস্ত সাধনার শেষে সাধক জানিলেন ''ওঁ সচ্চিদেকমহং ব্রহ্ম''। সাধকের গুরুবাক্য, সাধকের সিদ্ধদশা এবং বেদবাক্য যদি এক রেখায় আসিয়া থাকে, তবে এই মন্ত্রের মর্মজ্ঞানে আর সংশয় থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যমরাজা ইহা স্পষ্টই বলিয়া দিলেন ''আত্মজ্ঞানের সিদ্ধ দশায় তোমার অহংটিও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইবে।'' পাঠক জানিয়া রাখুন, শক্তিবাদের মধ্য দিয়াই শেষ ব্রহ্মজ্ঞান, দুর্বলবাদ ও অসুরবাদের মধ্য দিয়া পথ নাই।

২২। অশরীরꣳশরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো না শোচতি॥ ৫১॥

তিনি অনিত্য শরীরে আছেন, কিন্তু শরীর রহিত। মহৎ এবং বিভু (ব্যাপক) আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীর থাকুক না থাকুক, ব্যাপক আত্মা (চেতনা) নিত্য বর্তমান। আত্মজ্ঞ পুরুষের শোক নাই।

শোক কাহারও অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ধীরে ধীরে জীবের প্রিয়জনের অভাবও সহ্য হইয়া যায় এবং পরে বিস্মৃতপ্রায় হয়; এইরূপ ঘটনা তো সর্বত্রই লক্ষিত হয়। তবে সাধারণ জীবে ও জ্ঞানী মহাত্মাতে ভেদ কি? হ্যাঁ, ভেদ আছে; জ্ঞানীদের হৃদয় সাধারণ জীব অপেক্ষা বেশী কোমল, কিন্তু আত্মার অমরত্ব-বোধ ও প্রাকৃতিক নিয়মবোধ তাহাদের

হৃদয়কে এত প্রভাবিত করে যে আদান প্রদান জনিত বেদন তাহাদিগকে মুগ্ধ করে না। পাঠক, ভালভাবেই জানিয়া রাখুন, স্নেহ মমতার বেদন আত্মজ্ঞ পুরুষে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাঁহারা অত্যন্ত শীঘ্র নিজেকে সংবরণ করিয়া লন। অজ্ঞান জীব শোকে পাগলও হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী কখনও পাগল হন না।

২৩। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধনা ন বহুনা শ্রুতেন
যমেনৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈব আত্মা বিবৃণূতে তনুংস্বাম॥ ৫২॥

কেবল প্রবচন (শাস্ত্রাধ্যায়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যা) দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। কেবল মেধাদ্বারা বা বহু শাস্ত্রশ্রবণেও আত্মাকে লাভ করা যায় না। পরন্তু, যিনি আত্মাকে (জীবন লক্ষ্যে) বরণ করিয়া লন, তিনি (তপস্যার প্রভাবে) তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হন। এইরূপ ব্যক্তির নিকটই আত্মতত্ত্ব উপদেশ দান করা যায়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যাহারা বিষয় ও ভোগ লক্ষ্যে জীবনের নীতি বরণ করে এবং যাহারা আত্মজ্ঞান লক্ষ্যে জীবনের নীতি নিশ্চয় করে, উভয়ের স্বভাবে বেশ ভেদ লক্ষ্য করা যায়। অনেকের জীবনের এই নীতির আবার পরিবর্তনও বুঝা যায়। মূল কথা, মানবের এই জীবনের নীতি নির্ণয়ও অনেক জন্ম তপঃ লভ্য সংস্কারের উপর নির্ভর করে। জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত তাঁহার জীবনে অজ্ঞানের নীতি স্থায়ী হইতেই পারে না।

দীক্ষা লইয়া, কেহ সাধনায় তন্ময় হয়, আবার কেহ বা কিছুদিন পরেই সাধনার কথা ভুলিয়া যায়। এইভাবেই অনেক জন্ম টক্কর লইবার পর, জীবনের আত্মলক্ষ্য নিশ্চয়ই রূপ ধারণ করে।

২৪। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈব মাপ্নুয়াৎ॥ ৫৩॥

যে মনুষ্য দুশ্চরিত্র হইতে বিরত নহে, সংযতেন্দ্রিয় নহে, সমাহিত চিত্ত নহে এবং ভোগস্পৃহা রহিত নহে; সে মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম নহে; পরন্তু যে মনুষ্য দুশ্চরিত্র হইতে বিরত, সংযতেন্দ্রিয়, সমাহিত চিত্ত এবং ভোগস্পৃহা রহিত সে মনুষ্য প্রজ্ঞানের (অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রমবিকাশের) পথে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ''এখানে প্রজ্ঞানের পথে'' অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রমোন্নতির পথে অর্থাৎ গণেশ সূর্য বিষ্ণু শিব ও শক্তিস্তরের ক্রমবিকাশে ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ তপস্বীর জ্ঞান বিকশিত হয়, যদি সে সত্যই ২৩ নং মন্ত্রের নির্দিষ্ট নীতিতে নিজের আত্মাকে জীবন বিকাশের নীতিতে বরণ করিয়া থাকেন।

২৫। যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং, ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ৫৪॥

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাঁহার ''অন্নস্বরূপ'', যমরাজা যাঁহার ব্যঞ্জন স্বরূপ, সেই আত্মতত্ত্ব যে কোথায় আছেন, তাঁহাকে কে জানে?

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মজ্ঞান অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। সাধন ও তপস্যা রহিত ব্যক্তির পক্ষে এই আত্মজ্ঞান-রহস্য-ভেদ অসম্ভব। যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় রাজা, বা দেবরাজা মনে করেন, তাঁহার পক্ষে অর্থাৎ অহং ভ্রান্তিতে আচ্ছন্নগণের ব্রহ্মতত্ত্ব বলিবার চেষ্টা করা বৃথা। জানিয়া রাখিও, ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশে কাহারও কোন অহং বা আমিত্বই থাকে না। ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশে কেবল ব্রহ্মতত্ত্বই থাকেন এবং তাঁহার প্রকাশে কোন দ্বৈত সত্ত্বাই থাকে না।

ইতি কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীতে ১৪১ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য শক্তিবাদ প্রবর্তক এবং ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য সমাপ্ত। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

তৃতীয়া বল্লী

১। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে,
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে
ছায়া তপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ৫৫॥

এই শরীরে অবস্থিত, উত্তম গুহাতে, সুকৃত কর্মফল পানকারী দুইজন পুরুষ আছেন। এই দুইটি পুরুষ ছায়া অর্থাৎ অন্ধকার এবং আতপের মত (আলোর মত) বিভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্, যাঁহারা পঞ্চাগ্নি সম্পন্ন এবং যাঁহারা তিনবার অগ্নির উপাসনা করেন, তাঁহারা সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রটির অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর। ''সুকৃত কর্মফল পানকারী'' দুইজন পুরুষের কথা তো শুনিলাম। কিন্তু যাহারা দুষ্কৃত কর্ম করে, যাহারা আসুরিক, যাহারা আসুরিক ও বর্বরদের পদে তৈল মর্দন করিয়া দেশ রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বনাশ করে, তাহারা কি দুষ্কর্মের ফল ভোগ করে না? তাহাদের মস্তকে এবং মেরু মজ্জার মধ্যে

সুকৃতকারীদের মত জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান নাই কি? সেকুলারিজম্ মক্কাবাদ বা কম্যুনিজম এর প্রচার করিয়া ভারতসমাজকে যাহারা ধাপ্পা দেয়, সমাজের সর্বনাশ করে ও রাজ্য করে তাহারাও কি নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে না? দুষ্কৃতকারীদের মস্তিষ্ক-মধ্যস্থিত ছায়া পুরুষ সমস্ত প্রকার দুষ্কার্যের ফল ভোগ করে এবং ক্রমে জন্মজন্মান্তরে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রে কেবল সুকৃত কর্মকারীদেরই কথা রহিয়াছে। কিন্তু পাঠক জানিয়া রাখুন, ''ছায়াপুরুষ'' দুষ্কৃতকারিতারও কর্তা এবং ফলভোক্তা। মন্ত্রে সুকৃতকারীদের কথা বলা হইলেও দুষ্কৃতিকারীদের কথাও ধরিয়া লইতে হইবে।

দুরাত্ম-কর্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অনেক প্রকারের মতবাদ এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রশাসন করিবার চাবিটি হাতে রাখিবার জন্য, এ সব মতবাদীদের কতগুলি ধরাবাঁধা বুলি ও নীতি আছে, বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে, সেই সব নীতিগুলির প্রায় সবগুলি নীতিই আসুরিক, এবং সমাজ ও বিকাশ-ধর্মের বিপরীত। এ সব দুর্নীতিকে পরিচালিত করিবার জন্য দল, পত্রিকা, রাষ্ট্রপতি, গভর্ণর, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস, অফিসার সবই আছে। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিতেছি - আসুরিক নীতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্মবিজ্ঞান কোন প্রকারেই নিষ্কাম কর্মযোগ নহে; এবং ইহা দুষ্কার্যের কর্ম-জাল মাত্র। এইরূপ কর্মে লিপ্ত থাকা, মানে দুষ্কার্যে লিপ্ত থাকা। ইহাদের মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত অন্ধকার পুরুষ পাপকর্মেরই ফল ভোগ করিবে। ইহাদিগকে যাহারাই ধর্ম রাজনীতি ও সমাজ নীতির ভাঁওতায় অনুসরণ করিবে, এ জন্মে বা জন্মান্তরে তাহারাও পাপকর্মফলই ভোগ করিবে।

আচার্য শঙ্করের মতে শরীরস্থিত এই দুইটি পুরুষ মানে ''জীবাত্মা ও পরমাত্মা'', প্রশ্ন হইতেছে - পরমাত্মা কর্মফল ভোগ করেন কিনা? শঙ্কর নিজেই বলেন - ''না''। তবে মন্ত্রে অন্ধকার এবং আলোময় (জ্ঞানময়) পুরুষকে ''কর্মফলের ভোক্তা'' বলিলেন কেন? কাজেই শক্তিবাদ ভাঙ্গে, আচার্য শঙ্করের সহিত আমরা একমত হইলাম না।

(১) যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্, (২) যাঁহারা পঞ্চসন্ধ্যায় শক্তি বা অগ্নি সাধক এবং (৩) যাঁহারা ত্রিসন্ধ্যায় শক্তি বা অগ্নি সাধক, ইঁহারা সকলেই সুকৃতির ফলভোগ করেন। এ সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সব সাধকই একভাবে অগ্রসর হন না। যজ্ঞ বা সাধনার অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আত্মজ্ঞানমূলক অনুভূতির ধারা বিদ্যমান থাকে। অনুভূতির ধারাগুলি জ্ঞানময় আত্মা অনুভব করেন, কিন্তু অনুষ্ঠানগুলির আচরণের মূলে থাকে ''অহং'' বা অজ্ঞান আত্মা। তপস্বীসাধক যতই অনুভূতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ধারা ততই অনুভব বা ভোগ করিতে থাকেন। তপস্বীসাধক অনুভূতির মধ্যে যতই ডুবিতে থাকেন ততই তাঁহার ''সংসার-মল'' খসিয়া যাইতে থাকে। দিনরাত জপ, তপ ও যজ্ঞ চলিয়াছে, কিন্তু ভোগের আশা, ঈর্ষা, মোহ এবং অজ্ঞান অবং গ্রন্থির একটুও নড়চড় নাই। অর্থাৎ কেবল অনুষ্ঠানই চলিয়াছে, কিন্তু অনুভূতির সাধনা নাই। ধর্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে যে আত্মজ্ঞানমূলক অনুভূতির ধারা বিদ্যমান, সেগুলি আরও উন্নত স্তরের পুণ্যকর্ম। অনুভূতি যতই বিকশিত হইতে থাকিবে ''সংসারমল'' ততই খসিতে থাকিবে। অনুভূতির ভোগ যতই হইবে, অহং মোহ ও আশার জাল ততই ক্ষীণ হইতে থাকিবে

এবং আত্মজ্ঞান দৃঢ়মূল হইতে থাকিবে। উন্নত স্তরের দীক্ষা, পুরশ্চরণ, যজ্ঞ সবই চলিয়াছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, ভোগ, মোহ ও অহং গ্রন্থিরই জীবনব্যাপী লীলাখেলা; আত্মজ্ঞানের কোনই লক্ষণ নাই। ইহার কারণ, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্ধকার পুরুষকে যতটা পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, জ্ঞান পুরুষকে সেই পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ সাধনাকালে সংসারকে যতটা বড় মনে করা হইয়াছে, ত্যাগ জীবনকে ততটা পুষ্ট করা হয় নাই। আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন করিয়াছেন - অত্যন্ত উন্নত স্তরের তপস্বী ও সাধক মহাপুরুষের শিষ্যধারায় সেইরূপ যোগ্য মহাত্মা কেন দেখিতে পাওয়া যায় না? ইহার উত্তর, এই মন্ত্রে খুবই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সাধকগণ যদি শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানে জড়াইয়া যান, তাহা হইলে শুচিবায়ু রোগীর মত, দিনরাত্র ধর্মানুষ্ঠানের মত অতৃপ্ত জীবন ভিন্ন ইহারা আর কি লাভ করিবেন?

ত্রিশক্তি এবং পঞ্চসন্ধিকালেও শক্তি উপাসনার মধ্য দিয়াই যে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ বিদ্যমান, এ কথা আমরা অনেক গ্রন্থে ও অনেক স্থানেই বলিয়াছি। এখানে কঠোপনিষদেও এই কথাই বলিতেছেন। শক্তি উপাসনার পথ ধরিয়া ক্রমে অগ্রসর হওয়ার পর একটি সরল ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের পথ রাজর্ষি যমরাজা ''নচিকেতাকে'' বলিতেছেন। আমরাও ক্রমে সেই সব ব্যাখ্যা করিতেছি। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালীন শক্তি-উপাসনা বা অগ্নি উপাসনাই ত্রিনাচিকেত কথার লক্ষ্য। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং, মধ্যরাত্রি ও শেষ রাত্রির (ব্রাহ্মমুহূর্ত) সন্ধিতে অগ্নি বা শক্তি উপাসনাই পঞ্চাগ্নি কথার লক্ষ্য। যমরাজার কথায় বুঝা যায় - ব্রহ্মবিদ্, পঞ্চাগ্নি ও ত্রিনাচিকেত সাধকগণ মস্তিষ্ক গুহাস্থিত ছায়াপুরুষ এবং জ্ঞানময় পুরুষকে জানিতে সক্ষম। অর্থাৎ এই তিন প্রকার সাধকই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য ক্ষেত্র।

২। যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্যতাং পারং নচিকেতঃ শকেমহি॥ ৫৬॥

যাহা যজ্ঞশীলদের সেতু, যাহা অক্ষর স্বরূপ, যাহা পরমব্রহ্ম, যাহা অভয়, যাহা ত্রাণ ইচ্ছুক জ্ঞানীদের (অর্থাৎ তিতীর্যতাং) অজ্ঞানের পরপারে যাইবার অবলম্বন, আমরা উহাকে (সেই সেতুকে অর্থাৎ ওঁ কারকে) জানিতে সমর্থ হইয়াছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ইতিপূর্বে ওঁকার মন্ত্রের দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ''সেই ওঁ কারকেই অবলম্বন করিতে হইবে'' এই কথার উপর যমরাজা বিশেষ জোর দিতেছেন। ওঁ কারের অবলম্বনকে অগ্নির মত কোন লৌকিক অবলম্বন মনে করা হয় নাই। সাধক জানিয়া রাখুন - চিন্তাশূন্য মন চাই, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান চাই, ব্রহ্মগ্রন্থির দুর্বলতা আশা জালের ছেদন চাই; বিষ্ণু গ্রন্থির দুর্বলতা মোহ, ঈর্ষাদির ত্যাগ চাই এবং অজ্ঞান বা অন্ধকার পুরুষ ''অহং'' বা রুদ্রগ্রন্থির ভেদন চাই। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তিনিই ওঁকার, তিনিই অক্ষর ব্রহ্ম এবং পরম পদ। ইহাকে লক্ষ্য রাখিয়া শক্তিলাভের অনুশীলন কর, তোমার আত্মকল্যাণ এবং ভারত ও বিশ্বকল্যাণের ইহাই পরম ও সনাতন পথ। যে সব

দুর্জন নেতারা এই পরম ও সনাতন পথ হইতে ভারতকে বঞ্চিত করিবার জন্য বিশ্বপ্রেম, যবণ তোষণ, পঞ্চশীল ও বিশ্বশান্তির নামে শক্তিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, ভারত সভ্যতার চিরশত্রু যবনগণকে ডাকিয়া আনিয়া ভারতকে চির দুর্ভিক্ষের দুর্দশায় নিমগ্ন করিয়াছে, তাহাদিগকে চিনিতে চেষ্টা কর। জানিয়া রাখিও, শান্তির সেতু আত্মা এবং ওঁকার সাধনা; যবনের পদে তৈল মর্দন নহে। যাহারা বর্বরতার চরম অসভ্যতা দেখাইয়া ভারত ভাগ করিয়াছে, তাহাদের উপর ভারত রাষ্ট্রের এত করুণা ও উদারতা কেন? এ সব ভয়ঙ্কর পাপের ফলে ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা ভারতকে ভালভাবেই ভোগ করিতে হইবে।

যতক্ষণ নচিকেতার ওঁকার দীক্ষা হয় নাই, ততক্ষণ কেবল মাত্র যমরাজা এই পরমতত্ত্বকে জানিতেন। এখন দীক্ষা হইয়া যাইবার পর, নচিকেতা ও যমরাজা উভয়েই এই পরম তত্ত্বকে জানিতে সক্ষম হইয়াছেন; মন্ত্রে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

৩। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেব চ॥ ৫৭॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী, মনকে লাগাম জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ''দেহতত্ত্ব'' বিষয়ে বলা যাইতেছে। রথী, রথ, সারথী এবং লাগামের সঙ্গে তুলনা করিয়া আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে।

ভারতের সর্বত্র রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত আছে। পুরীর জগন্নাথধামে রথযাত্রা উৎসব হিন্দুদের পরম তীর্থ। রথযাত্রা উৎসব ভারতের আত্মতত্ত্ব ও বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠ উৎসব। আত্মাকে বুঝাইবার জন্য এই উৎসব যে কত মহান, উহার তুলনা নাই। পাঠক ক্রমবিকাশের ৪র্থ খণ্ডে মস্তিষ্ক চিত্র এবং গুরুপাদুকা চিত্র দেখুন। গুরু পাদুকা তত্ত্বে অবলালয় (শক্তিপীঠ), বিন্দু, নাদ, কলা এবং সেখানে আত্মার পাদপীঠের যে সব অদ্ভুত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সে সব বার বার আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন, মস্তিষ্কের মধ্যে আত্মার অবস্থান কোথায়। মন স্থান, বুদ্ধি স্থান এবং সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলি এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডব্যাপী কেন্দ্র ও নাড়ীমণ্ডলীর অদ্ভুত কার্যধারা বুঝুন এবং বেদ যে দেহতত্ত্বকেই কেন্দ্র করিয়া আত্মানুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়াছেন উহার সিদ্ধান্ত অনুধাবন করুন। যাঁহারা মনে করেন, সর্বধর্মবাদ কোন বাস্তব তত্ত্বজ্ঞান, তাঁহারাও বুঝিতে চেষ্টা করুন, মূর্তিবাদ আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার কিরূপ অদ্ভুত এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক আত্মবিকাশ পথ এবং মূর্তিভঙ্গ রূপ গুণ্ডামীর ধর্ম কেবল বর্বরতারই লীলা নিকেতন কিনা। দুষ্টদের দুষ্টতাকে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ না দিয়া উহাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য, সেকুলারিজম সর্বধর্মবাদ যে শ্রেষ্ঠতম মূর্খতা, উহাতে সন্দেহ নাই।

৪। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেতাহুর্মনীষিণঃ॥ ৫৮॥

ইন্দ্রিয়গণকে ঘোটক, বিষয়গণকে বিচরণ স্থান, আত্মা যখন ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত থাকেন, তখন আত্মাকে মনীষিগণ, ভোক্তা-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ঘোটকরূপ ইন্দ্রিয়তত্ত্ব (বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, গুহ্য, ইহারা ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, ইহারা ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়), ঘোটকের বিচরণ স্থান ৫টী বিষয়; যথা - গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; ইহা ভিন্নও বুদ্ধিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং ভোক্তারূপ আত্মতত্ত্বও বুঝিতে হইলে অনেকখানি তপস্যারও প্রয়োজন হইবে।

রথযাত্রীদিগকে এক পয়সা মূল্যে একটু চিনি ও একটি কলা লইয়া রথস্থিত জগন্নাথ মূর্তিকে নিবেদন করিবার আগ্রহ দর্শন করিয়া এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন - ''মূর্তি কহে আমি দেব, রথ কহে আমি, কলা কহে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী।'' আমরা বলি, মূর্খ হে! যে আত্মতত্ত্বকে বুঝাইবার জন্য ''রথযাত্রা'' উৎসব, উহার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে তোমার যতটা তপস্যার প্রয়োজন, সেটা আয়ত্ত করিতে হইলে এখনও অনেক জন্মের পাড়ি দিতে হইবে। রথযাত্রা উৎসবে ছোট ছোট বালক বালিকাদের মধ্যে যেরূপ ব্যাপকভাবে রথটানা ও রথ দেখার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, উহা দেখিয়া আমি কিন্তু বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কারণ ইহারাই কলাদর্শী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে ভালভাবেই ''কলা দেখাইয়া'' হিন্দুর মূর্তিবাদ ধর্মে আত্মানন্দের সরল উৎসাহ প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

৫। যস্তবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥ ৫৯॥

যে জন অবিজ্ঞানসম্পন্ন মানব, মনের সঙ্গে যাহার বিজ্ঞান (বা বিবেক) যুক্ত নহে, অর্থাৎ যে আত্মচিন্তা করে না, দুষ্ট অশ্ব সমন্বিত সারথির মত তাহার ইন্দ্রিয়গণ অবশীভূত থাকে।

যে অবিজ্ঞান (বিবেকহীন) হয়, মন যাহার বিবেকসংযুক্ত থাকে না, তাহার ইন্দ্রিয়গণ অবশীভূত থাকে, দুষ্ট অশ্বসমন্বিত সারথির সহিত তাহার তুলনা করা যায়।*

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রে আত্মবিকাশ লাভে সাধনার যেসব ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে সেগুলি রথযাত্রার সময়কার রথ টানার মতন নহে। রথ চালনা বা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানকে প্রথমে নিজের ঘোড়াকে গাড়ী টানার কার্যে শিক্ষা দিতে হয় এবং ঘোড়াগুলিকে বশীভূত করিতে হয়। বাজার হইতে ঘোড়া খরিদ করিয়া লাগাম পড়াইয়া গাড়ীতে জুড়িয়া দিলেই ঘোড়া কিন্তু মনের মতন পথে গাড়ী টানিবে না। এখানে মন্ত্রে স্পষ্ট বলিতেছে, মনকে আত্মা ও বিবেক বা বিজ্ঞান সংযোগে সংযুক্ত রাখিয়া বশীভূত

* প্রকাশকের নিবেদন - এই শ্লোকটি মূল পাঠে পরপর দুইবার দৃষ্ট হয়। দুইবারের দুইটি বঙ্গানুবাদ দুইটি অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। অধিকন্তু, শক্তিবাদ ভাষ্যের প্রথম অনুচ্ছেদটি প্রথমবারের শক্তিবাদ ভাষ্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়বারের ভাষ্য।

করিতে হইবে এবং ঘোড়াগুলিকেও বশীভূত করিতে হইবে। রথটানা, কলাবেচা, রথ দেখা, আত্মজ্ঞানের বাহ্য ইঙ্গিত মাত্র; তোমাকে ভালভাবে সাধনার অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা সনাতন আর্য-ধর্ম ও বৈদিক ধর্ম। ইহা কোন কাফেরবিদ্বেষ দ্বারা বদমাইস ও মূর্খগণকে খেপাইয়া ও তাহাদের দ্বারা লুট করাইয়া রাজ্য গড়ার ধর্ম নহে, ইহা ধনী ও বিত্তবানের বিরুদ্ধে ''ক্লাশ এণ্টি কনইজম'' চালাইয়া নিজ দলের রাজ্য গড়িয়া সমাজকে ও জনতাকে কলা দেখাইয়া দেওয়ার ধর্ম নহে। বৈদিক ধর্ম কোন অসুরবাদ বা দুর্বল ধর্ম নহে; ইহা দেশ ভাগ করিয়া কোটী কোটী হিন্দুকে দুঃখ লাঞ্ছনায় ডুবাইয়া দিয়া সুখে রাজ্য করা ও মুখে বড় বড় মিথ্যাকথা বলিয়া পত্রিকার পাতা কালা করিয়া মূর্খতার ব্যবসা করা নহে। বৈদিক ধর্ম অফুরন্ত শক্তিবাদমূলক বীরের ধর্ম। এ বিষয়ে আমরা পূর্বে অনেক মন্ত্রে ইহার স্বরূপ স্পষ্ট করিয়াছি, পরে আরও করিব। তোমরা এতটা ভাবিয়া রাখিও, ভারতের বুকে বেশীদিন দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ চলিবে না। ধর্মের নামেও এই অসুরবাদ ও দুর্বলবাদের ভণ্ডামীর লীলাখেলা বেশীদিন চলিবে না। ''মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি'' এবং ''প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের দিন'' আর বেশীদূরে নাই। শক্তিবাদীরা সাবধানে অগ্রসর হও, এবার ভারতে শক্তিবাদের আবির্ভাব হইলে, ইহা যেন কোনও যুগেই আর লুপ্ত না হইয়া যায়, এজন্য শক্তিবাদীরা কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে শক্ত হও। যজ্ঞ, পূজা ও ধর্মানুষ্ঠানে ঋষিগণ ভারতের দশদিকে শক্তিবাদী (দিকপালদের) মহাবীরদের পূজা করিবার বিধান প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন; ভারতকে সেই সম্মানে যুগ-যুগান্তর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। বিশ্বকে শক্তিবাদের মহান আদর্শ শিক্ষাদান করিয়া বিশ্বে শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ''রথ দেখিলাম ও কলা বেচিলাম'' নামক ধর্মের কথা রথযাত্রারূপ বৈদিক ধর্ম নহে। বৈদিক ধর্মের রথযাত্রা আত্মসংযমের মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির চেষ্টা। রথযাত্রা উপলক্ষ্য মাত্র।

ভারত ভাগ হইয়া ভারত স্বাধীন হইবার পর ভারতকে ধর্মসম্বন্ধহীন রাষ্ট্র করা হইয়াছে। ইহার ফলে দুষ্ট অশ্বসমন্বিত সারথির মত, নেতাগণকে দিকে দিকে উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও উচ্ছৃঙ্খল সমাজ লইয়া ভয়ঙ্কর ধ্বংস ও দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সাধারণ মানব হইতেও রাজা ও রাষ্ট্রনায়কদের অধিক আধ্যাত্মবাদী ও বিবেকধর্মী হওয়া প্রয়োজন। মক্কার বর্বরতা ও মস্কোর কম্যুনিজমের মোড়কে ভারত শাসনের ফল নিশ্চয়ই সুফল দিবে না।

৬। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৬০॥

যিনি বিজ্ঞানবান হন, মনও যাঁহার বিবেকসংযুক্ত থাকে, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির সৎ অশ্বের মতন বশীভূত থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রথের সারথি ও অশ্বের উপমা করিয়া কি ভাবে একজন আত্মবাদীকে সংসারে বিচরণ করিতে হইবে, উহার নির্দেশ অনেকগুলি মন্ত্রেই বলা হইতেছে। রাজর্ষি

যমরাজা কিরূপ আত্মবাদিতা ও বিবেকবাদিতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মন্ত্রগুলিতে ইহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। যাহারা মক্কাবাদ তোষণ, কম্যুনিজম ও সোসিয়ালিজম-এর নরক সৃষ্টি করিয়া ভারতের সর্বনাশ ও নেতৃত্ব করিতেছে, তাহারা ভাব, তোমরা স্বর্গের দেবতা, নাকি নরকের কীট। ইন্দ্র ও যম প্রভৃতি মহান নেতাগণ কেহই কর্মহীন ছিলেন না, তাঁহাদের আদর্শ ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই ভারত এবং বিশ্বের কল্যাণ হইবে। সেকুলারিজম যে হিন্দুর বেশধারী প্রচ্ছন্ন মক্কাবাদীয় দুষ্ট বুদ্ধির লীলাখেলা, ইহা স্পষ্ট হইবেই।

৭। যস্ত্ব বিজ্ঞানবান্ ভবত্য মনস্কঃ সদা শুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥ ৬১॥

যে অবিজ্ঞানবাদী, যে অমনস্ক, যে সদা অশুচি, সে সেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হয় না, সে সংসারগতি (অর্থাৎ হীনগতি) প্রাপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে আত্মচিন্তাপরায়ণ নহে, অর্থাৎ সমনস্ক নহে, তাহাকে অশুচিঃ বলা হইয়াছে। আত্মচিন্তাপরায়ণ হইয়াও কর্ম করা যায়, আবার কাফের বিদ্বেষ, ধনী বিদ্বেষ এবং অধ্যাত্মবাদী ধার্মিক বিদ্বেষের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়াও কর্ম করা যায়। আবার মনে ভয়ঙ্কর বেদবাদের শত্রু থাকিয়া, মুখে আত্মবাদের কথা বলিয়া, সুযোগ তালে ধাপ্পা দিবার মতলব আঁটিয়াও মূর্খের নিকট ভাল মানুষের মত কর্ম করা যায়। আত্মবাদ কিন্তু কখনও অসুরবাদ এবং দুর্বলবাদ সহ্য করে না।

৮। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ ৬২॥

যিনি (রথী) বিজ্ঞানবান, যিনি সমনস্ক এবং সদা শুদ্ধ, তিনি সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মসংলগ্ন মহান কর্মীরা এই ভাবেই কর্ম করিতে থাকেন, ক্রমে তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্মভোগ ক্ষীণ হইয়া শরীর ত্যাগ হয়, সে সঙ্গে তাঁহার সংসারগতিও শেষ হইয়া যায়। আত্মচিন্তাপরায়ণগণের ব্রহ্মগ্রন্থি (আশার গ্রন্থি), বিষ্ণুগ্রন্থি (মোহগ্রন্থি) ও রুদ্রগ্রন্থি (অহং গ্রন্থি) ভেদ হইবার পরও বহুদিন প্রারব্ধ কর্মবেগ থাকিয়া যায়। ধীরে ধীরে উহা ক্ষয় হইয়া যায়। একটা ঘড়িকে আর দম না দিলে সে দমের শেষ পর্যন্ত চলিয়া সে আপনি স্তব্ধ হইয়া যায়। যতদিন গ্রন্থি ভেদ হয় না, ততদিন পুনঃ পুনঃ কর্মবেগের দম স্বতঃই হইতে থাকে। গ্রন্থিভেদ হইবার পর কেবল প্রারব্ধ বেগ মাত্র থাকে, নূতন কর্মের দম আর থাকে না; এই ভাবেই কর্মবেগ ও সংসার গতি শেষ হয়।

৯। বিজ্ঞান সারথি র্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৬৩॥

বিজ্ঞান যাঁহার (যে রথীর) সারথি. মন যাঁহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের সংযমিত করিবার রজ্জুরূপী, তিনি সংসারে থাকিয়াও শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপদ (ব্যাপক ব্রহ্মপদ) প্রাপ্ত হন।

শঙ্কিবাদ ভাষ্য। বিবেকসম্পন্ন সারথিকেও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে হইলে অনেক লম্বা তপস্যা করিতে হয়। বিষয় জগতে বিচরণ করিয়া মন যতটা আরাম বা আনন্দ পায়, বিজ্ঞান ও স্থৈর্য জগতে মনের প্রতিষ্ঠা হইলে আরাম ও আনন্দ হাজার গুণ অধিক হয়। তপস্যার প্রভাবে সে অবস্থা না আসিলে, মন ঐ ভাবে স্থিত থাকিবে কেন?

১০। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ৬৪॥

ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা অর্থ সকল শ্রেষ্ঠ। অর্থ সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা মহানআত্মা শ্রেষ্ঠ।

শঙ্কিবাদ ভাষ্য। বাক্ পাণি পাদ উপস্থ গুহ্য - এরা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক - এরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থগণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম - এরা পঞ্চ স্থূল অর্থ, গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ - এরা পঞ্চ সূক্ষ্ম অর্থ বা তন্মাত্রা (দ্রষ্টব্য ক্রমবিকাশ ৫ম অধ্যায়)। অর্থগণ অপেক্ষা মনকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। মন অপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। মনোময় কোষে বিষয় (অর্থ সংস্পর্শে) সম্পর্কে ভ্রমণকারী অংশের নাম 'মন'। অর্থাৎ মনোময় কোষের অত্যন্ত চঞ্চল অংশের নাম মন। মনোময় কোষের অত্যন্ত স্থির ও নিশ্চয়াত্মক অংশের নাম বুদ্ধি। মন অত্যন্ত চঞ্চল। ইহার কারণ ইহা বিষয়ের সংস্পর্শে ভ্রমণ করে। বুদ্ধি বিষয় সংযোগকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং ইহাতে আত্মার স্থৈর্য প্রতিভাত হয়। মনোময় কোষের চার ভাগের কথা আমরা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার ইহারা মনোময় কোষের চারিটি অংশ। অহংকার মানে আমিত্ব। আত্মা ব্যাপক এবং সকলের মধ্যে একই তত্ত্ব। অহংকার আত্মার মধ্যে অজ্ঞানমূলক 'আমিত্ব'। এই আমিত্বে অহংকার, অস্থর ভাব এবং দুর্বল ভাব আশ্রিত থাকে, কিন্তু 'মহানাত্মা'য় দুর্বল ভাব এবং অস্থর ভাব থাকে না। আমিত্বহীন নির্মল আত্মা সমস্ত প্রকার তত্ত্ববোধের বোদ্ধা। ইহা বিশুদ্ধ আত্মারই একটা সগুণ ভাব। এই মহানাত্মা বিজ্ঞানময় কোষের তন্মাত্রা তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের বোদ্ধা। ইহা আত্মারই সগুণ অবস্থা। তন্মাত্র স্তরে এবং মহত্তত্ত্বে ইনিই বোদ্ধা। ইহা নির্মল আত্মা হইতে পৃথক কোন তত্ত্ব নহে। মহানাত্মাই মহত্তত্ত্ব ও তন্মাত্রা তত্ত্বের জ্ঞাতা।

একটি রথকে উপমা করিয়া রাজর্ষি যম স্বীয় শিষ্য নচিকেতাকে যে আত্মজ্ঞানের ধারা বুঝাইতে ছিলেন, উহার ক্রমোন্নত বিকাশের ধারায় ইন্দ্রিয়, অর্থ, মন, বুদ্ধি, সব স্তর অতিক্রম করিয়া 'মহানাত্মার' স্তরে আসিলেন। পৃথিবীর অনেক মূর্খই হিন্দুদের আত্মোন্নতির পথে মূর্তির পরিকল্পনাকে নিন্দা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অহিন্দু ধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা নামধারী ভয়ঙ্কর মূর্খগণও এই দুষ্কার্য হইতে বিরত হয় নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, অহংকার আশ্রিত দুর্বলবাদ, ধর্মের ভণ্ডামী এবং অহংকার আশ্রিত অসুরবাদ ধর্মের গুণ্ডামী হইতে যাহারা বিরত হইয়া বহু তপস্যায় আত্মনিয়োগ করে নাই, এমন কোন সাধকই কোন যুগেই মহানাত্মা স্তরের সন্ধান করিতে সক্ষম হইবে না। 'মহানাত্মা' স্তরের উপরেও অনেক স্তরের কথা যমরাজা প্রকাশ করিতেছেন। আমরা পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে সে সব তত্ত্ব কথার আলোচনা করিব।

১১। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ৬৫॥

মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত তত্ত্ব হইতে পুরুষ তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। পুরুষ তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছুই নাই। ইহাই শেষ স্তর এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ গতি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহং, মনের এই চারটি স্তরের মধ্যে যমরাজা মাত্র মন এবং বুদ্ধি তত্ত্বের কথা বলিলেন। চিত্ত ও অহং-এর কথা বলিলেন না। চিত্ত হইতেছে, এ জন্ম এবং অন্য জন্মে ঘটিত সমস্ত কর্ম এবং ঘটনার পুঞ্জীভূত স্মৃতিরাশি। মন এবং বুদ্ধির কথা বলিবার পরই যমরাজা 'মহানাত্মা'র কথা বলিলেন। অহং তমসাচ্ছন্ন ও মলিন বিধায়, ইহা কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বকেই অনুভব করিবার যোগ্য নহে। ইহা জীবত্ব, অসুরত্ব এবং দুর্বলবাদিতার আশ্রয়, কিন্তু কোন তত্ত্বজ্ঞানই ইহাতে প্রতিফলিত হয় না। যমরাজা উচ্চ বিকাশ স্তরের কথা বলিতেছেন এবং এ দুই কারণে তিনি 'অহং' এর কথা বাদ দিয়া অত্যন্ত বিশুদ্ধ 'মহানাত্মা'র কথা বলিলেন। 'অহং' তন্মাত্র তত্ত্বকে অনুভব করে না। 'মহানাত্মাই' তন্মাত্রাতত্ত্বের বোধকর্তা (বিস্তারিত ক্রমবিকাশে দ্রষ্টব্য)। বিশুদ্ধাত্মাই মহত্তত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র তত্ত্বের সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত থাকিয়া মহৎ ও তন্মাত্র তত্ত্বকে বোধ করেন। বিশুদ্ধ আত্মার এইরূপ অবস্থার নাম 'মহানাত্মা'। মহৎ, অব্যক্ত তত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মানবের মনে ধর্ম-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। দুর্বলবাদীরা ধর্মধারাকে অসুরবাদ তোষণের একটা উপায়রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। অসুরবাদীরা ধর্মকে গুণ্ডামী এবং বর্বর আচরণের সহায়ক করিয়াছে। দুর্বলবাদ ধর্ম এবং অসুরবাদ ধর্ম মানবকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম নহে। মানবের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের ভিত্তিতে শক্তিবাদের স্থান না থাকিলে, অধ্যাত্মবাদ ধর্ম নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইবে। মানবের কল্পনার অতীত বৈদিক যুগে যে উপনিষদ্‌বাদ ধর্ম বা অধ্যাত্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও আজ সমাজে সেই মহান ধর্মের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

শক্তিবাদ এবং উপনিষদের আত্মবাদ ধর্মকে ব্যাপকভাবে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা দানের চেষ্টা করা হয় নাই। যাহার ফলে, মানবের দুর্দশা দিন দিন ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে। ধর্ম মানে কাপুরুষের মত অসুরবাদের পদে তৈল মর্দন নহে। অধ্যাত্মবাদ ধর্মের সঙ্গে শক্তিবাদ ধর্মের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শক্তিবাদ হীন অধ্যাত্মবাদ নিশ্চয়ই দুর্বলবাদে পরিণত হইতে বাধ্য। অধ্যাত্মবাদের কেন্দ্র ভারত সাবধান হও। উপনিষদবাদের ক্ষীণ অস্তিত্ব দুই দশ জন মহাত্মার মধ্যে থাকিলেই চলিবে না। ব্রহ্মনাড়ী ও মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ধ্যান সহ শক্তিবাদীয় উপাসনা কি ভাবে ব্যাপক ভাবে সমাজে প্রচারিত হইতে পারে এ জন্য ব্যাপক চেষ্টা করা কর্তব্য।

১২। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ৬৬॥

এই আত্মা সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গুহ্যভাবে অবস্থিত আছেন। কিন্তু সকলের নিকট ইনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মাগণ একাগ্র বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম দার্শনিকতা দ্বারা ইঁহাকে দর্শন করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনোময় কোষের যে অংশ বিষয় জগতে বিচরণ করে সেই অংশের নাম মন। মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মজগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে ''বুদ্ধির কাজ''। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করিতে হয়। মনকে সূক্ষ্ম ও একাগ্র করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইহাতে বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতা সতেজ হয় এবং সূক্ষ্ম হয়। এইরূপ ধ্যান সহ শক্তিশালী গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া ''বীজ মন্ত্র'' জপ করিলে ধীরে ধীরে বুদ্ধি একাগ্র হয় এবং আন্তর দার্শনিকতা বিকশিত হয়। শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান, বীজমন্ত্রের জপ রূপ অবলম্বন সহ দুর্বলবাদ অসুরবাদ এবং শক্তিবাদ কর্মবিজ্ঞান বুঝিতে চেষ্টা করিলে সাধকের মন ধীরে ধীরে লৌকিক ও অলৌকিক জগতে প্রচুর শক্তি অর্জন করিবে। আত্মদর্শনের ইহাই পথ।

১৩। যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ৬৭॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি (বিবেকশালী মনুষ্য) বাক্ ইন্দ্রিয়কে মনে সংযম করিবেন। (বাক্ যে মনে সংযমিত হইয়াছে) সেই সংযমিত মনকে জ্ঞানাত্মাতে সংযম করিবেন। আত্মাকে মহৎতত্ত্বে সংযমিত করিবেন এবং মহত্তত্ত্বে সংযমিত আত্মাকে প্রশান্ত আত্মাতে সংযমিত করিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রাজর্ষি যম এখানে রাজযোগের একটা লম্বা ও শক্তিশালী ক্রিয়ার কথা বলিলেন। সেই ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়া হইল, বাক্যগুলিকে মনেই সমাহিত কর। বাহ্যজগতের টক্করে বা মানসিক দুর্বলতার দরুণ মনে নানাপ্রকার কথা জাগ্রত হয়। যমরাজা সেইগুলিকে মনের মধ্যে সমাহিত করিতে বলিলেন। দুর্বলবাদী মাত্রই বড় বেশী বক্ বক্ করিতে ভালবাসে। পাগলারাও বেশী বক্ বক্ করে। দুর্বলবাদী কর্মী, নেতা ও সাধক মাত্রেই বেশী উক্তিতে অভ্যস্ত। অকারণ বেশী উক্তির দরুণই ভারতের নেতারা ভারতকে সমস্ত পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির নিকট হীনবল ও অপদস্থ করিয়াছেন। যাহারা শক্তিশালী চিন্তায় অভ্যস্ত নহে, যাহাদের কর্ম ও চিন্তানীতি হীনবল, তাহারা বেশী বক্ বক্ করিবেই। ইহার কারণ, ইহাদের মনে সর্বদাই ভয় থাকে; কারণ সমাজ ইহাদের দুর্বলনীতিকে অশ্রদ্ধা করে। বাক্যকে মনে সমাহিত বা সংযমিত করা মানে বোকার মতন বাক্যস্ফুট না করিয়া মৌনীবাবা সাজা নহে। বাক্যধারাকে মনের মধ্যে সমাহিত করিলে মনের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং চিন্তাধারা শক্তিশালী হয়। সর্বদা মনের মধ্যে নানা কথার উত্থান পতন হইতে থাকে। বৃথা বক্ বক্ না করিয়া সেইসব উত্থান পতনের ক্রিয়াগুলি আন্তর দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। কোন কোন মহাত্মা এই বাক্য ধারার উত্থান পতন লীলাকে দর্শন করিবার জন্যই মৌনব্রত অবলম্বন করেন। আমরা এই ক্রিয়াটিকে ''মৌনক্রিয়া'' তপস্যা নাম দিলাম। এই মৌন তপস্যাই শেষ পর্যন্ত আত্মজ্ঞানের স্তরে সাধককে প্রতিষ্ঠিত করে। উত্থান হইলে পতন হইবেই। কাজেই পতন দেখিতে থাকিলে, উত্থান আর থাকিবে না। বাক্যের উত্থানে বক্ বক্ না করিয়া মনের মধ্যে উহার পতন কি ভাবে হয় উহা দর্শন করিতে থাকিলে, মনের মধ্যে বাক্যগুলির কি ভাবে পতন হয়, উহা বুঝা যাইবে। এই পতন দর্শনের মধ্যে একটা ''আরাম'' বা ''বিশ্রাম'' রূপ আনন্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে। মনের এই বিশ্রাম সুখের নাম ''জ্ঞানাত্মন''। যমরাজা নচিকেতাকে ওই জ্ঞানাত্মাতে সমাহিত হইতে বলিতেছেন। সেই জ্ঞানাত্মাকে যমরাজা মহান ও প্রশান্ত আত্মাতে সমাহিত করিতে বলিলেন। এই ক্রিয়াটি লয়মিশ্র রাজযোগের একটি শক্তিশালী ক্রিয়া। পরবর্তী মন্ত্রে দেখা যাইবে যমরাজা এই ''মৌনক্রিয়া'' তপস্যাটির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। বলা প্রয়োজন, ইহা সত্যই উচ্চস্তরের আত্মদর্শনের ক্রিয়া।

১৪। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ ৬৮॥

উত্থিত হও। জাগ্রত হও। শ্রেষ্ঠ গুরুর নিকট বার বার জ্ঞান লাভে উৎসাহিত হও। আত্মজ্ঞান বিকাশের এই পথকে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মহাত্মাগণ শাণিত ক্ষুরের উপর দিয়া বিচরণের মত দুর্গম বলিয়াছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব মন্ত্রে যে লয় ও রাজযোগের উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশের ভিত্তিতে সাধনা দ্বারাই আত্ম জ্ঞানের পথ পাওয়া যাইবে। বাক্য গুলিকে মনে সংযমিত

কর। বাক্য সংযমিত মনকে জ্ঞানাত্মক বোধে সমাহিত কর। জ্ঞানাত্মক মহান বোধতত্ত্বকে প্রশান্ত আত্ম-তত্ত্বে সমাহিত কর। ইহাই আত্ম জ্ঞান বিকাশের শক্তিশালী ও জাগ্রত উপদেশ। যে আত্মজ্ঞান চায় না, যে স্বল্পতুষ্ট নির্বীর্য সাধক, সে নিশ্চয়ই কিছুটা অগ্রসর হইয়া বিষয় জগতে নামিয়া আসিবে এবং যোগভ্রষ্টের মত বিষয় সুখে মত্ত হইবে।

আমরা ক্রম বিকাশ গ্রন্থে গণেশ সূর্য বিষ্ণু শিব ও শক্তিস্তরের বোধ ও কর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। শূন্য বোধ, প্রেমবোধ, সুখবোধ, শান্তিবোধ, পূর্ণবোধ এবং অব্যক্ত স্তর ও পুরুষোত্তম স্তরের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। যম রাজা বাক্য শক্তিকে মনে এবং সেই বাক্যশক্তিসমাহিত মনকে জ্ঞানে (পূর্ণবোধ বা মহৎ তত্ত্ব বোধে) সমাহিত করিতে উপদেশ দিলেন। মহত্তত্ত্ব বোধই বিলীন হইয়া অব্যক্ত তত্ত্বের বিকাশে পরিণত হইবে। পুরুষোত্তম স্তর ইহারও পরপারে। পুরুষোত্তম স্তরের মধ্যে তিনটা স্তরের কথা আমরা ক্রমবিকাশে আলোচনা করিয়াছি। অষ্ট শক্তির ক্রিয়াতে ক্রিয়াশীল পুরুষোত্তম, আটটা শক্তি একই শক্তিতে পরিণত হইয়া সক্রিয় পুরুষোত্তম স্তর এবং আটটি শক্তি সমন্বিত সক্রিয় পুরুষোত্তম স্তর স্বাভাবিক নিয়মেই নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ রূপে বিরাজমান। উহারই বিকাশ হওয়া রূপ নিশ্চয় এবং প্রশান্ত পরমাত্মার বিকাশ হওয়া রূপ অন্তিম তত্ত্বের বিকাশ হওয়া।

বাক্য গুলিকে মনের মধ্যে সমাহিত করিবার পক্ষে যম রাজা যে রাজযোগ ও লয়যোগের ক্রিয়ার কথা বলিলেন, ইহা একটু বেশী সূক্ষ্ম এবং বেশী বৈজ্ঞানিক। ইহাকে আমরা বেশী বৈজ্ঞানিক ও সোজা ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশের ক্রিয়া বলিতে পারি। দীক্ষায় যে সমস্ত মন্ত্র পাওয়া যায়, উহার নাম বাক্য। এই বাক্য এবং অন্যান্য চিন্তাধারাগুলি মনোময় কোষে সর্বদা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহাদিগকে মনে সমাহিত করিলেও ইহা সর্বতো ভাবে সমাহিত হয় না। মনের মধ্যে উত্থিত ভাব-তরঙ্গগুলি সহজেই মনে সমাহিত হইয়া যায়। কিন্তু উচ্চ ভাবগত এবং মন্ত্রগত শব্দ বা বাক্যশক্তিগুলি মনোময় কোষে সমাহিত হয় না। বাক্য, মন্ত্র ও স্তোত্রাদিতে যে শব্দ সংস্থান থাকে, সেইগুলির মূল স্থান হইতেছে 'মহত্তত্ত্বে', অর্থাৎ গুরু পাদুকার শেষ স্থানে। কিন্তু সূক্ষ্ম দার্শনিকতা বিকাশের স্তরে সাধক স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে বাক্যগুলির উপাদানে কতগুলি শক্তিক্রিয়া (Force) বিদ্যমান। বাক্যস্থিত শব্দগুলি ও ক্রিয়া পুরুষোত্তম স্তরের উপাদানে একই শক্তিতত্ত্ব বিদ্যমান। কাজেই যমরাজা যে বাক্য সমাহিত ক্রিয়ার পক্ষে প্রশান্ত আত্মতত্ত্ব বিকাশের পথের কথা বলিলেন, ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পথ। মন্ত্র জপ ও পুরশ্চরণ অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া মহান্ সাধক অগ্রসর হও, তুমিও নচিকেতার মত বিকাশপথে অগ্রসর হইয়া প্রশান্ত পুরুষোত্তম স্তরের বিকাশে ধন্য হইতে পারিবে।

যমরাজা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া চলার মতন দুর্গম পথ বলিয়াছেন, ইহার কারণ, এই পথে অগ্রবর্তী সাধক যে কোন সময় যোগভ্রষ্ট হইতে পারেন। এই সব মহাত্মাগণ রাজকুলে এবং ধনীকুলে বা যোগীর ঘরে জন্ম লইয়া থাকেন।

১৫। অশব্দম স্পর্শম রূপম ব্যয়য়ং
তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনমন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৬৯॥

তিনি অশব্দ, তিনি অস্পর্শ, তিনি অরূপ, তিনি অরস, তিনি অগন্ধ, তিনি নিত্য, তিনি আদি অন্তহীন, তিনি মহৎ তত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ, তিনি ধ্রুব, তাঁহাকে (তপস্যা, সাধনা ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা) নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিয়া সাধক জন্ম মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ১৩ নং মন্ত্রে যমরাজা নচিকেতাকে বাক্যগুলিকে মনে সমাহিত করিতে বলিলেন। আমরা বলিয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশের পথে এই 'মৌনক্রিয়া' সাধনাটি অত্যন্ত উচ্চ স্তরের সাধনা। ইহাকে ঠিক ঠিক অবলম্বন করিয়া বহু বৎসর অতিবাহিত করিতে হইবে। মন্ত্রচৈতন্য প্রভাবে, মন্ত্র সর্ব প্রথম 'মধ্যমাতে' জাগ্রত হয়। মধ্যমা মানে মনোময় কোষ। মনোময় কোষে মন্ত্রশক্তির আলোড়ন জাগ্রত হইলে, মন্ত্রের সেই আলোড়নকে মনে (ব্যাপক মনে) সমাহিত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে সমাহিত করিবার চেষ্টা করিলে, দেখা যাইবে মন এবং মন্ত্রক্রিয়া দুই-ই মহত্তত্ত্বে সমাহিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্র এবং মন দুই-ই মহত্তত্ত্বে বা জ্ঞান বা বোধজগতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র বা বাক্য যখন দীক্ষাকালে লাভ হয় তখন মন্ত্রের 'বৈখরী' অবস্থা। মন্ত্র যখন মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে তখন মন্ত্রের 'মধ্যমা' স্তর। মন্ত্র যখন বিজ্ঞানময় কোষে জাগ্রত হয় তখন মন্ত্র 'পশ্যন্তি' স্তরে আসিল, জানিতে হইবে। পশ্যন্তী স্তরের শেষ প্রান্তই 'মহত্তত্ত্ব' স্তর। মহত্তত্ত্ব অব্যক্ততত্ত্বে বিলীন হইলেও 'মন্ত্র বা বাক্যশক্তি' জাগ্রতই থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে স্থিতি দৃঢ় হইলে মহত্তত্ত্ব বিলয় প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্ততত্ত্ব বিকশিত হইবে। মন্ত্র বা বাক্য সেখানেও থাকিবে এবং সেখান হইতে মন্ত্রশক্তি পরাশক্তিরূপে বিকশিত হইবে। এই পরাশক্তি স্তরই পুরুষোত্তম স্তর। এই পুরুষোত্তম স্তরের অন্তর্গত তিনটি স্তরের কথা আমরা বার বার বলিয়াছি। এই পুরুষোত্তম স্তরই উপনিষদ্ প্রোক্ত 'পুরুষ'। ইনি 'কাষ্ঠা', ইনিই 'পরাগতি'। ১৪ নং মন্ত্রে যমরাজা নচিকেতাকে খুব সাবধানে তপস্যা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছেন এবং আত্মবিকাশের এই পথকে শাণিত ক্ষুরের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার মত দুর্গম বলিয়াছেন। এখানে ১৫ নং মন্ত্রে 'পরাগতি', ও 'কাষ্ঠাগতি' বিকাশের যাহা লক্ষণ সে সম্বন্ধে বলিতেছে, তিনি শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন ও গন্ধহীন, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রা স্তরে তিনি অবস্থিত নহেন, তিনি নিত্য ও আদি অন্তহীন, তিনি মহৎ বা পূর্ণবোধেরও পরপারে অবস্থিত। তিনি পুরুষ, তিনি পরম পুরুষ, তিনি পুরুষোত্তম। নচিকেতাকে বা সাধককে সেই স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সেখানে জীবত্ব নাই, কাজেই জন্ম মৃত্যুও নাই।

১৬। নাচিকেতমুপখ্যানং মৃত্যু প্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৭০॥

যমরাজা নচিকেতাকে সনাতন আত্মকথা বলিলেন, যাহা নচিকেতা উপাখ্যান নামে খ্যাত। সেই কথা মেধাবী সাধক শ্রবণ করিয়া এবং বলিয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হইতে পারিবেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যমরাজা যে তত্ত্বকথা বলিলেন ইহা 'সনাতন' কেন? ইহা সনাতন আত্মার কথা। এজন্য ইহা সনাতন। ইহা বেদ-কথিত কথা, এজন্য ইহা সনাতন। যমরাজা বৈদিক ধর্মাবলম্বী মহাত্মা, ইনি যে বেদ-বিহিত শক্তিশালী ধর্মকথা প্রিয় শিষ্যকে উপদেশ দিবেন, ইহা স্বাভাবিক। বেদ-বিহিত সনাতন ধর্মকথা সমাজে প্রচারের চেষ্টা না করিয়া অনেক প্রকারের দুর্বল ধর্ম ভারতীয় সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা অনেক সাধুর নাম জানি যাঁহারা নিজেরা শক্তি ও ব্রহ্ম উপাসক, কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে 'টুন টুন দুর্বল ধর্মের' দীক্ষা ও ব্যাপক প্রচার করিয়া সনাতন ধর্মের ভিত্তিকে দুর্বল করিতেছেন।

যমরাজা এই ধর্মের প্রচারক ও শ্রবণকারীকে প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ প্রচার এবং শ্রবণ করিবেন তাঁহারা যে উচ্চ স্তরের সমাজে (অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে) আদরণীয় ও পূজ্য হইবেন এ কথাও বলিলেন। শক্তিবাদ মূলক উচ্চ বৈদিক ধর্মের প্রসারকল্পে আমরা শক্তিবাদীয় উপাসনার ব্যাপক প্রচার ও সমাজের সমস্ত স্তরে ইহার প্রতিষ্ঠা চাই।

১৭। য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্ম সংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে।
তদা নন্ত্যায় কল্পত ইতি॥ ৭১॥

যিনি এই পরম গুহ্য জ্ঞান-কথা সংযত মনে ব্রহ্মজ্ঞানীদের সভায় কিম্বা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, তাঁহার পুণ্যকার্য অনন্ত সুফল দান করিতে সমর্থ হয়। নিশ্চয়ই এই পুণ্যকার্য অনন্ত সুফল প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই উপাখ্যানকে পরমগুহ্য জ্ঞানকথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয়ই অতীব গুহ্য ধর্মকথা। যাহা অশব্দ অস্পর্শ ইত্যাদি নামে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তাই ইহা অত্যন্ত গুহ্য তত্ত্ব ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যতই ইহা গুহ্যকথা হউক না, ইহা যে আমাদের আত্মার কথা, কাজেই ইঁহার কথা আমাদের শুনিতেই হইবে এবং শুনাইতেই হইবে। ইহাই আমাদের জীবন কথা এবং পরম পবিত্র ধর্মকথা।

শ্রাদ্ধে সন্তানগণের এবং আত্মীয়গণের শ্রদ্ধা পরলোকগত আত্মার প্রতি নিবেদিত হইয়া থাকে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য অন্নদান ও যজ্ঞ এবং তাঁহার আত্মাতে জ্ঞান প্রতিফলিত করিবার জন্য গীতা দান ও উপনিষদ দান এবং গীতা শ্রবণ ও উপনিষদ শ্রবণ, আমাদের ধর্মের আদেশ এবং বেদাদি শাস্ত্রের নির্দেশ। দশদিন

অশৌচান্তে আদ্যশ্রাদ্ধ, বৎসরান্ত শ্রাদ্ধ বা যে কোন প্রকারের শ্রাদ্ধকালেই পরলোকগত আত্মাতে আত্মজ্ঞান প্রতিফলনের জন্য গীতা ও উপনিষদ পাঠ, শ্রবণ এবং দান অত্যন্ত উন্নত স্তরের পুণ্যকার্য। আমরা বলিয়া রাখি, কেবল জ্ঞানদানানুষ্ঠানই পুণ্যকার্য নহে, শ্রাদ্ধ-কার্যে সেবা দান এবং সাহায্য দানও বিশেষ পুণ্যকার্য। শ্রাদ্ধ কার্যাদিতে অনেকে আহারাদি করেন না; কিন্তু উপনিষদ গীতা দান গ্রহণে কেহই আপত্তি করেন না। ইহার কারণ, ইহার লক্ষ্য হইল জ্ঞান প্রতিফলন। জ্ঞানদানে কোনই ক্ষতি নাই, বরং ইহার লাভ অনেক। জ্ঞান দানে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। জ্ঞান প্রতিফলনে যে সব দান হইয়া থাকে, তাহাতে ইহা লিখিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে ''আমার পরলোকগত পিতা অমুক এবং পরলোকগত মাতা অমুক, ইঁহাদের আত্মকল্যাণ কামনায় আমি বা আমরা এই গীতা এবং এই উপনিষদ গ্রন্থ ধর্মনিষ্ঠ মহান পণ্ডিত শ্রী অমুকের হস্তে প্রদান করিলাম। ইতি শ্রী অমুক।'' অনেকে আদ্যশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য সব শ্রাদ্ধে কেবল জ্ঞান গ্রন্থ দানেই সম্পন্ন করেন। গৃহীতা দ্বারা গ্রন্থখানি পাঠ করাইয়া ও শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে ভোজন করাইয়া গ্রন্থখানা দান করিলে আরও সুফল হয়। শক্তিবাদীরা সব সময় শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা ও শক্তিবাদ ভাষ্য উপনিষদ দান করিয়া থাকেন। কারণ শক্তিবাদ ভাষ্যই সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী ভাষ্য।

ইতি কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

ইতি ১৪১ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর শক্তিবাদ ভাষ্য সমাপ্ত। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথমা বল্লী

(কঠোপনিষদের দুইটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে তিনটি বল্লী এবং উহাতে মোট ৭১ টি মন্ত্র। আমরা ওই ৭১টি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছি। ৭১ নং মন্ত্রে বলা হইয়াছে, বিদ্বান সমাজে ইহার ব্যাখ্যা, ইহার শ্রবণ এবং শ্রাদ্ধকালে এই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা রূপ কর্মদ্বারা পুণ্যফল লাভ হয়। নচিকেতা তো সমস্ত প্রকার লৌকিক ঐশ্বর্যকে হেয় মানিয়া এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তিকে শ্রেয়ঃ মানিয়াছিলেন। মানবের জীবনে শরীর ও সমাজ রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় লৌকিক সম্পদ এবং আত্মতৃপ্তির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের* সমভাবেই প্রয়োজন। শক্তিবাদের মতে উভয় প্রকারের লাভই অনন্ত পুণ্যফলের অন্তর্গত। রাজ্য ও সম্পদসম্পন্নগণের সেবা ও সাহায্য ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানমূলক ধর্ম ও কর্মী তপস্বী সমাজে টিকিতেই পারে না। সমাজের প্রত্যেক স্তরে শক্তিবাদমূলক ব্রহ্মজ্ঞান ধর্মের প্রসার হওয়া প্রয়োজন।)

১। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান্ মৈক্ষ-
দাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্॥ ৭২॥

স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য সাধারণতঃ জীবগণ বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কিন্তু কোন কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতকে (আত্মাকে) ইচ্ছা করেন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অন্তরাত্মাকে দর্শন করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পূর্ব অধ্যায়ে ''রথ'' বিষয়ে আলোচনা কালে যমরাজা রথের ঘোড়াগণকে ইন্দ্রিয়ের প্রতিভূ বলিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে যমরাজা বলিতেছেন, ঘোটকের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ সৃষ্টির নিয়মেই বহির্মুখী। ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখী হইলেও জীবাত্মাও বহির্মুখী হইবেন, এইরূপ কথা বলা হয় নাই। কাজেই কিছু কিছু ধীর ব্যক্তি সমাজে আছেন যাঁহারা বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবে চলেন না এবং আন্তর দৃষ্টির অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেন। মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান করিয়া উপাসনা প্রত্যেক মানবেরই করা কর্তব্য। ইহার ফলে মন আত্মার দিকে অগ্রসর হইতে সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। ভারতে শিক্ষাবিভাগে এবং গুরুগৃহেও ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা ছিল। আমাদের দেশের অদূরদর্শী নেতারা সমাজ-শিক্ষার অধ্যাত্মবাদ

* প্রকাশকের নিবেদন - ''প্রয়োজন'' শব্দটি এস্থলে বর্জিত হল।

নীতিকে সর্বতোভাবে বহিষ্কার করিয়াছেন এবং সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য বহির্মুখী ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিবার জন্য জড়বাদের ভিত্তিতে ''ইউনিয়ন'' স্থাপন করিবার অনুকূলে আইন প্রস্তুত করিয়াও কুশিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ কোন পশু নহে। মানুষকে বাল্যকাল হইতেই সুশিক্ষা ও অধ্যাত্ম শিক্ষার ভিত্তি দান করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ এবং কোটী টাকা আয়ের হিন্দুদের দেবসম্পত্তিগুলি জাতীয় সরকার আইন করিয়া হস্তগত করিয়া লইয়াছেন, এ সব অর্থদ্বারাও যদি অধ্যাত্মবাদকে দেশে ও বিদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইত, তবে কেবল হিন্দুধর্মই রক্ষা হইত না, হিন্দুর দেবমন্দিরের সম্পত্তিগুলিরও সৎব্যবহার হইত এবং সে সঙ্গে ভারতে ও বিশ্বে অধ্যাত্মবাদ ধর্মের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হইয়া মানবের অশেষ কল্যাণের পথ পরিষ্কার হইত। আমাদের দেশে পাদরী মিশনারীরা আমেরিকা প্রভৃতি খ্রীষ্টান রাজ্যগুলি হইতে কোটি কোটি টাকা পায় এবং সেই অর্থের সাহায্যে ভারতের গ্রামে গ্রামে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ গীর্জা স্থাপন এবং খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচার ও খ্রীষ্টান সমাজ গড়িয়া চলিয়াছে। বলা প্রয়োজন, মিশনারীরা ভালই বেতন পায়। এ সব দেখিয়াও হিন্দু নেতাদের চক্ষু ফোটে না।

২। পরাচঃ কামাননুয়ন্তি বালাঃ
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ৭৩॥

বালকগণ বাহ্য শব্দাদি বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহারা মৃত্যু পাশরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই কারণ ধীরগণ প্রকৃত সত্যের রূপ অমৃতত্বকে অবগত হইয়া জগতে অধ্রুব বা মিথ্যা বস্তু বিষয়ে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে বিষয়সেবী মানুষকে বালকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। যে জ্ঞানজগতে অপুষ্ট, সে মানব বয়সে বৃদ্ধ হইলেও বালক। ভারতে যদি ত্যাগী, তপস্বী, যোগী ও সাধক না থাকিত, তবে কি ভারত রক্ষা পাইত? মহাত্মাগণের নির্দেশকে শিরে ধারণ করিয়াই ভারতের যুগান্তকারী কর্মী পুরুষগণ ভারতের সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। খণ্ডিত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত ভারত আজ বিষয় ও ভোগরাজ্যের কৃমি-কীট-রূপ ধারণ করিয়াছে। বালক ও বিষয়সেবী মূর্খ নেতাগণ ভারতকে সর্বতোভাবেই ডুবাইয়াছে; ভারত ভাগকারী মক্কাবাদীগণকে গলায় জড়াইয়া রাখিয়া চরম মূর্খতার পরিচয় দিয়া খণ্ডিত ভারতকে ধর্ম ও অন্নহীন করিয়াছে। ''সেকুলারিজম'' কোন জ্ঞান বৃদ্ধত্বের লক্ষণ নহে। ইহা একটা সুসভ্য সভ্যতার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ। মানব যদি আধ্যাত্মিকতাই রক্ষা না করিতে পারে, তবে পশু ও মানবে ভেদ কি? তাহার মৃত্যুরই বা বাকী কি? অমৃতত্ব লাভ করিয়া মহাত্মাগণ ভারতকে কি সর্বধর্মবাদ ও সেকুলারিজম শিক্ষা দিবে? সত্য ও অমৃতত্বকে জানিবার পর মহাত্মারা কি

চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া সমাধিতে শরীর ত্যাগের কসরৎ করিবেন? শ্রীশ্রীচণ্ডীর মেধস মুনির মঠে প্রবেশ করিয়া রাজা স্থরথ ও বৈশ্য সমাধি দেখিলেন,"মুনি শিষ্যগণসহ সেখানে হিংস্র পশু, শান্ত গৃহপালিত পশু এবং সর্পকুলসহ শান্তির পরিবেশে দিন যাপন করিতেছেন।" হিংসার নামলেশও সেখানে ছিল না। রাজা ও বৈশ্য মুনির নিকট ধর্ম-শিক্ষায় মন দিলেন। মুনি তাহাদিগকে অহিংসার কসরত শিক্ষা দিলেন না; শিক্ষা দিলেন - "শক্তিসাধনা এবং অসুরনাশের সনাতন শক্তিবাদমূলক ধর্মকথা।"

৩। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতি॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৭৪॥

যাহা দ্বারা রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মৈথুন সকল অবগত হইয়া থাকে; বৈজ্ঞানিকভাবে ইহা জানিতে পারিলে, আত্মাকে জানিবার আর কি বাকী থাকে?

এই সব বৈজ্ঞানিক ভাবে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন্ত্রটিতে বৈজ্ঞানিকভাবে জানার কথা বলিতেছেন। জীবমাত্রেই এ সব জ্ঞান বিদ্যমান। নয় তো জীবের শরীরযাত্রা ও সৃষ্টিরক্ষা চলিতেই পারে না। বংশ বা সৃষ্টিরক্ষা কেবল মানবজাতিই করে না, সব জীবেই সৃষ্টি রক্ষা ও শরীর রক্ষার কার্য সমানভাবেই বিদ্যমান। যমরাজা রূপাদি বাহ্যবোধের কথা বলেন নাই তিনি তন্মাত্রবোধের কথা বলিয়াছেন। ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বিজ্ঞানময় কোষের কথা বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানময় কোষে তন্মাত্রবোধক্ষেত্রে যে "জ্ঞান" উহারই নাম বিজ্ঞান। অহং তত্ত্ব হইতে বাহ্য বিষয়ভোগ ক্ষেত্রে সব জীবই বিচরণ করে। বিজ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তন্মাত্রবোধকে জানা খুব উন্নত স্তরের সাধক ও যোগী দ্বারা সম্ভব। বিজ্ঞানক্ষেত্রে বোধকর্তার নামই "মহান আত্মা"। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব অধ্যায়ের ১০ নং মন্ত্রে বলিয়াছি। অহং হইতে বাহ্য বিষয় জগৎ এবং অহং-এর কেন্দ্র ভেদ হইয়া উন্নত বিজ্ঞানবোধক্ষেত্র এক নহে। মহান আত্মাই যে রূপ রস আদির সূক্ষ্মমাত্রা অনুভব করেন উহাই তন্মাত্রবোধ। যমরাজা উহাকেই "আত্মজ্ঞান" বলিতেছেন, কারণ ঐ বোধে 'অহং' রূপ অজ্ঞান গ্রন্থি থাকে না। বিজ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সাধকগণ বাহ্য বিষয়ক ভোগ জগতের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানবোধ স্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক বাহ্য ভোগ-স্পৃহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেন। এ কথা আমরা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করিয়াছি। বিজ্ঞানক্ষেত্রে অনুভূতির পর প্রারব্ধবশে কোন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের মৈথুনজগতে প্রবেশের প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ মৈথুনে সৃষ্টি ও ক্ষয় লীলার উপর যোগী সাধকের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহাই ক্ষয়হীন ভোগ। এই স্তরে ভোগ ও ব্রহ্মচর্য এক রেখায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহাই ঊর্ধ্বরেতা ভোগ, এই সম্বন্ধেও আমরা সিদ্ধসাধক গ্রন্থে ও ক্রমবিকাশে প্রচুর আলোচনা করিয়াছি। মৈথুন ক্রিয়ার ভোক্তা যেখানে "মহান আত্মা" সেই মৈথুনও ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান; যমরাজা ইহা

স্পষ্ট বলিয়া দিলেন। সাধারণ পাঠক ও সাধারণ সাধকের নিকট ইহা অস্পষ্টই থাকিয়া যাইবে। আমরা ইহা লইয়া আর আলোচনা করিতে চাই না। যাহারা বাল্যকাল হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে নাই এবং বাল্যকাল হইতেই সাধক নহে তাহারা ''মহান আত্মা'' যে স্তরে বোধকর্তা সেই স্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না। অহং গ্রন্থি ভেদই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ, যাঁহারা বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই, তাঁহাদের সাধনবল খুব বেশী নহে। গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব, উন্নত শিব, (বিজ্ঞান ও মহান আত্মা এবং উন্নত শিবস্তর একই স্তরের কথা), ইহার পর শক্তিস্তর। আমরা গণেশ ও সূর্য স্তরের অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন সাধকই খুব কম দেখিতে পাইয়াছি। যমরাজা এখানে বিজ্ঞান জগতের কথা বলিবেন, বিজ্ঞান স্তরের বোধে ''অহং'' থাকে না বলিয়া ইহা যে ব্রহ্মজ্ঞানেরই অন্তর্গত ইহাও বলিয়া রাখিলেন।

৪। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চৌভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীয়ো ন শোচতি॥ ৭৫॥

যাহা স্বপ্নজগতের অতীত এবং জাগরিত জগতের অতীত সেই ব্যাপক মহান আত্মাকে জানিবার পর ধীর ব্যক্তির আর শোক থাকে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রেও বিজ্ঞান জগতের কথাই বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানবোধ স্তরের বোধক্ষেত্রে তন্মাত্র ও মহত্তত্ত্ব বোধ স্তর অবস্থিত। ইহা স্বপ্নজগতের অতীত এবং ইহা জাগরিত জগতেরও অতীত। ইনিই ''মহান আত্মা''। ইহাকে জানিবার পর অর্থাৎ তন্মাত্র জগতে বা বিজ্ঞান জগতে প্রবেশের পর সাধকের আর শোক বা দুঃখ থাকে না। ৩নং মন্ত্রে যমরাজা যে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এবং মৈথুন জগতের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বলিতেছিলেন, ৪নং মন্ত্রে সেই বিজ্ঞানবোধ জগতের কথাই বলিতেছেন। যেখানে জাগতিক জগৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যে জগতে স্বপ্নজগৎও উদ্ভাসিত হইবার পথ নাই, যে বিজ্ঞানবোধ জগতে মহান ও ব্যাপক বিভু স্বয়ং রূপ রস ও মৈথুন আদি রসে একত্ব বোধে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই স্তরের অনুভূতি লাভ হইবার পর আর শোক বা চিন্তা কোথা হইতে আসিবে? এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমা বল্লীতে মহারাজা যমরাজ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে এমন একটি স্তরের অনুভূতি ও লক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করিয়া চলিয়াছেন, যাহা উন্নত স্তরের সাধক যোগী ও তপস্বী ভিন্ন কোন মানুষেরই নিকট বোধগম্য হইবার কথা নহে। ১ম মন্ত্রে বলিলেন সৃষ্টি নিয়মে ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃই বহির্মুখী, ২য় মন্ত্রে বহির্মুখী ইন্দ্রিয় রসে আকৃষ্ট মানবকে বালকের সঙ্গে তুলনা করিলেন। পশুপক্ষীরা স্বভাবতঃই এই বালক স্তরের জীব। ৩য় মন্ত্রে বাহ্য বিষয়জগৎ এবং বিজ্ঞানজগৎ বা তন্মাত্র জগতের সীমা ভেদ করিয়া দিলেন। সাধকের এই জগতে প্রবেশ হইলে বাহ্যবিষয়ে ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে দমন থাকে। এই স্তরে সাধক যদি প্রারব্ধ বশে মৈথুন জগতেও প্রবেশ করেন, তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য অটুট থাকে। ৪র্থ মন্ত্রে স্বপ্নজগৎ, জাগ্রত জগৎ ও তন্মাত্রবোধ জগতের সীমা স্পষ্ট হইয়াছে। সাধারণ জীব এবং

উন্নত স্তরের সিদ্ধ মহাত্মায় ভেদ কোথায়, ইহা এই মন্ত্রে স্পষ্ট হইয়াছে। মন্ত্র চারিটির কথা আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে হয় যে রাজর্ষি যম যেন আমাকেই এই ''মহান আত্ম জগতের'' তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে বলিতেছেন।

৫। য ইদং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ইশানং ভূত ভবস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈতৎ॥ ৭৬॥

যে পুরুষ এই মধুময় অদ (সাংসারিকতা হইতে চিরমুক্ত) আত্মাকে জীব শরীরের ভূত এবং ভবিষ্যতের ঈশ্বর রূপে জানেন তাঁহার নিকট আর কোন তত্ত্বই গোপন থাকে না। ইহাই তোমার (নচিকেতার) জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মধু + অদং = মধ্বদং = মধুময় নির্লিপ্ত আত্মা। এই আত্মা এই শরীরেই বিদ্যমান। 'অহং'কে কেন্দ্র করিয়াই জীব শরীরের যাবতীয় ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। এই অহং সদা লিপ্ত ও বদ্ধ শরীরবাদী জীবত্ব। জীবত্বের শেষ গ্রন্থি এই অহং গ্রন্থিই রুদ্র গ্রন্থি। রুদ্র গ্রন্থি ভেদের পর ''মহান আত্মার'' স্তর। পূর্ব পূর্ব মন্ত্রে রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ এবং মৈথুনের সঙ্গে একত্বভূত মহান আত্মার অনুভূতির কথা বলিয়াছিলেন। এবার এই ৫নং মন্ত্রে ইহা স্পষ্ট বলিয়া দিলেন শরীরের মধ্যেই এই মহান আত্মার অবস্থান। এই শরীরের মধ্যে তাঁহাকে জানিতে হইবে। সাধকের যে সময় পর্যন্ত তন্মাত্র বোধের অনুভূতি হয়, সে সময় শরীর বোধ থাকে না। অধিক কি ''অহং'' বোধও থাকে না। তাই যমরাজা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন মহান আত্মার তন্মাত্র বোধকালে শরীর বোধের অস্তিত্ব না থাকিলেও তন্মাত্রা ও ক্ষয়হীন ''মৈথুন'' ব্যাপার এই শরীরকে কেন্দ্র করিয়াই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (ক্রমবিকাশ গ্রন্থে মস্তিষ্ক চিত্র দেখুন)। ''অহং'' কেন্দ্র মস্তিষ্ক চিত্রে ৪নং কেন্দ্রে অবস্থান করে। ইহা শিবস্তরের নিম্ন অংশ। ''হংস'' পীঠ গুরুপাদুকা কেন্দ্রের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার বোধক্ষেত্রে আসিতে হইলেও 'অহং' গ্রন্থি ভেদের মধ্য দিয়াই আসিতে হইবে। ক্রমবিকাশ গ্রন্থের গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু এবং শিব স্তরের এক অংশ পর্যন্ত 'অহং'-এর প্রভাব থাকে। এই 'অহং' জীবত্বের বোধ। 'অহং' এবং 'মহান আত্মা' এক তত্ত্ব নহে। 'মহান আত্মা' বিজ্ঞানময় কোষে বিজ্ঞাতা এবং মহত্তত্ত্ববোধের বোদ্ধা। ইহার পর অব্যক্ত স্তর এবং অব্যক্ত স্তরের পরে পুরুষোত্তম স্তর। পুরুষোত্তম স্তরে তিনটা স্তর। (১) অষ্টশক্তি স্তর, (২) সমষ্টিগত ও সক্রিয় অষ্টশক্তি, (৩) অষ্টশক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থা। ইহাই নির্গুণ ব্রহ্ম। যিনি মধুময় অদঃ ব্রহ্ম বা মহান ব্রহ্ম পর্যন্ত আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট আর কোন তত্ত্বই গোপন থাকে না। শক্তিবাদী ও তপস্বী সাধকের নিকট ধীরে ধীরে সবগুলি স্তরই বিকশিত হইতে থাকিবে। আমরা অব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহাশক্তির নির্গুণ অবস্থা পর্যন্ত সব স্তরকেই শক্তিস্তর নাম দিয়াছি (ক্রমবিকাশ দ্রষ্টব্য)। আমরা অদঃ শব্দের অর্থ করিয়াছি সাংসারিকতা হইতে চিরমুক্ত; এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে 'অহং' গ্রন্থি ভেদের পর যে 'মহানাত্মা'র প্রকাশ হয়,

সেই 'মহান আত্মাকেই' নচিকেতার জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ দিলেন। কেন দিলেন, ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৬। যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভি র্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৭৭॥

যে পুরুষ পরং ব্রহ্ম হইতে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি পঞ্চ মহাভূত হইতেও পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছেন সেই পুরুষ গুহায় প্রবিষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। সেই পুরুষ পঞ্চভূতের সহিত অভেদ ভাবে অবস্থিত আছেন, সেই পুরুষকে বিশেষ ভাবে দর্শন করিতে হইবে। এইরূপ দর্শনই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মদর্শন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পরমপূজ্য আচার্য শঙ্কর হিরণ্যগর্ভকে এই মন্ত্রের দর্শন-লক্ষ্য বলিয়াছেন। আমরা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বলিয়াছি, হিরণ্যগর্ভ বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি। এই মন্ত্রে আত্মদর্শনের যে স্তরের কথা বলা হইয়াছে উহা হিরণ্যগর্ভ হইতে অনেক সূক্ষ্ম। আমরা ইতিপূর্বে ''মহান আত্মার'' কথা বলিয়াছি। পঞ্চতন্মাত্রার সহিত একত্বভূত এই ''মহান আত্মাকে'' পঞ্চতন্মাত্রার স্পর্শহীন অবস্থায় অর্থাৎ আরও সূক্ষ্মস্তরে অনুভব করিতে হইবে! সাধক দেখিতেছেন, যমরাজা শিষ্যকে ক্রমেই সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরে লইয়া যাইতেছেন। এখানে ''গুহার'' কথা বলিতেছেন, এই গুহার অবস্থান মস্তিষ্কস্থিত গুরু পাদুকাকেন্দ্রে অবস্থিত। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড এবং গুরু পাদুকাকে কেন্দ্র করিয়া আনন্দমঠের অনুভূতি ও সাধনার সমস্ত স্তর অবস্থিত। আকাশ বা ''শব্দ-তন্মাত্রার'' সঙ্গে একত্বভূত ''মহান আত্মাই'' ''মহত্তত্ত্ব বোধ''। মহত্তত্ত্ব বোধও ক্রমবিকাশ নিয়মে ক্রমে অব্যক্ত বোধ স্তরে বিকশিত হইবেন। মন্ত্রটিতে ''মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ততত্ত্ব'' তটস্থ অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। বলা প্রয়োজন ইনিও ''মহানাত্মার''ই শেষ স্তর। ইহার পর ''মহৎ অংশ'' অতিক্রান্ত হইলে পূর্ণবোধকেন্দ্রে অব্যক্ত প্রকাশ পাইবে। ইহার পরই পুরুষোত্তম স্তর। অব্যক্ত স্তর হইতেছে ''মহানাত্মা'' ও ''পুরুষোত্তম'' স্তরের মধ্যবর্তী অবস্থা। ক্রমবিকাশ গ্রন্থে এই অনুভূতির স্তরকে মহৎ+অব্যক্ত স্তর বলা হইয়াছে। ইহাকে আমরা ''মহাশিব'' শব্দে স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছি। আচার্য শঙ্কর এই স্তরকে হিরণ্যগর্ভ বলিতে চান। আমরা বিষ্ণুস্তরের অনুভূতিকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছি (দ্রষ্টব্য ক্রমবিকাশ)। খুব কম সাধক বা খুব কম গুরুই হিরণ্যগর্ভ অতিক্রম করিতে সক্ষম। তাহার ফলে ভারতের আর্য সভ্যতার উপর আসুরিক ও দুর্বলবাদের প্রশ্রয় যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে। যখন ভারতে ম্লেচ্ছ ও যবনবাদ আসিবার কথা শিবমুখে প্রকাশ পায় সেই সময়কার ঘটনায়ও ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। শিব ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই আদি যবন যযাতির পুত্রগণকে ভারতের বুকে যবনদের অনাচারের প্রশ্রয়ভূত বরদান করিয়া বসিলেন। এই বরদানে সন্তান ও সতীস্নেহে স্নেহশীলা মা শঙ্করী শিবের উপর রুষ্ট হইলেন এবং শিবকে ''কথা

পালটাইবার'' জন্য জেদ করিলেন। অগত্যা শিব যবনবাদের অত্যাচারের একটা সময়সীমা নির্দেশ করিয়া দিলেন। সেই সীমার শেষ রেখা আসিতে এখনও প্রায় ষাট বা সত্তর বৎসর বাকী আছে। গুরুদেব বলিয়াছেন, নিকটতর হইবার সময় বেদবাদী হিন্দু এবং মক্কাবাদী মুসলমানদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর রক্তপাত লীলার উৎসব হইবে। উহার পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু রাজা ও নেতাদের মধ্যে সীমাহীন নপুংসক নীতির প্রশ্রয় দেখা দিবে। ''এবমেব মহাদেবী, কামরূপাধিপো শবে।'' ''হে মহাদেবী, এইজন্যই কামরূপের (ত্রিকোণাকার ভারতের) অধীপগণ শব রূপ ধারণ করিবেন।'' অর্থাৎ ভারতের রাজা ও নেতাগণ দুর্বলনীতি গ্রহণ করিয়া যবনবাদকে প্রশ্রয় দিবেন। ''মহান আত্মাকে'' কেন্দ্র করিয়া যে সব অনুভূতির স্তর অবস্থিত ওইগুলি সবই শিব স্তরের (ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য) অন্তর্গত। শিবস্তরের যোগীরা এতটা সমাধি ও শান্তি রসে মগ্ন থাকেন যে অসুরদের দুষ্টামী বুঝিতে অনেক সময়ই সক্ষম হন না। শক্তিস্তরে প্রবেশ করিলে সাধক সর্বপ্রকারেই শক্ত হন। শক্তিস্তর সাধককে লৌকিক কর্ম জগৎ এবং অলৌকিক জ্ঞান জগৎ, উভয় জগতেই শক্তিমান করে। শক্তিবাদকে, সমাজ জীবনে ব্যাপক ভাবে স্থান দিবার জন্যই বালকের গায়ত্রী উপাসনা, সাধকের শক্তি সাধনা এবং সমাজে ব্যাপকভাবে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শক্তিপূজার প্রবর্তন হইয়াছে। আমরাও সমাজের চিন্তাশক্তি সবল করিবার জন্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ উপাসনার প্রবর্তন করিয়াছি।

৭। যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতের্বিব্যজায়ত।
এতদ্বৈতৎ॥ ৭৮॥

যাহা প্রাণদ্বারা সংগঠিত, যাহা সমস্ত অদিতি নামে খ্যাতা দেবতাময়ী, যিনি সমস্ত ভূতের সমষ্টি ভূতা, তিনি গুহার মধ্যেই প্রবিষ্ট আছেন। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ছয় নম্বর মন্ত্রে যে স্তরের দর্শনের কথা যমরাজা ব্যক্ত করিয়াছিলেন সাত নম্বর মন্ত্রে সেই স্তর হইতেও একটু উচ্চ* স্তরের দর্শনের কথা বলিতেছেন। এই দর্শনই ''হিরণ্যগর্ভ'' স্তরের দর্শন। সমস্ত দেবতাদের তেজে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং এই মহাশক্তির নিকট অসুরবাদ ধ্বংস হইয়াছিল। সূর্যস্তরের পথেও হিরণ্যগর্ভ স্তরে আসা যায়। কিন্তু সেই দর্শনে সমস্তটা হিরণ্যগর্ভ প্রকাশিত হয় না। মহা শিব স্তরের দর্শনের পর আবার যখন হিরণ্যগর্ভ স্তর প্রকাশিত হয় তখন এই স্তরে শক্তিস্তরের সমস্ত প্রকার শক্তির বিকাশ হয়। মহৎ অব্যক্তই মহাশিব, এই কথা আমরা বলিয়াছি। ''অব্যক্ত'' শক্তিস্তরেরই অংশ। এ স্তরের স্পর্শ পাইবার পর

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ''নিম্ন'' শব্দটিকে পরিবর্তন করে ''উচ্চ'' শব্দ গৃহীত হল।

হিরণ্যগর্ভের স্তর বিকশিত হওয়া মানেই অসুর ধ্বংসের কার্যে মহাশক্তির ও মহাশক্তিধরের আবির্ভাব। এই স্তরই মহিষাসুর-মর্দিনী মহাশক্তি দুর্গাদেবী।

৮। অরণ্যের্নিহতো জাতবেদা -
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি
র্হবিষ্মদ্ভি মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৭৯॥

জাতবেদা অর্থাৎ অগ্নি অরণ্যে নিহিতো আছেন। ইহা গর্ভস্থ শিশুকে যেমন গর্ভিণীগণ পোষণ করিয়া পুষ্ট করেন ঠিক সেইরূপ যজ্ঞরত জাগ্রত সাধককে, সেই অগ্নিই হোমের আহূতির মাধ্যমে পরিপুষ্ট করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রটির মর্ম অত্যন্ত গম্ভীর। কিন্তু এই মন্ত্রটিকে অত্যন্ত কম কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। অভিজ্ঞ ও ক্রিয়াবান সাধক অবশ্য সহজেই ইহার মর্ম বুঝিতে সমর্থ। নচিকেতা ক্রিয়াবান ও জাগ্রত সাধক। তিনি যত সহজে ইহার মর্মানুধাবন করিতে সমর্থ অন্যে অত সহজে সমর্থ নহেন।

যজ্ঞের জন্য যে অগ্নি চয়ন করা হয় উহা দুইখানা কাষ্ঠ সহায়ে চয়ন করা হয়। নিম্নস্থ কাষ্ঠ খণ্ডের নাম ''অধো আরুণী'' উপরিস্থিত কাষ্ঠ খণ্ডের নাম ''ঊর্ধ্ব আরুণী''। সাধারণতঃ অগ্নি উৎপাদন কার্যে কুলের ভাল ব্যবহার করা হয়। নিম্নস্থ কাষ্ঠখানার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র করা হয়। ঊর্ধ্বস্থ কাষ্ঠ খণ্ডের দুই প্রান্তই কাঠ-পেন্সিলের মত কাটিয়া একটু সূচালু করা হয়। ঊর্ধ্বস্থ কাঠখানার একটি প্রান্ত নিম্নস্থ কাষ্ঠ খণ্ডের মধ্যস্থ ছিদ্রস্থানে একটু কষা করিয়া স্থাপনা করা হয়। ঊর্ধ্বস্থ কাষ্ঠ খণ্ডের উপরিভাগকে অন্য একখানা কাষ্ঠ ছিদ্রে রাখিয়া উহাকে একজন লোক চাপ দিয়া স্থিরভাবে ধরিয়া রাখেন এবং অন্য একজন লোক মধ্যস্থ কাঠখানার সঙ্গে রজ্জু জড়াইয়া লইয়া সেই রজ্জুর সাহায্যে টানিয়া দ্রুত ঘুরাইতে থাকেন। ফলে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ লাগিয়া কাঠের নিম্ন সংযোগস্থলে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এই জ্বলন্ত অগ্নিকেই সহজ দাহ্য বস্তুর সাহায্যে গ্রহণ করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিরূপে ব্যবহার করা হয়।

প্রত্যেক জীবিত জীবের শরীরেই অগ্নি (উত্তাপ) বিদ্যমান। এই অগ্নিই জীবের জীবনীশক্তির কেন্দ্রীয় উপাদান। এ অগ্নিই উদরস্থ খাদ্য পরিপাক করে। এই অগ্নিই ক্রোধরূপে মানবের মনে জ্বলিয়া উঠে, আবার এই অগ্নিই অসুরকে নাশ করিয়া সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনার সহায়ক হয়। এই অগ্নিই সাধককে সংসার-ত্যাগী যোগী করে, নির্ভীক করে এবং সহিষ্ণু ও কঠোর তপস্বী করে। সাধক যজ্ঞাগ্নিতে এই অগ্নিরই উপাসনা করে। শরীরের মধ্যে নাভিচক্রে, মূলাধার চক্রে এবং মস্তিষ্ক কেন্দ্রে এই অগ্নির কেন্দ্র

* প্রকাশকের নিবেদন - পূর্ণতার খাতিরে এই শব্দটি আমাদের সংযোজন।

রহিয়াছে। এই অগ্নিই সাধারণ সাধককে মহা তপস্বী করিয়া আত্মজ্ঞান দান করে, এইজন্যই অগ্নি-সাধককে গর্ভিণীর গর্ভস্থ সন্তান পুষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

অগ্নিকে ঘৃত আহুতি দ্বারা তৃপ্ত করিতে বলা হইয়াছে। সাধক আত্মস্বরূপ অগ্নিতে ভক্তি ও স্নেহ দান কর। এই স্নেহরস দানই বাহ্য যজ্ঞক্রিয়ার ঘৃতাহুতি এবং ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব। অর্থাৎ যজ্ঞ কর, সাধনা কর, আত্মশক্তিকে ভালবাস, ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক সাধনা কর। এইরূপ সাধনার অভ্যাসই সিদ্ধ অবস্থা। সাধনাই সিদ্ধি। কয়েক দিন সাধনা করিবার পর, সাধনা ত্যাগ করিয়া মাতব্বরী করা কোন সিদ্ধাবস্থা নয়।

৯। যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তত্তু নাত্যেতি কশ্চন॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৮০॥

যাহা হইতে সূর্য উদিত হন এবং সূর্য যাহাতে অস্তগত হন, সেই আত্মাতে সমস্ত দেবতা অর্পিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কাহারও অস্তিত্ব নাই (অর্থাৎ তিনিই সকলের আত্মা)।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সূর্য কোথায় উদিত হন? বৈদিক ধর্মমতে সূর্য হইতেছেন সগুণ ব্রহ্ম। বৈদিক ধর্মমতে সগুণ ব্রহ্মের পাঁচটি স্তর; গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। গণেশ = গণবাদ, সূর্য = জ্যোতিঃবাদ, বিষ্ণু = সমাজবাদ (চার বর্ণ ও চার আশ্রমই ঠিক ঠিক সমাজবাদ; সোসিয়ালিজম নামক সমাজবাদ অসুরবাদীয় রাষ্ট্রবাদের গুণ্ডামীর অভিব্যক্তিমাত্র; উহাতে শান্তিও নাই সুখও নাই)। শিব = ধর্মবাদ (মুক্তি ও দার্শনিক ভিত্তিহীন ধর্মবাদ মূর্খগণের বিশ্বাসবাদমাত্র। উপাসনা এবং ব্রহ্মচর্য ও তপস্যাই ধর্মবাদের মূলকথা)। শক্তি = অসুরবিরোধী ও দুর্বলবাদ নাশক বীর্যবান সমাজবাদই শক্তি বা শক্তিবাদ। সৃষ্টির মূলে শক্তিস্তর অবস্থিত। শক্তিস্তর হইতে বিবর্তিত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্যমতে ইহাই ''মহত্তত্ত্ব'', গীতার মতে ইহার নাম ''মহৎ ব্রহ্ম''। ইহাই শব্দব্রহ্মের স্তর। শক্তিবাদের মতে ইহাই শিব ও মহাশিব স্তর। এই স্তরের পরবর্তী স্তরে দৈবজগৎ বিবর্তিত হইয়াছে। ইহাই হিরণ্যগর্ভ বা বিষ্ণু স্তর। সমস্ত দৈবজগৎ এই স্তরে ধৃত আছে। এই মন্ত্রে ইহাই ''দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাঃ'' কথায় স্থান পাইয়াছে। দৈবজগতের পর ধীরে ধীরে স্থূল বিশ্ব বিবর্তিত হইয়াছে। দৈবজগতের তিনটি স্তর আছে, ইহারাই বিষ্ণু, সূর্য, ও গণেশ স্তর। দৈবজগতের পর স্থূল বিশ্ব বিবর্তিত হইয়াছে। নানা স্তরের মধ্য দিয়া আমাদের এই স্থূল বিশ্ব, মহাশক্তি হইতেই বিবর্তিত হইয়াছে। জ্যোতিঃব্রহ্ম সূর্যও মূল মহাশক্তি হইতেই বিবর্তিত হইয়াছেন।

শক্তিবাদের মতে মূল মহাশক্তির তিনটি স্তর। (১) ইহার একটি স্তরে আটটি মূলশক্তি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল। (২) দ্বিতীয় স্তরে আটটি মূলশক্তি সমষ্টিরূপে অবস্থিত এবং এই

সমষ্টিশক্তি ক্রিয়াশীল। (৩) সমষ্টি অষ্টশক্তির নিষ্ক্রিয় স্তরও আছে, এবং উহাই "নির্গুণ ব্রহ্ম" নামে খ্যাত।

আমাদের প্রশ্ন ছিল সূর্য কোথা হইতে উদিত হইয়াছেন এবং তিনি কোথায় অস্ত যাইবেন? উহার সংক্ষেপ উত্তর সূর্য মূল মহাশক্তি হইতে উদ্ভব হইয়াছেন এবং মহাশক্তিতেই বিলীন বা অস্তগত হইবেন। মূলকথা, মহাশক্তিতেই সূর্যদেবতার অস্তিত্ব এবং মহাশক্তিতেই তাঁহার অস্তিত্বের অবসান। কেবল সূর্যই যে মহাশক্তিতে আশ্রিত আছেন ইহা নহে, ঐ মহাশক্তিতে সকলেই আশ্রিত আছে। এবং এই মহাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া কেহই অবস্থিত নহে।

সূর্য দেবতার কিরণে সাতটি রঙ। (অন্ধকার বা কালো রঙকে রঙ ধরিলে আটটি হয়)। মূল অষ্টশক্তির সমাবেশই সূর্য কিরণের সপ্ত বর্ণ। সপ্ত বর্ণই সূর্যের সপ্তাশ্ব।

গণেশ স্তরের মতবাদই গণবাদ। পশ্চিমের গণবাদের ভিত্তিতে ভারতে যে গণবাদের আন্দোলন ও সংগঠন চলিয়াছে, উহা ভয়ঙ্কর বিষফল প্রদান করিবে। মন্ত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, কেহই সেই মহাশক্তি বা আত্মশক্তিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত নহে। কিন্তু পশ্চিমের গণবাদে অধ্যাত্ম ভিত্তি নাই। শক্তিবাদের প্রচার বৃদ্ধি হইলে উহা স্বতঃই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ভারতে সূর্যস্তরের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রবাদের ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে, উহার ফলও অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়াছে। ইহারা মক্কাবাদী অসুরবাদের নিকট ভারতকে ভাগ করিয়া ভারতের সর্বনাশ করিয়াছে, এবং খণ্ডিত ভারতে সেই অসুরবাদ ভিত্তিক মক্কাবাদকে শক্তিশালী করিবার পথ ধরিয়া ভারতের ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করিবার ভিত্তিদান করিতেছে। ভারতীয় সমাজবাদের ভিত্তিতে এখনও কোন ভাল নেতা ও সংগঠন দাঁড়ায় নাই; যাহারা শক্তিবাদ প্রবর্তন করিয়া মক্কাবাদী অসুরবাদকে বেদবাদী করিয়া লইবে এবং মক্কাবাদী-মন্দিরগুলিতে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের প্রতীক শিবমূর্তি স্থাপনা করিয়া ভারতধর্মের শত্রু ও ভারতকে খণ্ডনকারি দুর্জনগণে বর্ণাশ্রম ধর্মসমাজবাদে পরিবর্তন করিবে। মূর্খ নেতারা সেকুলারিজম্ রাষ্ট্রবাদ করিয়াছে, শক্তিবাদ উহাকে বেদবাদী রাষ্ট্র করিবে এবং অসুরবাদ ধর্মকে সমূলে বহিষ্কার করিবে। খণ্ডিত ভারতকে শক্তি প্রয়োগ করিয়া অখণ্ড করিবে। গান্ধীবাদীদের দ্বারা প্রবর্তিত কন্‌স্টিটিউশন সংশোধন করিতে হইবে। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করিতে হইবে। সরল সংস্কৃতকে কথ্য ভাষারূপে গড়িয়া লইতে হইবে। ইংরেজী ভাষাকে ইংরেজ যেস্থানে দাঁড় করিয়া গিয়াছে উহাকে সেইখানেই রক্ষা করিতে হইবে। ইংরেজী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হইবার দরুণ শক্তিবাদ উহাকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করিবে। বিশ্বকল্যাণে এবং শক্তিবাদ প্রচারে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন আছে।

পূর্ব মন্ত্রে অরণ্য নিহিত অগ্নির কথা বলা হইয়াছে। সূর্যকিরণে যেমন সাত বর্ণের সংস্থান আছে, অগ্নিতেও সপ্তজিহ্বার কথা আছে। এই সপ্তজিহ্বা মূল সপ্ত (শক্তিবাদের মতে অষ্টশক্তি) শক্তির প্রতীক। শরীর মধ্যস্থিত অগ্নি, মনোমধ্যস্থিত অসুরনাশক 'তেজ' এবং সৃষ্টির মূলস্থিত অষ্টশক্তি তত্ত্বতঃ এক। শক্তি সাধনা এবং তপস্যার মধ্যদিয়া মূলশক্তিতে আসিতে হইবে এবং সর্বতোভাবে শক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

যাহারা মনে করে, সূর্যদেব হইতেছেন "খুদার লণ্ঠন" তাহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ কর, দেখিতে পাইবে, দেড় হাজার বৎসরেও ইহাদের চরিত্রে মানবতার বিকাশ হয় নাই। ইহাদের একমাত্র দান সঙ্ঘবদ্ধ গুণ্ডামী ও উচ্ছৃঙ্খলতা। যতদিন ইহারা রাষ্ট্রশক্তি বলে বলীয়ান থাকে না, ততদিনই ইহারা ভালমানুষ ও মিষ্টি ও নরম কথায় অন্যকে ভুলাইয়া রাখে; কিন্তু যে মুহূর্তে রাষ্ট্রশক্তির বল পায় তখনই ইহারা সীমাহীন বর্বর হয়।

১০। যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যু মাপ্নোতি য ইব নানেব পশ্যতি॥ ৮১॥

ইহলোকে যে আত্মা পরলোকেও (স্বর্গাদিতে) সেই আত্মা বিদ্যমান। পরলোকে যে আত্মা, ইহলোকেও সেই আত্মাই বিদ্যমান, যে ইহা দর্শন করে না সে বার বার জন্ম মৃত্যু চক্রে পরিভ্রমণ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যদি ইহকালে এবং পরকালে একই আত্মা বিদ্যমান, তবে মৃত্যুর জন্য চিন্তিত হওয়া চলে না। আত্মজ্ঞ মহাত্মা মৃত্যুর জন্য বিচলিত হন না। আত্মজ্ঞ মহাত্মার নিকট ইহকাল পরকাল ভেদ থাকে না। যতদিন সাধকের মনে ইহকাল, পরকাল ভেদ বিদ্যমান ততদিন আত্মজ্ঞান হয় নাই, জানিতে হইবে।

১১। মনসৈবেদ মাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি যে ইহ নানেব পশ্যতি॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৮২॥

মনদ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। ইহাই নচিকেতা জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মনের স্তরেও সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাব প্রতিফলিত হইবে। আত্মজ্ঞান কিন্তু মনের স্তরে হয় না। আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হয় শক্তিস্তরে, মস্তিষ্কমধ্যস্থিত মহৎ অব্যক্ত কেন্দ্রে (ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে মস্তিষ্ক চিত্র দেখুন)। সেই আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইলে উহার প্রভাব মনের স্তরেও বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এখানে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে নানাত্ব যদি না থাকে তাহা হইলে শরীর যাত্রা ও সমাজ যাত্রা ও রাষ্ট্র নিয়ম কি ভাবে চলিতে পারে? আত্মজ্ঞ মহাত্মা যদি রাষ্ট্রবাদে সংযোগ না রাখেন তবে রাষ্ট্র নিয়ম কি ভাবে চলিতে পারে? আত্মজ্ঞ মহাত্মা যদি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় কিছুটাও নেতৃত্ব না করেন তবে সমাজ নিশ্চয়ই অসুরবাদের লীলাখেলায় পরিণত হইয়া যাইবে। এই মন্ত্রে যমরাজা কি বলিতে চাহেন যে তিনি যে রাজকার্য পরিচালনা করেন উহাতে, পাপ পুণ্য ন্যায় অন্যায় দণ্ড এবং প্রশংসার স্থান নাই? উহার কার্যধারা কি নানাত্বহীন? সৃষ্টির মূলে অষ্টশক্তি বিদ্যমান। এই অষ্টশক্তির সমষ্টিভূত স্তরটি

একাধারে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় সমষ্টি শক্তিই নির্গুণ ব্রহ্ম। সাধক সৃষ্টির এই স্তরের অনুভূতির পরও মনের স্তরেই তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়। মনের স্তরের নানাত্ব স্বাভাবিক। এই নানাত্বের মধ্যেও সাধকের আত্মজ্ঞানের একত্বভাব বিদ্যমান থাকে। ইহার কারণ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের অত্যন্ত প্রভাব। একবার উহার প্রভাব লাভ করিলে জীবনে আর ওই প্রভাব যায় না। সিদ্ধসাধকের বুদ্ধিতে নানাত্ব না থাকিলেও অসুরবাদ প্রতিফলিত হইতে পারে না এবং সমাজ রক্ষায় উহার জন্য সমুচিৎ ব্যবস্থাও করা যায়*। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব এবং অসুরত্ব ইহা মানব চরিত্রের সমুচিত নিয়ম। মানুষের মন ও কার্যধারা ওই নিয়মে পরিচালিত হইতে বাধ্য। আবার আত্মজ্ঞানের প্রান্তে আসিবার পর যে একত্ববোধ উহারও প্রভাব সিদ্ধ সাধকের মনে থাকিবেই। সাধককে উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়াই চলিতে হইবে। নয় তো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অসুরবাদ প্রবল হইয়া ধ্বংস করিবে এবং আত্মজ্ঞানের অনুকূল সমাজ ব্যবস্থার বিপর্যয় হইয়া মানব সমাজকে দুঃখে ও পশুস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং আত্মজ্ঞানের ধারা বিলুপ্ত করিবে। সমষ্টিভূত অষ্টশক্তির নিষ্ক্রিয় স্তরকে কেন্দ্র করিয়া যে ব্রহ্মবাদমূলক দার্শনিকতা প্রতিষ্ঠিত আছে, আমাদের মতে উহা হইতে সমষ্টিভূত অষ্টশক্তির স্তরকে কেন্দ্র করিয়া যে দার্শনিকতা উহা মানবের জন্য অধিক উপযোগী। কারণ উহাতে সাধক নির্গুণব্রহ্ম বাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সক্রিয় শক্তিবাদের ভিত্তিতে সমাজ রক্ষায় ও ব্যবস্থার সক্রিয় ভাগ লইতে সমর্থ। কেহ কেহ ''বেদান্ত'' পাঠ করিয়াই মনের নানাত্ব খণ্ডন করিয়া কিম্ভুত কিমাকার ব্রহ্মজ্ঞানময় (?) জীবন যাপনের চেষ্টা করেন; আমরা বলি, শক্তিবাদকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম, সাধনা ও জ্ঞানানুশীলনই ভাল। ইহারই ফলে নানাত্বের মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠা জাগ্রত থাকিবে।

১২। অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৮৩॥

শরীরের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানে পুরুষ (আত্মা) বিদ্যমান আছেন। তিনি অতীতের ঈশ্বর, তিনি ভবিষ্যতেরও ঈশ্বর। তাঁহাকে জানিতে পারিলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীরের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থানের কথা বলিয়াছেন; ইহা মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডস্থান। ঐখানেই আত্মা অবস্থিত আছেন। ইঁহাকে জানিলে আর কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। এই শিব পিণ্ডকে আশ্রয় করিয়া মনোকেন্দ্র, বুদ্ধিকেন্দ্র (গণেশ), সূর্যকেন্দ্র, বিষ্ণুকেন্দ্র, শিবকেন্দ্র, এবং শক্তি নাড়ী বিদ্যমান। সমস্ত প্রকার লৌকিক জ্ঞান ও কর্মশক্তি এবং সমস্ত প্রকার অলৌকিক জ্ঞান ও কর্মশক্তি এই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থানকে

* প্রকাশকের নিবেদন - এই বাক্যের শেষের ''না'' শব্দটি পরিত্যক্ত হল।

(শিবপিণ্ডকে) অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত। বেদান্তসূত্রে বলিয়াছে ''শাস্ত্র যোনিত্বাৎ''। অর্থাৎ আত্মা হইতেই সমস্ত প্রকার শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কাজেই শিবপিণ্ডকে জানিলে কোন জ্ঞানই অজ্ঞাত থাকে না। ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। এই শিবপিণ্ডের মূর্তিমান বিগ্রহই শিবলিঙ্গ। কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা, তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠা; ইহারা হইতেছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশতত্ত্বের প্রতীক। আকাশতত্ত্বই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষ। আকাশ তত্ত্বই শিব। আকাশতত্ত্বই সাংখ্য বর্ণিত মহত্তত্ত্ব। ইনিই ঈশ্বর এবং ইনিই পরমপুরুষ পরমেশ্বর। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডই হইতেছেন আকাশ বা সর্বজ্ঞানাধার মহান শিব। তাঁহাকে ধ্যান কর। যমরাজার মত কর্ম ও জ্ঞানশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী গুরুর শরণাপন্ন হও। বীজমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ কর, সাধনা কর, গুরুর সঙ্গে সদা লেনদেন ও সেবা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত রাখ। জীবনকে ধর্ম ও কর্মময় কর। সর্বপ্রকার অসুরবাদের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য শক্তিশালী হও। কম্যুনিজম, সোসিয়ালিজম, মক্কাবাদ ও উৎপাতবাদ এবং দুর্বলবাদ ভুলিয়া গিয়া শক্তিবাদের মহাপীঠে সমবেত হও। মানবজীবন সুন্দর ও মহান কর।

১৩। অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরেবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৮৪॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষই জ্যোতির্ময় আত্মা, তাঁহাতে কোনই ধূম্র নাই অর্থাৎ অজ্ঞানতা নাই। তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের ঈশ্বর। তিনিই আজ এবং তিনিই কাল। ইহাই নচিকেতা জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের আয়তন এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত উঁচু। এই শিবপিণ্ড কেবলই জ্ঞানের পিণ্ড নহে। এই শিবপিণ্ডে সমস্ত প্রকার অজ্ঞানতার কেন্দ্রস্বরূপ ''অহং''ও বিদ্যমান। এই ''অহং''ই সমস্ত প্রকার অসুরবৃত্তি ও দুর্বল মনোবৃত্তির কেন্দ্র। ব্রহ্মগ্রন্থি (আশাজাল মনোবৃত্তি), বিষ্ণুগ্রন্থি (মোহ, বিদ্বেষ, ঈর্ষাপ্রধান মনোবৃত্তি), রুদ্রগ্রন্থির (অহং কৈন্দ্রিক মনোবৃত্তি) সীমা ভেদ না হওয়া পর্যন্ত আত্মাতে ধূম্রভাব বা অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে। মন্ত্রে ''ধূম্রহীন জ্যোতির্ময় পুরুষ'' মানে গ্রন্থিহীন স্বচ্ছ আত্মা। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডে জ্ঞানের বিকাশ থাকিলেও ঐ কেন্দ্রে অজ্ঞানতার কেন্দ্রও বিদ্যমান। মহারাজ যম, এই অজ্ঞানতার কথা স্পষ্ট করিয়া মনে রাখিবার জন্য বলিলেন ''জ্যোতিরেব অধূমকঃ'' অর্থাৎ ধূম্রহীন জ্যোতিঃ-পুরুষ। ধূম্রহীন জ্যোতিপুরুষের উপাসনা শিক্ষা দিবার জন্যই দ্বাদশ জ্যোতিঃলিঙ্গপীঠ স্থাপিত আছে। এই পৃথিবীতে ধূম্রময় মূর্খগণ যেসব ধর্ম ও কর্মবাদ স্থাপনা করিয়াছে উহাদের মোহেই আজ ভারতে সেকুলারিজম্ কম্যুনিজম দুর্বলধর্ম ও গান্ধিবাদ চক্করের লীলাখেলা চলিয়াছে এবং ধ্বংসলীলার উদ্ভব হইয়াছে। সমাধান সেকুলারিজম্ ও হিন্দীভাষা নয়; সমাধান অখণ্ডভারত, অখণ্ড বেদবাদ, এবং সংস্কৃত ভাষা।

১৪। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক পশ্যং স্তানেবানুবিধাবতি॥ ৮৫॥

দুর্গম ও উচ্চ পর্বতে বৃষ্টির জল পতিত হইয়া যেমন নিম্নমুখে, নানা পথে বিধাবিত হয়; ঠিক সেইরূপ এই ধর্মের পৃথক দর্শনের ফলে ভেদ দর্শনকারীরা নিম্নমুখে নানা পথে আত্মাকে বাদ দিয়া বিধাবিত হইয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লীতে মহারাজ যম ''এতদ্বৈতৎ'' কথায় অনেক প্রকারের দার্শনিকতার কথা বলিয়াছেন। ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩ অর্থাৎ মোট নয়টি মন্ত্রে তিনি ''এতদ্বৈতৎ''-এর উল্লেখ করিয়াছেন, পরবর্তী বল্লীতেও এইরূপ ''এতদ্বৈতৎ'' কথা তিনি আরও বলিবেন। তিনি শিষ্যকে সাবধান করিয়া দিলেন যে এত সব ধর্মকথাকে যেন নচিকেতা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়া মনে না করেন। বরং এই সব বিভিন্ন প্রকারের ধর্মকথা একই আত্মতত্ত্বের অনেক প্রকারের অভিব্যক্তি বলিয়া জানেন। অর্থাৎ নচিকেতা যেন সবগুলি উপদেশের মধ্যে একই আত্মতত্ত্বের মর্মকথা অনুভব করিতে চেষ্টা করেন। কর্মক্ষেত্রে দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদ নিশ্চয়ই আত্মবাদ ধর্ম নহে, ইহা শক্তিবাদীরা মনে রাখিবে।

১৫। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৮৬॥

হে গৌতম নচিকেতঃ! নির্মল জল, নির্মল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন নির্মলই থাকিয়া যায়, ঠিক সেইরূপ অনেক প্রকারের উপদেশের মধ্যে একই ব্রহ্মতত্ত্বই নিহিত আছেন, মুনিগণ (মননশীল মহাত্মা) ইহা জানিয়া আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তা।

ইতি ১৪১ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ শ্রীস্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য ১৪২ সংখ্যক আনন্দ মঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমা বল্লীর শক্তিবাদ ভাষ্য সমাপ্ত। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

দ্বিতীয়া বল্লী

১। পুরমেকাদশদ্বারমজস্যা বক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
এতদ্বৈতৎ॥ ৮৭॥

একাদশ দ্বার বিশিষ্ট পুরটি জন্মরহিত ও কুটিলতাহীন শুদ্ধ চেতনার অধীন, এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মার শোক থাকে না এবং শরীর ত্যাগের পরও তিনি বিশেষ ভাবে মুক্তিলাভ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীরকে একাদশ দ্বার বিশিষ্ট পুর বলা হইয়াছে। মস্তকে দ্বার আটটি, চক্ষু দুই, কর্ণ দুই, নাসিকা দুই, মুখ এক, ব্রহ্মরন্ধ্র এক, মোট আটটি; নাভি এক, মলদ্বার এক, মূত্রদ্বার এক, মোট এগারোটি দ্বার বিশিষ্ট আমাদের শরীর রূপ পুরটিতে আত্মা অবস্থান করেন। মস্তকস্থিত আটটি দ্বার বিশিষ্ট অংশকে অনেক স্থানে ''গুহা'' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথাস্থানে আমরা উহা বলিয়াছি। এই একাদশ দ্বার বিশিষ্ট পুরকে কোন কোন শাস্ত্রে দশ দ্বার এবং নব দ্বার পুরও বলিয়াছেন। এই পুরটিকে বা শরীরটিকে আমরা ''আমার শরীর'' বলিয়াই জানি। রুদ্রগ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্যন্ত এই শরীরটি বা পুরটি যে ''আমার বা অহং''-এর, ইহাতে সন্দেহ নাই। অহং কেন্দ্র ভেদ হইবার পর সাধক জানেন এই পুরটি সর্বতোভাবে ''চেতনারূপ ব্রহ্মে''র অধীন। পূর্ণ জ্ঞান হইবার পূর্ব পর্যন্ত কোন সাধকেরই শরীরটা যে ''চেতনা'' বা ''আত্মার'', এই জ্ঞান দৃঢ়মূল হইতে পারে না। এই সব কথাই যোগশাস্ত্রের কথা। যোগশাস্ত্রের কথার মধ্যে যমরাজা দার্শনিক জ্ঞানের কথাও বলিয়া চলিয়াছেন। যোগের কথা তিনি খুব স্পষ্ট করিয়া এই উপনিষদের শেষের দিকে বলিবেন। পরবর্তী মন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে দার্শনিকতার কথা। পাঠক পরবর্তী মন্ত্রে প্রবেশ করুন।

২। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্
হোতা বেদিষদিতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বর-সদৃত সদ্ব্যোমস-
দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ৮৮॥

তিনি হংসঃ স্বরূপ, তিনি শুচি স্বরূপ, তিনি বসুঃ স্বরূপ, তিনি অন্তরীক্ষ স্বরূপ, তিনি অতিথি স্বরূপ, তিনি হোতা, তিনি বেদী স্বরূপ, তিনি ঘটস্বরূপ, তিনি নৃস্বরূপ, তিনি বরস্বরূপ, তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি ব্যোমস্বরূপ, তিনি জলজ জীবস্বরূপ, তিনি গো বা পশুজাত সমস্ত জীবস্বরূপ, তিনি সত্য হইতে জাত সমস্ত পদার্থ, তিনি পর্বতে জাত সমস্ত পদার্থ, তিনি ব্যাপক সত্যস্বরূপ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রটি শক্তিপূজার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ৫টি মন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই মন্ত্রটি সেই ৫টি মন্ত্রের একটি। ৫টি মন্ত্রই ব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশক। কাজেই হিন্দুদের মূর্তিপূজা যে ব্যাপক ব্রহ্মেরই পূজা ও উপাসনা, ইহাতে সন্দেহ নাই। মক্কাবাদী পশু ও বর্বররা মূর্তিপূজা ভঙ্গের নামে ভারতের প্রতিটি তীর্থস্থান ও গ্রাম কলুষিত করিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা শেষকালে পুণ্যভূমি ভারতকে ভগ্ন করিয়া পাকিস্তান করিলে তো সেখানে চলিয়াই বা গেলে না কেন? শক্তিবাদের উদয় হইবার পর ভারতে এবং অখণ্ড ভারতে মক্কাবাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকার জানিও। অখণ্ড ভারত, অখণ্ড বেদবাদ এবং সংস্কৃতই মুক্তি*।

মন্ত্রটির মধ্যস্থিত শব্দগুলির সাধারণ অর্থ বলা যাইতেছে। হং মানে পুরুষ, সঃ মানে প্রকৃতি, হংসঃ মানে পুরুষ প্রকৃতি। শুচি মানে স্বর্গ (শুদ্ধস্থান)। বস্থ মানে পৃথিবী। অন্তরীক্ষ মানে আকাশ। হোতা মানে যজ্ঞে আহুতি দানকারী। বেদী মানে যজ্ঞের বেদী। অতিথি মানে যজ্ঞে যাঁহারা আসিয়াছেন ও প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। দুরোণো মানে ঘটস্থাপনার কলসী। নৃ মানে মানুষ বা জনতা। বর মানে যজ্ঞে দৈব তুষ্টির ফলে দেবতা দ্বারা বরদান। ঋত মানে সত্য। ব্যোম মানে শূন্য আকাশ। অব্জা মানে জলজ জীব। গোজা মানে পশুস্তরের জীবগণ, ঋতজা মানে সত্য বা ঈশ্বর হইতে জাত সমস্ত পদার্থ। অদ্রিজা মানে পর্বতজাত সমস্ত পদার্থ। ঋতং বৃহৎ মানে ব্যাপক চেতনা।

৩। ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ৮৯॥

বামনদেব (মস্তিষ্ক) মধ্যে অবস্থিত আছেন। তিনি প্রাণবায়ুকে ঊর্ধ্বগামী করেন, অপান বায়ুকে নিম্নগামী করেন, সমস্ত দেবতাগণ সেই বামন দেবতার উপাসনে নিযুক্ত আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড হইতে শরীর পরিচালক যন্ত্রের সমস্ত নাড়ীগুলি প্রবাহিত হইয়াছে। সমস্ত যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়শক্তি ও উহাদের চালক শক্তির মূল কেন্দ্র হইতেছে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং অব্যক্ত ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ও শক্তির মূল উৎস হইতেছে শিবপিণ্ড। শিবপিণ্ডকে ঘেরিয়া সমস্ত যন্ত্রশক্তি ও মন বুদ্ধি চিত্ত অহং; জ্ঞান বিজ্ঞানকেন্দ্র ও নাড়ীগুলি সদাই অবস্থিত আছে। ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে সমস্ত কথার মর্ম বুঝিতে চেষ্টা করুন। অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত শিবপিণ্ডে এই আত্মদেবতাকে ''বামনদেব'' বলা হইয়াছে। ইহার কারণ একটি ক্ষুদ্র স্থানে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি, কর্মশক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়া এই ''বামন দেবতা'' অবস্থিত। শরীর যন্ত্রের সমস্ত কার্যধারা ও শক্তি অতি ক্ষুদ্র আকার বিশিষ্ট শিবপিণ্ডে বিদ্যমান। এই শিবপিণ্ডই দেবতাগণের উপাস্য বামনদেব এবং হিন্দুদের মহাদেব।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - ''মুক্ত'' শব্দটির স্থানে ''মুক্তি'' শব্দটি আমাদের সংশোধন।

৮৩ নং এবং ৮৪ নং মন্ত্রে এই বামন দেবতাকেই ''অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো'' বলা হইয়াছে। অহংকার প্রভাবে এই শিবপিণ্ড-দেবতা সীমাবদ্ধ ও মলিন থাকিলেই ইনি জীবত্বের কেন্দ্র। আসুরিক ও দুর্বল বাদীরা ''অধূমক'' (মলিনতা হীন) শিব দেবতার সন্ধান পায় না। ''রুদ্রগ্রন্থি ভেদ''কারী সিদ্ধসাধকের শিবপিণ্ড দেবতা নিশ্চয়ই মলিনতা হীন ''জ্যোতির্লিঙ্গ'' শিব। শাস্ত্রে ১২টি শিবলিঙ্গ পীঠকে জ্যোতির্লিঙ্গ ''মহাপীঠস্থান'' বলা হইয়াছে।

এ সব মহাপীঠস্থানগুলির অধিকাংশই বৈদিক যুগে মস্তিষ্ককেন্দ্রে যে আত্মা অবস্থিত ইহা বুঝাইবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। মক্কাবাদী বর্বর ও যবন মহম্মদ ঘোরী ''সোমনাথ শিব'' কেন্দ্র ভঙ্গ করিয়াছিল। এই সোমনাথ শিব সৌরাষ্ট্র দেশে অবস্থিত। এই মন্দির সম্প্রতি পুনঃ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই সোমনাথ শিব মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারত ও পাকিস্থানে মক্কাবাদী বর্বরগণে এক মহা আলোড়ন সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই প্রতিষ্ঠা দিবসে মক্কাবাদীদের গৃহে যে সব শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহাদের সকলের নাম ''মহামদঃ'' রাখা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বর্বরদের ধারণা, এরা বড় হইয়া ভারতের ''জ্যোতিঃ মূর্তি'' ও মন্দির ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইবে। শিবের বর দান ছিল, যে ''বর্বর যবনরা অধ্যাত্ম সভ্যতার অনেক ভয়ঙ্কর ক্ষতি করিতে, সতীর অপমান করিতে এবং অনেক মন্দির ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইবে এবং ভারতীয় রাজা ও নেতাগণ নপুংসক নীতি গ্রহণ করিয়া সবই মূর্খের মত সহ্য করিবে।'' ফলতঃ ঘটনা আজ পর্যন্ত ভারত ভঙ্গ ও স্বরাজের যুগেও এরূপই ঘটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু শিবের আরও বর দান আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে - ''দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পীঠস্থান দর্শন এবং কুমারী পূজার পুণ্যবলে, যবন বাদ ধ্বংস হইবে।'' শাস্ত্রে উহার সন তারিখ উল্লেখ আছে। সেই দিন আসিতে বেশী বিলম্ব নাই। শিবের বরে, সব যুগেই অসুরদের অত্যাচার প্রবল হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সেই আসুরিক অত্যাচারের ধাক্কা শিবকেও সহ্য করিতে হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ মন্দির ও কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসে উহাই প্রমাণিত হইয়াছে। মন্দির ধ্বংসরূপ বর্বরকাণ্ডে শক্তিবাদী সাধকের মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ধ্বসিয়া যায় নাই। কিন্তু জনতা তীর্থ দর্শনে নির্গত হইয়া এ সব দুষ্কার্যের চিহ্ন দর্শন করিয়া মক্কাবাদ ধর্মে ঘৃণা ও মনে মনে উত্তেজনা পোষণ করিবে। এই ঘৃণা ও উত্তেজনাই একদিন ভারত হইতে নিশ্চয়ই মক্কাবাদের মূল বিচ্ছিন্ন করিবে। যাহা হউক, ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ পীঠের দ্বিতীয়টি হইতেছে চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পর্বতের ''চন্দ্রনাথ শিব''। তৃতীয়টি অবন্তী নগরে ''মুক্তিনাথ শিব''। চতুর্থটি হইতেছে নেপালে ''পশুপতিনাথ''। ৫মটি কাবেরী নদীতটে অমরেশ্বরে ''ওঁকারনাথ''। ৬ষ্ঠ বৈদ্যনাথ শিব (দেওঘরে)। ৭ম দারুকাবনে নাগনাথ (দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখা যায়)।

৮ম কেদারনাথ শিব হিমালয়ে। এই শিবটি সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড আকারে অবস্থিত। ইহা এত বৃহৎ যে একখানা বৃহৎ গৃহকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া অবস্থিত আছেন। ৯ম ত্র্যম্বকশিব, গোদাবরী তীরে অবস্থিত। ১০ম রামেশ্বরে - রামেশ্বর শিব। ১১শ বিশ্বনাথ শিব বারাণসীতে। বিশ্বনাথ শিবের প্রাচীন মন্দিরে এখনও বর্বররা

নমাজ পড়িতে সমবেত হয়। ইহা একটি ভয়ঙ্কর ও প্রলয়কর উত্তেজনার স্থান হইয়া রহিয়াছে। ১২শ সুঘৃণেশ শিব ইলাপুরে অবস্থিত আছেন। শক্তিবাদীরা মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত দেবতাদের আরও মহাশক্তিধর এবং সমস্ত জ্যোতির্লিঙ্গ বিগ্রহাত্মক জ্যোতির্লিঙ্গের ধ্যান কর এবং সমাজ হইতে অসুরবাদ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হও। জনতাকে অখণ্ড ভারত এবং অখণ্ড বেদবাদে প্রতিষ্ঠিত তে হইবে। বৈদ্যনাথ শিবকে লঙ্কেশ্বর রাবণ লঙ্কায় লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীবৈদ্যনাথকে লইয়া যাইতে সক্ষম হন নাই। দৃঢ়মূল হইয়া বৈদ্যনাথ শিব সাঁওতাল পরগণায় রহিয়া গেলেন।

দেবতাগণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্রস্থানে অবস্থিত মস্তিষ্ক মণি জ্যোতির্লিঙ্গ বামনদেবকে উপাসনা করিতে সক্ষম। দৈবীসম্পদে নিষ্ঠাসম্পন্ন মানবগণই দেবতা। গীতায় ২৯টি সম্পদের কথা আছে। শক্তিবাদে উহার ৫টিকে প্রধান মানা হইয়াছে। সত্য, প্রেম, শান্তি, অভয় এবং তেজ (অসুরবিদ্বেষ নামক বৃত্তি)তে শক্তিবাদীরা প্রতিষ্ঠিত হও।

৪। অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৯০॥

এই শরীরস্থিত দেহী দেহ হইতে বহির্গত হইলে, এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে? (অর্থাৎ শরীর ও শরীরস্থিত কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই চেতনাশক্তি থাকে না)। ইহাই নচিকেতা জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মস্তিষ্কমধ্যস্থিত শিবপিণ্ড যে জীবনের লক্ষ্য নহে এবং জীবনের লক্ষ্য হইতেছে যে আত্মসত্ত্বা, ঐ আত্মসত্ত্বার কেন্দ্র হইতেছে মস্তিষ্ক, একথা স্পষ্ট করিয়াই যমরাজা বলিয়া দিলেন। যমরাজা দেহাত্মবাদের কথা বলেন নাই, মনে রাখিও।

৫। ন প্রাণেন না পানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতা বুপাশ্রিতৌ॥ ৯১॥

মরণশীল মনুষ্য প্রাণ বা অপান দ্বারা জীবিত থাকে না। কিন্তু আত্মার সহিত প্রাণাপান সংযুক্ত আছে, সেই আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই মনুষ্য জীবিত থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড এবং মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া জীবের জীবনীশক্তির কেন্দ্র বিদ্যমান। শ্বাসে প্রশ্বাসের মূল সংযোগ শিবপিণ্ড স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দেখুন। মস্তিষ্কের মধ্যে হংস পীঠ আছে। সেই হংসঃ পীঠই শ্বাসপ্রশ্বাসের শেষ ও মূল স্থান। ক্রমবিকাশ, শক্তিবাদ-ভাষ্য গীতা এবং সিদ্ধসাধক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হইয়াছে। উপনিষদের গূঢ় মর্ম

আনন্দমঠের সাধনায় যাঁহারা প্রবেশ করেন নাই বা সিদ্ধিলাভ করেন নাই, তাঁহাদিগকে বুঝানো কঠিন।

৬। হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১২॥

হে গৌতম! আনন্দের সহিত তোমাকে এই গুহ্য ও সনাতন ব্রহ্মবিদ্যা বলিতেছি। (ইহা না জানিয়া) মৃত্যু লাভ করিলে মানুষ যাহা লাভ করে তাহাও বলিতেছি।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যমরাজা শরীর ত্যাগের পূর্বে আত্মজ্ঞান লাভ যে বিশেষ প্রয়োজন, ইহাই বলিতেছেন। হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর কোন ধর্মেই আত্মজ্ঞান বিষয়ে কোন কথাই নাই। হিন্দুরাও জানিয়া রাখ, দুর্বল ও অসুরবাদমূলক ধর্ম ও কর্মবিজ্ঞানও আত্মজ্ঞান দিতে সক্ষম নহে। অতএব কর্ম উপাসনা ও জ্ঞানানুশীলন কার্যে শক্তিবাদকেই আশ্রয় করিবে। ইহাকে গুহ্যবিজ্ঞান বলা হইয়াছে। ইহার কারণ, দুর্বলবাদী ও অসুরবাদীরা ইহাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে।

৭। যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থানুমন্যেঽনুসংযন্তি যধা কর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ ১৩॥

নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয়। অপর কোন কোন দেহী বৃক্ষাদি স্থানু জীব হইয়াও জন্মগ্রহণ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীর জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের কর্মফল ও জ্ঞানফল বলা হইয়াছে। যদি সাধক শরীর জ্ঞানের সীমা অহং গ্রন্থি অতিক্রম করেন তবে তিনি নির্বাণ লাভ করেন। যদি তিনি দেহাত্মজ্ঞানের সীমা অতিক্রম না করেন তবে তিনি কর্মানুসারে অন্য জন্ম পরিগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণ উন্নত বিকাশের অনুকূলক্ষেত্রেও হইতে পারে এবং অন্য স্থানে অন্য জীবেও জন্ম হইতে পারে।

৮। য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ॥ ১৪॥

সুষুপ্তিকালে পুরুষ (আত্মা) জাগ্রত থাকেন, তিনি নিজেই নিজের সুখ-ভোগের উপাদান সকল নির্মাণ করিতে থাকেন এবং নিজে নিজে তৃপ্ত থাকেন। সেই পুরুষই জ্যোতির্ময়

(ধূম্রহীন) ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন। তাঁহাতেই সমস্ত জীব আশ্রিত আছে। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কাহারও অস্তিত্ব নাই। ইহাই নচিকেতা জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। জীব যখন সুষুপ্তিতে নিমগ্ন থাকে, সেই সময় আত্মা জাগ্রত থাকেন এবং নিজে নিজে তৃপ্ত ও সুখে অবস্থান করেন। তাঁহার সুখের উপাদান বাহ্য জগৎ হইতে আসে না, সুখের উপাদানগুলি আত্মার মধ্যে অবস্থিত আছে। নিদ্রার তিনটি স্তর, সূর্যস্তরের নিদ্রা স্বপ্নময়, স্বপ্ননিদ্রার সুখ খুবই কম, অশান্তির ভাগ বেশী। সুখ নিদ্রা বিষ্ণুস্তরের নিদ্রা, ইহাতে সুখবোধ জাগ্রত থাকে; সুখনিদ্রা কালে কাউকেও জাগাইয়া দিলে তাহার মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলে ভীষণ আঘাত লাগে। এইরূপ আঘাতে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, দেখা গিয়াছে। সুষুপ্তি নিদ্রা আরও গভীর। সুষুপ্তিকালে কাউকে জাগাইয়া দিলে তাহার স্নায়ুতে আঘাত লাগে না। সাধারণতঃ উচ্চস্তরের যোগী ভিন্ন অন্য সাধারণ লোকের সুষুপ্তি-নিদ্রা হয় না। সুষুপ্তি কেহ ইচ্ছাপূর্বক আনিতে পারে না। সুষুপ্তি আপনিই আসে আপনিই মিটিয়া যায়। স্বপ্ন এবং সুখনিদ্রাও আপনিই আসে আপনিই চলিয়া যায়। সুষুপ্তিকালের নিদ্রায় আত্মা নিরালায় আত্মপ্রতিষ্ঠ থাকেন। তাঁহাতে কোন জন্মেরই জাগতিক কোন সংস্কারই থাকে না। জাগ্রতকালে আত্মাকে এইরূপভাবে (সমাধিতে) লাভ করাই আত্মজ্ঞান। সুষুপ্তিকালে মানব যেরূপ নির্বিষয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠ থাকেন, জাগ্রতকালে ঐরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠ থাকাই আত্মজ্ঞান।

৯। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ৯৫॥

একই অগ্নি, যেরূপ জগতে প্রবেশপূর্বক বিভিন্ন বস্তুতে তদ্রূপ হইয়া অবস্থান করিতেছে এবং অগ্নি যেমন সেই বস্তু হইতে পৃথক হইয়াও অবস্থান করিতেছে ঠিক সেইরূপ আত্মা এক এবং নানা জীবে প্রবিষ্ট থাকিয়া ও সর্বজীব হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও অবস্থান করিতেছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অগ্নি মানে ''তাপ''। প্রত্যেক বস্তুতেই তাপ আছে। আবার ''তাপ'' আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া সর্বত্র অবস্থান করিতেছে। তাপকে তাপমান যন্ত্রে মাপ করা হয়। তাপ যেখানে খুব কম থাকে, সেখানে তাপকে ''মাইনাস ... ডিগ্রী'' তাপে মাপা হয়। বিশ্বের সমস্ত বস্তুতেই তাপ আছে, আবার বিশ্ব না থাকিলে ব্যাপক আকাশ ব্যাপিয়া তাপ থাকিবেই। ব্যাপক আত্মাকে এই তাপ অবস্থানবিজ্ঞানে ধারণার অভ্যাস করিয়া ব্যাপক আত্মস্বরূপকে বুঝিবার অভ্যাস করিতে উপদেশ যমরাজা প্রদান করিলেন। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপে বুঝিবার অভ্যাস করা প্রয়োজন। আত্মা এইভাবেই প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত আছেন। আবার সব বস্তু হইতে স্বতন্ত্র ব্যাপক

আত্মাও সদা রহিয়াছেন। আত্মা এইভাবে ব্যাপকভাবে অবস্থিত থাকিলেও কোন জীবেরই অহং ভাবটি নষ্ট হইয়া যায় নাই; অসুরবাদ, দুর্বলবাদ ও জীব সমষ্টির অস্তিত্ব যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা জানিয়া শক্তিবাদী সাধক অসুরবাদ ও দুর্বলবাদের নিকট সাবধান থাকিবেন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্রহ্মবাদীয় মহাত্মারা সমাজকে অসুরবাদের নিকট অত্যন্ত অদূরদর্শিতা ও ভাবপ্রবণ থাকিবার উপদেশ দিয়া নিজে উভয়পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানী সাজিয়াছেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্বল করিয়া, অসুরের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। অসুরবাদের নিকট যদি তুমি ভয়ঙ্কর শক্ত না থাক তবে জানিতে হইবে অহংকার প্রভাবে প্রভাবিত অসুরবাদের নিকট তুমি দুর্বলবাদ অবলম্বন করিয়াছ। অসুরবাদ ও দুর্বলবাদ কখনও অহংসীমা অতিক্রম করে না। দুর্বলবাদ হইতে অসুরবাদ শক্তিশালী; কিন্তু অসুরবাদ হইতে শক্তিবাদ সহস্রগুণ শক্তিশালী, মনে রাখিবে। সাবধান, ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে যাইয়া সাধক যেন অসুরবাদের নিকট পদানত হইও না।

১০। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রতিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

একই বায়ু যেরূপ জগতে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন বস্তুতে তদ্রূপ হইয়া অবস্থান করিতেছে এবং বায়ু যেমন সেই বস্তু হইতে পৃথকভাবেও অবস্থান করিতেছে; ঠিক সেইরূপ, এক আত্মা নানা জীবে প্রবিষ্ট থাকিয়া এবং সর্বজীব হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও অবস্থান করিতেছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মজ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য যমরাজা আরও একটি উপমা উপস্থিত করিলেন। পূর্ব মন্ত্রে তিনি অগ্নিকে কেন্দ্র করিয়া ছিলেন, এই মন্ত্রে তিনি বায়ুকে কেন্দ্র করিয়াছেন। শক্তিবাদী সাধক ভালভাবেই মনে রাখিবেন এভাবে ব্যাপক আত্মার সাধনা কোন সাধককেই 'অহং'গ্রন্থি বা রুদ্রগ্রন্থি ভেদের স্তরে লইয়া যাইতে সক্ষম নহে। তাহা হইলেও শক্তিবাদী সাধক সত্য, প্রেম, শান্তি, অভয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দৈবীভাব তেজ (অসুরনাশ) নামক দৈববৃত্তির অভ্যাসসহ সব রকম সাধনাই করিয়া চলিবেন। আশাপাশ (ব্রহ্মগ্রন্থি), মোহপাশ (বিষ্ণুগ্রন্থি), অহংপাশ (রুদ্রগ্রন্থি) ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞান অসম্ভব। গণেশস্তরের অনুভূতির পর ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়, সূর্য ও বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি আসিলে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হয়। শিবস্তরের অনুভূতি আসিলে রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয়। ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য।

১১। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্য দোষৈঃ।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ৯৭॥

যেমন সূর্য সমস্ত লোকের চক্ষুস্বরূপ হইয়াও চক্ষু বা দৃষ্টি সম্বন্ধীয় বাহ্যদোষে লিপ্ত হন না; ঠিক সেইরূপ সর্বভূতান্তরাত্মা এক হইলেও তিনি বাহ্য শোকদুঃখে লিপ্ত হন না। কারণ তিনি অসঙ্গ আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সূর্যকে সমস্ত জগতের চক্ষু বলা হইয়াছে। সূর্য যে সৃষ্টির মূলভূত অষ্টশক্তির মূর্তিমান বিগ্রহ একথা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। বেদে সূর্যকে ''আত্মা'' বলা হইয়াছে। ''সূর্য্যো আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ''। আমাদের শরীরে যে ইন্দ্রিয়গণের শক্তি রহিয়াছে উহা আত্মশক্তি হইতেই আসিয়াছে। সূর্যজ্যোতিও মূল অষ্টশক্তিরই বিকাশ। বাহ্য সূর্যজ্যোতি অথবা শরীর মধ্যস্থিত দৃষ্টিশক্তি, কেহই বাহ্য ব্যবহার জগতের কোন বিষয়েই লিপ্ত নহে। বিষয়ের লিপ্ততার কারণ হইতেছে, জীবের ''অহং, মোহ এবং আশাপাশ''। রাজযোগী সাধক খুব ধীর হইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। জীবের চক্ষু ও মুখের হাসিতে যে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় প্রিয় জ্যোতি ফুটিয়া উঠে উহার মূল স্থান হইতেছে ''আত্মা''। আত্মা প্রিয় বলিয়াই ইন্দ্রিয় মধ্যস্থিত জ্যোতির বিকাশ আমাদের নিকট এত প্রিয়। সেই আত্মা যুগ যুগান্তর নির্লিপ্তই আছেন। অষ্টশক্তির সমাহারভূত আত্মাতে এবং 'সূর্য ভগবানে' কোনই ভেদ নাই।

১২। একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ৯৮॥

বশী (সর্বনিয়ন্তা) এক, তিনিই সমস্ত জীবে অন্তরাত্মা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি একই আত্মরূপকে বহু রূপ করিয়াছেন, সেই সর্বনিয়ন্তাকে (বশীকে) যিনি ধীর হইয়া নিজের মধ্যে অনুভব করেন, তিনিই শাশ্বত সুখ প্রাপ্ত হন, অন্যে নহে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ৯নং মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১২নং মন্ত্র পর্যন্ত রাজযোগের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মহারাজা যম নচিকেতার মনকে ধীরে ধীরে সূক্ষ্মতত্ত্ব গ্রহণের অনুকূল করিয়া লইতেছেন। প্রত্যেকটি হিন্দুই জন্মান্তরবাদী এবং আসুরিক নীতির বিরোধী। এতটা ব্যাপক ভাবে আধ্যাত্মিকতা ও অসুর বিরোধিতার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত একটা বিরাট সমাজের কথা ভাবিতে আমার সত্যই বিস্ময় মনে হয়। এইরূপ একটা মহান সমাজ আজ কয়েকশত বৎসর ধরিয়া অসুর ও দুর্বলবাদী পশুদের দ্বারা নানাভাবে অপমানিত লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইয়া চলিয়াছে। ইহার মূলে যে দুর্বলবাদীয়

ধর্মভাবের প্রভাব বিদ্যমান, ইহাকে কে অস্বীকার করিবে? শক্তিবাদ ধর্ম কি এই মহান জাতির এই দুর্দশা ও দুর্বলতা ক্ষালন করিতে সক্ষম হইবে?

১৩। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যতি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ৯৯॥

সমস্ত অনিত্য পদার্থের মধ্যে যিনি অবিনাশী, যিনি সমস্ত চেতনার মধ্যে চেতনা সঞ্চার করেন, এক হইয়াও যিনি বহুর কামনা পূর্ণ করেন; নিজের (মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিব পিণ্ড) মধ্যে আত্মস্থ হইয়া যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারই শাশ্বত শান্তি লাভ হয়, অন্যের নহে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সৃষ্ট বস্তু ও জীব নিত্য বদলাইয়া যাইতেছে। এজন্য ইহা অনিত্য। জীবগণও চেতনারই প্রকাশ। অহংকেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াই অসুরত্ব অবস্থিত। কিন্তু দৈবী সম্পদের অবলম্বনে আন্তরিকতা থাকিলে কোন জীবেরই অসুরপ্রভাব প্রবল হয় না। মানবের সর্ববিধ কল্যাণকল্পে অসুরবাদ ধর্ম ও দুর্বলবাদ ধর্মের ভিত্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আইন ও কলম শক্তি প্রয়োগ করা কর্তব্য। অসুরবাদ ও দুর্বলবাদের একমাত্র কেন্দ্র হইতেছে 'অহং'কার। এরা মুখে যত আস্ফালন করুক না কেন, এরা আত্মজ্ঞান এবং আত্মসুখ লাভের অযোগ্য।

১৪। তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরং সুখম্।
কথং নু তদ্ বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতিবা॥ ১০০॥

পূর্বোক্ত অনির্দেশ্য পরম সুখকে (যতিগণ) প্রত্যক্ষযোগ্য মনে করেন। উহা কি ভাবে জানা যায় এবং কি ভাবে উহা প্রকাশ পায় বা উহা মোটেই প্রকাশ পায় না?

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনের একদিকে চঞ্চল ও ক্ষণিক আনন্দময় অস্থির আনন্দময় বিষয় জগৎ। মন এ জন্যই সিনেমা দর্শন ও বিষয় ভোগে আনন্দ পায়। মনের অন্য প্রান্তে আত্মজগৎ অবস্থিত। মন অন্তরমুখে স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেই আত্মসুখের স্পর্শ পায়। যেমন বলপূর্বক সুষুপ্তির স্পর্শ লাভ করা যায় না ঠিক সেইরূপ বলপূর্বক আত্মজ্ঞানসংযোগও লাভ হয় না। জন্মজন্মান্তরের বিষয়ের সংস্পর্শকারণে যে নিরানন্দ সংস্কার, উহাই কোন কোন মানুষকে অন্তরমুখী ও সংযত চরিত্র করিয়া দেয়। উহারই শেষ স্তরে সাধনা, সংযম, ত্যাগ ও তপস্যার অভিব্যক্তির বিকাশ হয় এবং সাধককে অন্তরমুখী করিয়া আত্মসুখের অমৃতসাগরের সন্ধান দেয়। আত্মসুখ সকলে পায় না, কিন্তু সমস্তটা হিন্দু সমাজই অধ্যাত্ম ও জন্মান্তর সংস্কারে সংস্কৃত। মক্কাবাদ ইশাইবাদ কম্যুনিজম

সোসালিজম ডেমোক্রেসীর প্রশংসা ও ভ্রান্তি প্রচারে অর্থলোভী ও দুর্জনগণকে সাময়িক ভাবে কুশিক্ষার প্রভাব দিতে সক্ষম হইলেও সমস্ত হিন্দুসমাজকে তাহারা বহির্মুখী করিতে পারিবে না। দুই-একজন হিন্দু মহাত্মা উন্নত স্তরের আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, ইহা সত্য কথা, কিন্তু সমস্তটা হিন্দু সমাজ একই সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং থাকিবে।

১৫। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভ্রান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্বমদং বিভাতি॥ ১০১॥

যেখানে সূর্যের প্রকাশ যায় না, চন্দ্র এবং তারকাগণও সেখানে প্রকাশ পায় না, সেখানে বিদ্যুতেরও প্রকাশ নাই, আর অগ্নির কি কথা! চন্দ্র সূর্য তারকা সমস্ত জ্যোতিষ্ক পদার্থ প্রকাশমান সেই আত্মারই প্রকাশে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সমস্ত জগৎই তাঁহার প্রকাশে দীপ্তিমান হইয়া আছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমরা অনেক স্থানেই এ কথা প্রকাশ করিয়াছি যে শক্তিস্তরে, শক্তিতত্ত্বের তিনটি স্তর বিদ্যমান। এক স্তরে অষ্টশক্তি বিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল, দ্বিতীয় স্তরে অষ্টশক্তি একই সমষ্টি শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল আছেন। (৩) এই সমষ্টিশক্তিরই একটি ক্রিয়াশীল অবস্থা অন্যটি নির্গুণ ও ক্রিয়াশূন্য অবস্থা। নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সমষ্টি শক্তিই নির্গুণব্রহ্ম। আচার্য শঙ্কর এই নির্গুণ শক্তিস্তরকে কেন্দ্র করিয়াই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। সমষ্টি অষ্টশক্তিতে যে জ্যোতিঃ বিদ্যমান, উহারই আভাষ সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, তারকা ও বিদ্যুৎ শক্তিতে রহিয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যের ৭৮ নং মন্ত্রটিতে উল্লেখ আছে, "যচ্চ কিঞ্চিদ্ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ।" "সব বস্তু, জড়রূপেই থাকুক বা চেতনা (জীব) রূপেই থাকুক, সবই শক্তিদ্বারা গঠিত। এই জড়শক্তি এবং আত্মশক্তির সমষ্টিই মহাশক্তি।" শক্তিবাদ ধর্মের ইহাই মূলকথা। জড় বা বস্তুশক্তির অনুশীলন বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ প্রচুর পরিমাণে করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতেও বস্তুশক্তি অনুশীলন প্রবল ভাবেই হইয়াছিল। পাশুপৎ, বজ্রবাণ, জৃম্ভণ অস্ত্র, সবই বস্তুশক্তিরই পরিণতি। আত্মশক্তি (চেতনাশক্তি) অষ্টসমষ্টি শক্তিরই বিগ্রহ এবং উহা হইতেই সমস্ত বস্তু জগৎ এবং আত্মজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। শক্তিস্তরে প্রবেশ করিলে সাধকগণ ইহা জানিতে পারেন। সৃষ্টির চারটা স্তর, স্থূল (বিশ্ব), সূক্ষ্ম (দৈব বা তৈজস), কারণ (প্রাজ্ঞ); তুরীয় (শক্তিস্তর)। শক্তিস্তরকে কেন্দ্র করিয়াই আদি গুরু শিব এবং ঋষিগণ আর্যধর্মের ভিত্তিদান করিয়াছিলেন। রুদ্রগ্রন্থি ভেদের পর বিজ্ঞান বা প্রাজ্ঞ স্তরে প্রবেশ হয়। সাংখ্য বর্ণিত মহত্তত্ত্বই প্রাজ্ঞ ভূমির শেষ স্তর। এই স্তরের পর অব্যক্ত জগৎ। এই অব্যক্ত জগৎ হইতেই শক্তিস্তরের আরম্ভ। ক্রমবিকাশ দ্রষ্টব্য।

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

ইতি ১৪১ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ শ্রীস্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর শক্তিবাদ ভাষ্য।

তৃতীয়া বল্লী

১। ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখ এষো অশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্র ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে, তদু নাত্যেতি কশ্চন্।
এতদ্বৈতৎ॥ ১০২॥

এক সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। ঊর্ধ্বে উহার মূল, ইহার শাখা অধঃদিকে। তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত নামে অভিহিত। সমস্ত লোক তাঁহাতে আশ্রিত আছে। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কাহারও অস্তিত্ব নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হইয়াছে। ইহা সৃষ্টিরূপী মহাবৃক্ষ। ইহাকে সনাতন বলা হইয়াছে। সৃষ্টির মূলে সমষ্টি অষ্টশক্তি বিদ্যমান। এই সমষ্টি অষ্টশক্তি নানা স্তরে বিবর্তিত হইয়া এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। সৃষ্টি স্থিতি লয় তুরীয়া সবই এই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকার বিবর্তন রূপ। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয়া সব স্তর এবং বিভিন্ন স্তরের স্থূলরূপ, দেবতা ও আত্মারা সবই এই মহাবৃক্ষে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। স্থূল বিশ্বজগৎ, বৃহৎ মানসজগৎ, জ্ঞান বিজ্ঞান জগৎ এবং শক্তিজগৎ* এবং সমষ্টি অষ্টশক্তি জগৎ সবই এই অশ্বত্থ বৃক্ষের রূপ।

২। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১০৩॥

এই যে জগৎ এবং জগৎ কিছু সমস্তই প্রাণ হইতে নিঃসৃত। এই প্রাণকে যাঁহারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বজ্রের মত উদ্যত (গতিরূপ) জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রাণ মানে ''সমষ্টি অষ্টশক্তি''। ইহাকে বজ্রের মত গতিসম্পন্ন বলা হইয়াছে। বজ্র যখন যে দিকে গতিশীল হয়, তখন তাহা কেহই রুদ্ধ করিতে পারে না।

* প্রকাশকের নিবেদন - এস্থলে ''সাধ'' শব্দটি বর্জিত হইয়াছে।

মহাশক্তির গতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইলেকট্রিক তারের মধ্যে যে গতিশক্তি থাকে উহাই বজ্রগতি। এই গতির কিরূপ সীমাহীন শক্তি, অদ্যকার বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মানব উহা কি জানে না? শক্তি গতিরূপা। এই গতিরূপা মহাশক্তি বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর।

নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না। সৃষ্টির মূলে ''অষ্টশক্তির সমষ্টিভূতা মহাশক্তিই'' বিদ্যমান। এই অষ্ট মহাশক্তিতেই সৃষ্টির সমস্ত উপাদান শক্তিরূপে বিদ্যমান। নির্গুণ ব্রহ্মে কি সৃষ্টির উপাদান নাই? যেহেতু নির্গুণব্রহ্ম মহাশক্তিরই একটা স্তর সেইহেতু নির্গুণব্রহ্মে সমস্ত সৃষ্টির উপাদান নির্গুণরূপেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। কিন্তু সাধক জানিয়া রাখুন, নির্গুণ ব্রহ্মে কোনই ক্রিয়া নাই। কাজেই সৃষ্টির মূল যে মহাশক্তি এবং মহাশক্তি হইতেই সৃষ্টির বিবর্তন; ইহাতে সন্দেহ নাই। সৃষ্টির মূলে নির্গুণ চেতনাকে মানিলে সৃষ্টি থাকে না এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা শক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই শক্তিবাদের ভিত্তি দান করিয়াছি। ইহার ফলে হিন্দুধর্ম শক্তিবাদ ধর্মে পরিণত হইবে; এবং ভারতে স্থায়ীভাবে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অসুরবাদীরা ভারতকে বার বার আক্রমণ করিয়াছে ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় নির্গুণ চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া দার্শনিকতার বড় বেশী বাড়াবাড়ি করা হইয়াছিল। নির্গুণ চেতনা এবং অষ্টশক্তির সমষ্টিগত মহাশক্তি তত্ত্বতঃ এক। আমরা মূলটাকে বজ্রের মত শক্তিশালী ভাবে দাঁড় করিয়া রাখিলে, আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রও বজ্রের মত শক্ত ও শক্তিশালী থাকিবে। নির্গুণ চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া বেশী দার্শনিকতার মত্ততা আমাদের সমাজজীবনে ভাল ফল দেয় নাই। নির্গুণ চেতনার কথা আমাদের গণজীবনে জড়তা ও তামসিকতা যে আনিয়া দিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের জাতীয় জীবনে এই তামসিকতা যেরূপ ভয়াবহ প্রভাব দান করিয়াছে উহার প্রমাণ আমাদের ভারতীয় কনস্টিটিউশনের দুর্বলতা। আমরা যেন অসুরবাদকে চিনিতেই পারি না। ভারত ভাগকারী মক্কাবাদী অসুরগণকে প্রশ্রয় দিবার জন্যই কনস্টিটিউশনে 'সেকুলারিজম' রাখা হইয়াছে। যাহারা ভারতকে ভাগ করিয়াছে তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর দণ্ড দান করা এবং ভারতকে এক করার জন্য শক্তিরূপা মহাশক্তিবাদের আশ্রয় না লইলে ভারত নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। মক্কাবাদী বদমাইসরা পাকিস্তান করিবার পর ভারতের মধ্যে আরও টুকরা টুকরা পাকিস্তান করিবার চেষ্টায় আছে। 'হিন্দীকে' রাষ্ট্রভাষা করিবার মূলেও ঐ মক্কাবাদকে প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা নিহিত। আমাদের মতে সংস্কৃতই ভারতের রাষ্ট্রভাষা। আন্তর্জাতিক ইংরেজী ভাষা হইবে স্থায়ীভাবে ভারতের সহকারী রাষ্ট্রভাষা। সমস্ত ভারতে কথ্য ভাষারূপে সংস্কৃতকে সরল ভাষায় পরিণত করিতে হইবে। পাঠ্যনীতিতে প্রাচীন ও নবীন দুইপ্রকার সংস্কৃতকেই অটুট রাখিতে হইবে। আমাদের পাঠ্যবিধানে সরল ও শুদ্ধ উভয়বিধ সংস্কৃতকেই স্থান দিতে হইবে। শক্তিবাদের অভাবেই মক্কাবাদের পদে তৈলমর্দনের নীতি ভারতকে এতটা অপদার্থ করিয়াছে যে ভিতরে ও বাহিরে শত্রুপরিবেষ্টিত ভারত আজও এটমিক অস্ত্র প্রস্তুত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। পাকিস্তান ভারতের বহু অংশ গ্রাস করিয়াছে, চীনও তাহাই করিয়াছে। ভারতের চিরশত্রু ও ভারতভাগকারী মক্কাবাদীগণকে সর্বপ্রকারে শক্তিশালী করিয়া দুর্বলবাদীরা ভারতকে শত্রুর হাতে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

"প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" এবং "বজ্রমুদ্যতং" এর মানেই হইতেছে মূলে "মহাশক্তির" অবস্থান এবং শাসন বিদ্যমান। এই শাসন না থাকিলে ধর্ম থাকে না, এবং এই শাসন না থাকিলে সমাজ ও রাষ্ট্র চলে না। পরবর্তী মন্ত্রে বেদ নিজেই এ সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজার বোধনমন্ত্রে "ওঁ রক্ষোহনং বলগহনং বৈষ্ণবীম্ তামহং বলগম্ উৎকিরামি।" রক্ষোহনং = অসুরনাশিনী। বলগহনম্ = গম্ভীর বল বা শক্তিরূপা। বলগম্ = তীব্ররূপা গতি। উৎকিরামি = বোধন করিতেছি। (শুক্ল যজুর্বেদ)। আমাদের মতে ব্রহ্ম মানে মহাশক্তি। ইহা বেদেরও মত। পরমপূজ্য আচার্য শঙ্কর আমাদের মতে সৃষ্টির মূলকে নির্গুণ ব্রহ্মবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা বলি "মহাশক্তিবাদই" নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। যমরাজার উপদেশগুলি নচিকেতাকে বলা হইয়াছিল, না কি সত্যানন্দকে বলা হইয়াছিল, ইহার সংবাদ কে রাখে?

৩। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ১০৪॥

ইঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন, ইঁহার ভয়ে সূর্য তাপ দিতেছেন। ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু ইঁহারই ভয়ে শাসিত আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তির মূলে যে মহাশক্তি ইহা শক্তিবাদের গূঢ় মত। ইহা বেদেরও মত। যাঁহারা মহাশক্তিকে নির্গুণ চেতনা বলিতে চাহেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। ভারতের কনষ্টিটিউসন যাঁহারা প্রস্তুত করিয়া হিন্দীভাষা ও সেকুলারিজম করিয়া ভারতকে ভাগকারী ও ভারতের শত্রু মক্কাবাদীদের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা কাহার ভয়ে এই দুষ্কার্য করিয়াছেন? তাঁহারাও কি প্রচ্ছন্ন মক্কাবাদী? আমরা ভারতের কনষ্টিটিউশনের আমূল সংশোধন চাই শক্তিবাদের ভিত্তিতে। নয় তো অতি দ্রুত ভারত ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৪। ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ১০৫॥

দেহপাতের পূর্বেই যদি কেহ সেই মহাশক্তিকে জানিতে সমর্থ না হন তবে শরীর পাতের পরে তিনি নানা লোকে শরীর গ্রহণ করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমাদের মতে যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী বা যাঁহারা শক্তিবাদী সকলকেই রাষ্ট্র বা সমাজ জীবনে "শক্তিবাদ নীতি" গ্রহণ করিতে হইবে। চণ্ডীর মেধস মুনির আশ্রমটি সম্পূর্ণরূপে অহিংসাবাদের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু তিনি উপদেশ দান করিয়াছিলেন শক্তিবাদের ভিত্তিতে। সুরথ তাঁহারই নির্দেশে মহাশক্তির সাধনা

করিয়া রাজ্য এবং মন্বন্তরের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সমাধি বৈশ্যও মহাশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরমজ্ঞান ও নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ ভারতকে যে প্রেরণা দান করিয়াছিলেন, উহা শক্তিসাধনা ও শক্তিবাদিতারই ফল। মহারাজা যম সর্বতোভাবে কর্তব্যরত থাকিয়াই শক্তিধর্মের উপদেশ নচিকেতাকে দান করিয়াছিলেন। অর্জুন অহিংসা ও সন্ন্যাসজীবনকেই শ্রেষ্ঠ মানিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর নির্গুণব্রহ্মবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি শক্তি উপাসক ও শক্তিবাদী ছিলেন উহার বিস্তারিত মীমাংসা আমরা ''সিদ্ধসাধক'' গ্রন্থে করিয়াছি। আচার্যকে নির্গুণব্রহ্মবাদীই বল বা শক্তিবাদীই বল, ইহা লইয়া আমরা কথার কাটাকাটি করিতে চাই না। আমরা বলিতে পারি, আচার্য শঙ্করের প্রধান কার্য ছিল দুর্বলবাদের ভিত্তিস্বরূপ বৌদ্ধবাদকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া। শঙ্করের প্রভাবেই ভারতের রাজা মহারাজারা দৌর্বল্য ভিত্তিক বৌদ্ধবাদকে ভাঙ্গিবার কারণ হইয়াছিলেন। এখন আর রাজা মহারাজার যুগ ভারতে নাই। আমরা কোন হিন্দুবাদী রাজনৈতিক সংঘকে শক্তিবাদ গ্রহণ করিতে বলি এবং দৌর্বল্য ভিত্তিক ভারতীয় কনস্টিটিউশনকে সংশোধন করিবার জন্য কার্যক্ষেত্রে সংগঠন ও আন্দোলন আরম্ভ করিয়া ভারতকে অখণ্ড বেদবাদ এবং অখণ্ড ভারত করিবার জন্য শক্তিবাদব্রত গ্রহণ করিতে বলি।

৫। যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে, তথা গন্ধর্বলোকে,
ছায়া তপয়োরি ব্রহ্মলোকে॥ ১০৬॥

দর্পণে যেমন নিজের রূপ প্রতিফলিত হয় ঠিক সেইরূপ আত্মস্বরূপে মহাশক্তি বা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন জ্ঞানের ধারা প্রতিফলিত হয় পিতৃলোকে এই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের এতটুকু প্রতিফলন হইয়া থাকে। জলের মধ্যে নিজের ছায়া যতটা প্রতিফলিত হয়, সঙ্গীত বিদ্যার মধ্য দিয়া (গন্ধর্বলোক) ততটা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিফলন হইতে পারে। আর ব্রহ্মলোকে আতপ ও ছায়ার মত আত্মজ্ঞান প্রতিফলন হইয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। নিজের আত্মার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলনটা দর্পণে প্রতিফলনের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সাধনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দর্পণের মধ্যে নিজের ছবি প্রতিফলনের মত আত্মজ্ঞান প্রতিফলনের কথা বলিতেছেন। স্বপ্নেও ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলন হইতে পারে। ঐরূপ প্রতিফলন পিতৃলোকে থাকিয়া আত্মসাধনার ফল। কোন কোন সাধকের ধারণা, ''আমার বাপ-ঠাকুরদা সকলেই সিদ্ধগুরু, সাধক ও জ্ঞানী ছিলেন, আমিও সেই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত আছি; আমি আমার সন্তানগণকেও সেই নীতিতে দীক্ষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি।'' এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে স্বপ্নের ব্রহ্মজ্ঞান বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা কোন শক্তিশালী ব্রহ্মজ্ঞানধারা নহে। ইহা স্বপ্নের মত একটা কল্পনামাত্র। সঙ্গীতের মধ্যে রাগ রাগিণীর অবলম্বনেও ব্রহ্মজ্ঞানই প্রতিফলিত হয়।

উহা জলের মধ্যে যেমন কোন কিছু প্রতিবিম্ব দেখা যায় ঠিক সেইরূপ, কতটা স্পষ্ট এবং কতকটা অস্পষ্ট। ইহা বেশ চঞ্চল স্তরের ব্রহ্মজ্ঞান। যতক্ষণ 'রাগরাগিণী' ততক্ষণ বেশ শান্তি ও জ্ঞানের ধারা; পরেই ইহা আর স্পষ্ট থাকে না। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথাও বলা হইয়াছে। শক্তিস্তরের তিনটা স্তর - (১) অষ্টশক্তির স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াময় স্তর, (২) সমষ্টি অষ্টশক্তির ক্রিয়াময় স্তর, (৩) সমষ্টি অষ্টশক্তি ক্রিয়াহীন নির্গুণ স্তর। ইহাই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাকে সূর্যের আলো ও ছায়ার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের আত্মজ্ঞান। আমরা কোন ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনকেই নিন্দা করি না। তবে মস্তিষ্ক মধ্যাস্থিত শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা ভাল অবলম্বন। ব্রহ্মনাড়ী শিবপিণ্ড ও গুরুপাদুকাকে অবলম্বন করিয়া বীজ মন্ত্রের সাধনার মাধ্যমে শক্তিস্তরের নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান ইহাতে সন্দেহ নাই।

৬। ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ ভাব মুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপাদ্য মানানাং মত্বাধীরো ন শোচতি॥ ১০৭॥

ইন্দ্রিয়গণের পৃথক পৃথক ভাবগুলি উদয়াস্তময়। ইহাদের উৎপত্তিগুলিও পৃথক পৃথক। ইহা জানিয়া ধীর সাধক শোকরহিত হন (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী হন)।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সৃষ্টির মূলীভূত অষ্টশক্তির কথা আমরা অনেক বলিয়াছি। এ সব শক্তি মহৎ তত্ত্বের পরপারে অব্যক্ত তত্ত্বের স্তরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়গুলি এ স্তরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এক একটা ইন্দ্রিয় শক্তিধারা এক এক শক্তি হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং সুষুপ্তিকালে মূল শক্তিতে চলিয়া যায়। সমষ্টির কেন্দ্র হইতে কোন ইন্দ্রিয়ই বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সবই পৃথক পৃথক স্তরের অষ্টশক্তি হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং পৃথক পৃথক শক্তি হইতে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়গণকে কেন্দ্র করিয়া তত্ত্ব সাধনা কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সমষ্টি অষ্টশক্তি মহত্তত্ত্বে প্রতিফলিত হইলে অহংতত্ত্ব সৃষ্ট হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের সমষ্টি অষ্টশক্তির বিকাশ হয় না, পৃথক পৃথক ভাবে স্থিত অষ্টশক্তি হইতে ইন্দ্রিয়গণের শক্তি আসিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণকে কেন্দ্র করিয়া তত্ত্ব সাধনা করিতে সাধক যে স্তরে আসেন উহা হইতেছে পৃথক পৃথক অষ্টশক্তি। অষ্টশক্তি হইতে মহত্তত্ত্বের মধ্য দিয়া পঞ্চ তন্মাত্রার বিকাশ হইয়াছে, পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চ তন্মাত্রার মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি বিকশিত হইলেও ইহাদের মূল কেন্দ্র অষ্টশক্তি স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথক পৃথক ভাবে স্থিত অষ্ট মহাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞানেরই একটি স্তর। কাজেই এই জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার আর শোক অর্থাৎ মনোজগতের দৈন্যতা ও অতৃপ্তি থাকে না।

৭। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ১০৮॥

ইন্দ্রিয় সমূহ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব হইতে মহানাত্মা শ্রেষ্ঠ। মহানাত্মা অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্ত তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যমরাজা ইন্দ্রিয়গণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির কথা বলিতেছেন। ক্রমবিকাশ দ্রষ্টব্য।

৮। অব্যক্তাত্তু পরং পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
ত্বং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ১০৯॥

অব্যক্ত তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন পুরুষ তত্ত্ব। ইনি ব্যাপক এবং ইনি অলিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নবর্জিত। তাঁহাকে জানিতে পারিলে মানুষ অমৃত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রথযাত্রার সঙ্গে তুলনা করিয়া যে আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা যমরাজা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পুরুষতত্ত্বে আসিয়া সেই রথতত্ত্ব ব্যাখ্যা শেষ হইল। পুরুষোত্তম তত্ত্বের তিনটা স্তরের কথা আমরা বলিয়াছি - (১) অব্যক্তসহ অষ্টশক্তির স্তর, (২) সমষ্টিভূত অষ্টশক্তির স্তর এবং (৩) সমষ্টিভূত অষ্টশক্তির নিষ্ক্রিয় স্তর। এই তিনটা স্তর মিলিয়াই পূর্ণশক্তির স্তর বা পুরুষোত্তম স্তর এবং ইহাই ব্যাপক অলিঙ্গ পুরুষতত্ত্ব। ইনি রথযাত্রার রথী।

৯। ন সংদৃশে তিষ্ঠতে রূপমস্য
ন চক্ষুসা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১১০॥

তাঁহার রূপ দৃষ্টির মধ্যে আসিতে পারে না। চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে কেহই দর্শন করেন না। মনীষা (আত্মজ্ঞানী) জনের স্পন্দনহীন মন দ্বারা তিনি বোধগম্য হন। এ ভাবে যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমৃত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। স্থির মনেই আত্মার প্রকাশ। মনে কোন প্রকার স্পন্দনই থাকিবে না। এইরূপ মনই ক্রমে ক্রমে অব্যক্ত তত্ত্ব প্রাপ্তির সহায়ক হয়। এই সম্বন্ধে যমরাজা আরও স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য বলিতেছেন।

১০। যদা পঞ্চবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১১১॥

পাঁচটি জ্ঞান মন সহ যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে, বুদ্ধিও যে সময় নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়, এমন অবস্থাই শ্রেষ্ঠগতি নামে খ্যাত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য, পঞ্চ তন্মাত্রবোধ কার্য, বুদ্ধির কার্য, সবই যখন স্থিরতা লাভ করে, সেই অবস্থার নাম পরম গতি। আমরা এ সব লইয়া আর ব্যাখ্যা করিতে চাহি না। মন স্থির, বুদ্ধি স্থির, তন্মাত্রবোধসহ মহানাত্মা স্থির, মহৎ তত্ত্বের বোধক্রিয়া যে সময় স্তব্ধ হয়, তখন সাধক অব্যক্ত স্তরে আসিলেন। ইহার পর ধীরে ধীরে পুরুষোত্তম স্তরের সব স্তরই স্পষ্ট হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলিয়া লাভ নাই। ইহার কারণ মন স্থির হইয়াছে এমন সাধকই কম দেখিতে পাওয়া যায়। মন স্থির না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকারের তত্ত্ব সাধনাই অসম্ভব।

১১। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয় ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোই প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১২॥

পূর্বোক্ত অবস্থাকেই যোগ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রিয়গণকে স্থিরভাবে ধারণা নামে অভিহিত। সেই সময় প্রমাদ ও অনবধানতা রহিত হইতে হইবে; কারণ যোগ প্রভব (সিদ্ধি) ও ক্ষতির কারণ হইতে পারে। অপ্রমাদ হইলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু প্রমাদ ক্ষতির কারণ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মনের অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দ্বারা যে মানুষ প্রপীড়িত নহে সেই মানুষ যোগ করিতে কেন যাইবে? যে মানুষ মনের অস্থিরতাকেই জীবনের নীতি মনে করে তাহার জন্য যোগ-সাধনার কোনই প্রয়োজন নাই। যে মনে করে আহার নিদ্রা ও মৈথুন এবং বাহ্য আমোদপ্রমোদ তাহার মনোতুষ্টির জন্য যথেষ্ট, তাহার যোগপথে অগ্রসর হইবার বা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। মনের অস্থিরতা ও চঞ্চলতায় প্রপীড়িত হইয়া যে সব মানুষ যোগপথে অগ্রসর হয় তাহাদের মধ্যে অনেকে কিছুটা অগ্রসর হইয়া আবার বাহ্য আমোদপ্রমোদে আকৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে যোগভ্রষ্ট বলে। যোগভ্রষ্টগণ এ জন্মে বা অন্য জন্মে ভাল সুখেরই সন্ধান পাইয়া থাকেন।

১২। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১১৩॥

আত্মা নিশ্চয়ই বাক্য দ্বারা নহে, মনের দ্বারা নহে এবং চক্ষুঃ দ্বারাও নহে (অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে)। অতএব আত্মাবিষয়ে আস্তিক্যবাদী গুরুর উপদেশ ব্যতীত অন্যত্র কিভাবে তাঁহাকে জানা যাইবে?

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন গুরুর দীক্ষা, উপদেশ এবং তাঁহার আত্ম ও জগৎজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তাধারা আলোচনা করিতে হয় এবং যোগ ও সাধনার অভ্যাস করিতে হয়। ইহা ভিন্ন আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। গুণ্ডামী তত্ত্ব, চৌর্য তত্ত্ব, কম্যুনিজম, মক্কাবাদ প্রভৃতি সব বিষয়েই গুরুর স্থান আছে। বাল্যকাল হইতে যাঁহার লক্ষ্য আত্মবিকাশ, তিনি আত্মবাদী গুরু খুঁজিবেনই। অনাত্মবাদী ও গুণ্ডাবাদী গুরুরও অভাব নাই। গুণ্ডাধর্ম ও গুণ্ডা-সমাজবাদ ব্যাপকভাবে এই বিশ্বে প্রচলিত আছে। লৌকিক বিদ্যাশিক্ষার জন্যও গুরুর প্রয়োজন। আত্মা সম্বন্ধে যাঁহারা সংশয়হীন জ্ঞানী তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ আত্মবাদী গুরু। ভারতের বুকে এই গুরুগণের কিরূপ ব্যাপক প্রভাব যে প্রতিটি হিন্দুই জন্মান্তরবাদী হইয়া গঠিত। যাঁহারা জন্মান্তরবাদী হইয়াও যাঁহারা জন্মান্তরবাদ মানেন নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই নাস্তিক। নাস্তিকবাদ তোষণই সেকুলারিজমের জন্মদাতা। ইহারই ফলে ভারতে ব্যাপক মিথ্যাবাদিতা, চৌর্য, ভেজাল ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে। নাস্তিকবাদিতা কেবল পাকিস্তানেরই জন্ম দেয় নাই, ইহার ফলে ভারতে ছোট ছোট মুসলমান ও খ্রীষ্টান রাজ্য গড়িয়া উঠিবারও পথ করিয়াছে। আমাদের মতে কনষ্টিটিউশন বদলাইয়া অখণ্ড ভারত ও অখণ্ড বেদবাদের প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর না হইলে ভারতের সুখ শান্তি ও সচ্ছলতা দ্রুত শেষ হইয়া যাইবে এবং দেশ নানা ভাবেই পাপে ডুবিয়া যাইবে।

১৩। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্ব ভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যে বোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১১৪॥

অস্তিত্বে এবং তত্ত্বপ্রকাশে (অর্থাৎ এই দুই বিষয়ে) প্রতিষ্ঠিতগণই আত্মোপলব্ধি প্রাপ্ত হন। অস্তিত্বে উপলব্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে তত্ত্বভাবের প্রসন্নতা হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার অস্তিত্বে একজনের স্বাভাবিক প্রত্যয় বিদ্যমান এবং সে ইহাও বিশ্বাস করে যে সেই আত্মভাব প্রকাশিত হইবেই। অর্থাৎ যাহা আছে, সেটার খোঁজ করিলে প্রকাশ না হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? অস্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহারা অগ্রসর হন আত্মতত্ত্ব সেখানে প্রকাশিত হইবেনই।

যাহারা নাস্তিক্যবাদী তাহাদের মন স্বভাবতঃই ভোগবাদী, বিষয়বাদী ও চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া থাকে। আস্তিক্য বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিতগণের মন আত্মার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাদের মন যুক্তিবাদ, শান্তি ও স্থৈর্যের দিকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। আত্মা (বা পরমাত্মা) চিরপ্রসন্ন ও তৃপ্ত তত্ত্ব। মন আস্তিকতার দিকে গতি লইলে মনে আত্মার প্রভাবে শান্তি ও তৃপ্তির ভাব বৃদ্ধি হইবেই। ইহাই তত্ত্বভাবের প্রসন্নতা। মন যখন আত্মার দিকে থাকে তখন মনে আত্মার শান্তি ও মহানভাব প্রতিফলিত হয়। মন যখন বিষয়বাদী বা নাস্তিকবাদী হয়, তখন মন ভয়ঙ্কর চঞ্চল ও অতৃপ্ততার বিষে জর্জরিত হইতে থাকে। মুসলমান ধর্মে জন্মান্তর নাই, সেখানে আল্লাহ্ উপাসনার কথা আছে, তাহার প্রধান লক্ষ্য ইহকালের ৪ বিবি এবং পরকালের ৭২ বিবি। ইহাই তাহাদের আল্লাহ্ প্রাপ্তি। ইহা

অত্যন্ত ছোট স্তরের বিষয়বাদিতা। ইহাদের আল্লাহ্‌বাদের সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্মবাদের কোনই সামঞ্জস্য নাই। ইহারা আল্লাহ্-এর নামে কাফেরের ধন স্ত্রী সম্পদাদি অকাতরে লুণ্ঠন করিবে, নামাজ পড়িবে এবং পরকালে ৭২ বিবির সংযোগ লাভ করিবে। মুসলমান বিবিদের জন্য ইহকালে ৪ সতীন ও পরকালে ৭২ সতীন ভিন্ন অন্য কোনই ব্যবস্থা নাই। আমরা কুরাণ পাঠ করিয়াছি, ইহাতে কোন কথারই যুক্তিবাদিতা নাই। আমরা বলিতে পারি ধর্মের আড়ালে উহা ভয়ঙ্কর দুর্নীতি ও গুণ্ডামীর প্রশ্রয়ে পরিপূর্ণ। ভারতরাষ্ট্রের সেকুলারিজম মানে যদি এইরূপ অধর্মের প্রশ্রয় হয় তবে ভারতকে আরও অনেক খণ্ডে খণ্ডিত করিতে হইবে। পাঠক পরবর্তী মন্ত্র দেখুন।

১৪। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতে ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১১৫॥

মানবের হৃদয়স্থিত কামনা সকল যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই মরণশীল মনুষ্য অমৃত হন এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থির কথা আমরা অনেক স্থানে বলিয়াছি। এ সব গ্রন্থিগুলি হইতেছে কামনা বাসনার কেন্দ্র। এইগুলি অতিক্রম করাই অধ্যাত্মধর্মের ভিত্তি। মুসলমানবাদ, খ্রীষ্টানবাদ ও কম্যুনিজমবাদ এবং নাস্তিকবাদের ভিত্তি এক; কিন্তু অধ্যাত্মবাদ ধর্মের নীতি ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ইহাদের মধ্যে মক্কাবাদ ধর্ম অত্যন্ত ভোগবাদিতার প্রশ্রয়ে ও যুক্তিহীনতায় প্রতিষ্ঠিত। নারীদের বিষয়ে ইহা এক অদ্ভুত ধর্ম। যাহা হউক, কামনা বাসনার জাল হইতে মুক্ত হইলেই সাধক ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী হন।

১৫। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্॥ ১১৬॥

যখন মানুষের হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনই মরণশীল মানব অমৃত হন। ইহার পর আর শাস্ত্রের উপদেশ নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বেদ বলেন, শাস্ত্রের উপদেশ গ্রন্থিভেদের পর আর নাই। মক্কাবাদ ধর্ম বলে, মরণের পর ৫০০০০ বৎসর কবরে স্থিতি, ইহার পর স্বর্গ ও ৭২ বিবি। এখন সর্বধর্মবাদীরা বলুন, কোনটা সত্য কথা। ভারতের সেকুলারিষ্টগণ বলুন, ভারতের দুর্দশার প্রতিকার, কনষ্টিটিউশন বদলাইয়া দিয়া অখণ্ড বেদবাদ ও অখণ্ড ভারতের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপনা ঠিক কি না!

১৬। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্ত্বমেতি
বিষ্বঙ্ন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১১৭॥

হৃদয়স্থ একশত একটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি নাড়ী মূর্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) অভিমুখে নির্গত হইয়াছে। সেই নাড়ীদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। অন্যান্য নাড়ীগুলি অন্যান্য লোকে গমনের কারণ হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মনাড়ী পথে ঊর্ধ্বে গমন যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহাদের দীক্ষার পর হইতেই ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করা কর্তব্য। আমরা শক্তিবাদ ধর্মপ্রবর্তনে প্রত্যেক প্রবেশার্থীকে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিতে উপদেশ দান করিয়া থাকি। আমরা ভারতের ও বিশ্ব সংসারের সমস্ত মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণকেও হেভেন, হেল, বেহস্ত, দুজক, খুদার পুঁ, বিচারের বৈঠক প্রভৃতি অযৌক্তিক কথায় বিভ্রান্ত না হইয়া যথাবিধি যজ্ঞ ও শুদ্ধি সংস্কার গ্রহণ করিয়া বেদবাদীয় সমাজবাদে প্রবেশ করিতে বলি এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ ব্রহ্মোপাসনায় ও শক্তিবাদীয় ধর্মে প্রবেশ করিতে বলি।

১৭। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রদহেন্মূঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১১৮॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত অন্তর্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জা তৃণ হইতে যেমন ইশীকা (মধ্যের ডগাটি) বাহির করেন, সেইরূপ ধৈর্যসহকারে সেই অন্তর্যামী পুরুষ যে স্বীয় শরীরের মধ্যে নির্লিপ্ত আছেন, ইহা জানিতে পারেন। তিনিই শুদ্ধ অমৃতকে জানিলেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের কথা আমরা অনেক স্থানে বলিয়াছি। এই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষই শিবমন্দিরের শিবমূর্তিরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। মস্তিষ্ক মধ্যে এই শিবপিণ্ডের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ স্থান। ইনি মস্তিষ্কমধ্যে থাকিলেও নির্লিপ্ত আছেন। বিষয়ে এবং শরীর সংযোগে লিপ্ত 'অহং' কাহারও মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ডেই আছে। সেই 'অহং' পুরুষ লিপ্ত পুরুষ। রুদ্র গ্রন্থি ভেদের পর 'অহং' দগ্ধ বীজবৎ বা মৃতবীজ রূপতা প্রাপ্ত হয়। রুদ্রগ্রন্থি ভেদের পরই জানা যায়, আত্মা নির্লিপ্ত পুরুষ। ব্রহ্মনাড়ী শিবমূর্তিস্থিত সর্প এবং মস্তিষ্কমধ্যস্থিত শিবপিণ্ডই হইতেছে শিবমূর্তির শিবদেবতা। শিবমূর্তিস্থিত পীণেটটি হইতেছে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত দ্বিদল চক্র বা বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটির মধ্যস্থিত জোড়া স্থানটি। আনন্দমঠের সাধনার সবটা শিক্ষা দীক্ষাই এই

শিবপিণ্ডের সাধনা। ইহাই মঠের সাধনায় গুরুপাদুকা কৈন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক সাধনা। পাঠক ক্রমবিকাশ গ্রন্থে সব কথা জানুন।

যমরাজা যে সাধনা ও জ্ঞানের ধারা নচিকেতাকে দান করিয়াছেন উহার সঙ্গে আমাদের আনন্দ মঠের সাধনার খুবই মিল রহিয়াছে। পাঠক ''সিদ্ধ সাধক'' গ্রন্থ দেখুন। তাই অনেক স্থানেই মনে হইয়াছে, যমরাজা যেন আমাকেই উপদেশ দিতেছেন।

১৮। মৃত্যু প্রোক্ত নচিকেতো ঽথ লব্ধা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মো প্রাপ্তো বিরজো ঽ ভূদ বিমৃত্যু
রণ্যেঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব॥ ১১৯॥

অনন্তর নচিকেতা মৃত্যু কর্তৃক কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত যোগানুষ্ঠান পদ্ধতি অবগত হইয়া রজঃ রহিত ও বিমৃত্যু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর লোকও এই ভাবেই অধ্যাত্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব অবগত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মার মৃত্যু নাই। কাজেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াই বিমৃত্যু অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। সাধনার শেষে বিরজা সংস্কার লওয়া, আমাদের আনন্দমঠের সাধনার ধারায় বিদ্যমান। সাধনার ক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ''বিরজা'' সংস্কার দেওয়া হয় না। সাধনার ক্রম শেষ হইবার পর বারো বৎসর রাজযোগের অবলম্বনে থাকিলে, তিনি ''বিরজা'' সংস্কার না গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে পরমহংস ও সন্ন্যাসী মানা হয়। এখানে উপনিষদ সাধনার শেষে যে ''বিরজা'' অবস্থা লাভ, তাহার উপরই জোর দিতেছেন। আমাদেরও ইহাই মত যে সাধনার শেষ না করিয়া কোনও প্রকার নিয়ম কানুন করিয়া ''বিরজ'' মহাত্মার লক্ষণকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আমরাও সেইরূপ কোন নিয়ম বা লক্ষণ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দিতে চাই না।

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

ইতি ১৪১ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ শ্রীস্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী মহারাজের শিষ্য ১৪২ সংখ্যক আনন্দমঠাধীশ ও শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত শক্তিবাদ ভাষ্য সমাপ্তম্।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ। ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

এখানে অন্যান্য উপনিষদ গ্রন্থ হইতে আমরা কয়েকটি শান্তিমন্ত্র প্রকাশ করিলাম। সাধকগণ মন্ত্রগুলির আলোচনা রাখিলে, উপনিষদ যুগের সরল শক্তিবাদনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনের আনন্দ অনুধাবন করিতে পারিবেন। ঈশো, কেন ও কঠোপনিষদে তিনটি শান্তিমন্ত্র স্থান পাইয়াছে। আমরা ৪ সংখ্যক শান্তিমন্ত্রে পরবর্তী মন্ত্রগুলি আরম্ভ করিলাম।

৪। ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা, ভদ্রং পশ্যে মাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনুভির্ব্যসেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ (যজুঃ + ঋগ্)

হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে বেদবাক্য (বা ব্রহ্মবাক্য বা শক্তিবাদ-বাক্য) শ্রবণ করি। হে যজনীয় দেবগণ! আমরা যেন চক্ষে ব্রহ্মরূপ দর্শন করি। (সব দৃশ্যই ব্রহ্মস্বরূপ ইহা যেন বুঝিতে পারি)। স্থির অঙ্গে (আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে বলিষ্ঠ রাখিয়া) আমরা যেন স্তুতিগান করিতে পারি। যাহা দেবতাদের আয়ু (অর্থাৎ ব্রহ্মচেতনা) উহা যেন প্রাপ্ত হই।

৫। ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিত। মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ আবিরা বীর্য্য এধি। বেদস্য আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনা ধীতেনাহো রাত্র ন্ সংদধামি ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু। তদ্ বক্তরমবতু। অবতু মাং অবতু বক্তারম্ অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

বাক্য (বেদবাক্য বা ব্রহ্মবাক্য অথবা গুরুবাক্য) আমার মনে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমারমন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুক। হে স্বপ্রকাশ চেতনা (বা ব্রহ্ম)! আমার নিকট প্রকাশিত হও। ব্রহ্মবাক্য সমূহ আমার নিকট আগমন কর। হে শ্রুতিলক্ষ্য বাক্যসকল (যে সব বেদবাক্য আমি শ্রবণ করিয়াছি) আমাকে পরিত্যাগ করিও না (অর্থাৎ, শ্রুত বেদবাক্য সকল যেন আমি ভুলিয়া না যাই)। এই বেদপাঠের দ্বারা দিনরাত আমি একই ভাবে সতেজ থাকিব (দিনরাত মানে সুসময় দুঃসময়)। আমি বেদবাক্য বলিব। আমি সত্য বাক্য বলিব। সেই ব্রহ্মচেতনা আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমি যেন বেদবিরুদ্ধ পথে না চলি)। আমার আচার্যকে রক্ষা করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

৬। ওঁ সং নো মিত্রঃ সং বরুণঃ। সং নো ভবত্বর্যমা।
সং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। সং নো বিষ্ণু রুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যমি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্।
অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

মিত্র আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন। বরুণ সুখপ্রদ হউন। অর্যমা সুখপ্রদ হউন। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হউন। বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী বিষ্ণু আমাদিগের সুখদায়ক হউন।

ব্রহ্মকে নমস্কার। ব্রহ্মরূপী বায়ুকে নমস্কার। হে বায়ু, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে বলিব। ঋত স্বরূপ বলিব, সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শক্তিবাদ শরণম্॥ শক্তির তিনটা স্তর; (১) অষ্ট শক্তির স্তর, (২) সমষ্টি অষ্টশক্তির সক্রিয় স্তর এবং (৩) সমষ্টি অষ্টশক্তির নিষ্ক্রিয় স্তর। আচার্য শঙ্কর নিষ্ক্রিয় অষ্টশক্তির স্তরকে কেন্দ্র করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপনা করিয়াছেন। আমাদের কথা - সক্রিয় অষ্টশক্তি এবং নিষ্ক্রিয় অষ্টশক্তি তত্ত্বতঃ এক। আমাদের প্রবর্তিত শক্তিবাদীয় উপাসনাতেও নির্গুণ এবং সগুণ ব্রহ্মবাদ বা নির্গুণ ও সগুণ শক্তিবাদ তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত আছে। শক্তিবাদকে সংক্ষেপে অনুসরণ করিবার জন্যই ''শক্তিবাদ শরণম্'' গীত হইয়া থাকে -

ওঁ শক্তিবাদং শরণং গচ্ছামি।
ওঁ শক্তিঃ সৃষ্টিমূলম্।
ওঁ শক্তিঃ স্থিতি মূলম্।
ওঁ শক্তিঃ সর্ব্ব মূলম্।
ওঁ শক্তিঃ জ্ঞানবিজ্ঞান মূলম্।
ওঁ শক্তিঃ দৈব-শক্তিমূলম্॥
ওঁ শক্তিঃ গ্রহ নক্ষত্রানামং মূলম্॥
ওঁ শক্তিঃ বিশ্বরূপ মূলম্॥
ওঁ শক্তিঃ জীবমূলম্।
ওঁ শক্তিঃ জীবনমূলম্।
ওঁ শক্তিঃ ধর্ম্মমূলম্॥
ওঁ শক্তিঃ রাষ্ট্রমূলম্॥
ওঁ শক্তিঃ সমাজমূলম্॥
ওঁ শক্তিঃ অসুর নাশনম্।
ওঁ শক্তিঃ নির্গুণ-ব্রহ্ম-স্বরূপা।
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

পরিশিষ্ট

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ছিলেন তখন স্বামীজী নিম্ন লিখিত আবেদন করিয়া ছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে ধর্ম শিক্ষা বইখানি লিখিয়া ছিলেন। স্বামীজীর এই আবেদন আজও সফল হয় নাই। ছাত্র সম্প্রদায়ের এই জন্য প্রবল আন্দোলন করা উচিত।

To,
The Vice-Chancellor and Syndicate, Calcutta University

Dear Sir,

We the guardians of the Hindu students of some of the recognised High Schools in this part of the province request that necessary steps may immediately be taken for making provision in the school routine for imparting religious instruction and spiritual training among the students from the lowest to the highest classes.

We beg to state that students belonging to the other two communities - viz. Christians and Mohammedans - have in this matter the privilege of direct or indirect support and encouragement from the State. Almost all the educational institutions for Christain boys and girls are owned and managed by one or other of the many Christian Church Missions that are spread over the country, which are subsidised financially and in other respects by the State. On the other hand there are definite circular from Government for giving Mohammedan students due facilities during school hours for observing their religious practices. But with regard to Hindu students there is no such arrangement.

It is not merely for securing any privilege to the Hindu students that we are making this application. But we feel sincerely that it is high time that our wards should be given an opportunity of knowing the best of what has been left to them as their heritage. Hindu Religion and Hindu Spiritualism and self realisation have still much to contribute to the upliftment of human thought and culture - this is now acknowledged all over the world. But it is regrettable that the Hindu students having this heritage should not have the opportunity of directly getting any benefit out of it during the peirod of formation of their character.

Moreover, it cannot escape one's notice that particularly among the Hindu Students there has been growing a lack of discipline and want of respect for any rule whatsover. The fact is that they have lost all faith for any ideal or idea, neither have they any standpoint of their own from which they can adjudge the thoughts and ideas that come

upon them, nor direct their conduct in life. This is entirely due to want of self discipline in them which they ought to culture from the very beginning of their educational career and which is amply provided, in a very systematic and scientific way, in the religious instructions and spiritual training of the Hindus.

The question of disparity of treatment from which the Hindu Students are suffering in respect of obtaining facilities for religious instruction which their fellow students belonging to the other communities are enjoying, cannot also be igored. This creates in them subconsciously a sense of defeatism which prevents the proper growth in them of that sense of self-reliance and self-respect which is so essential for the formation of a strong and steady manhood.

We, therefore, pray that a circular may kindly be issued to all schools under your control for arranging the class routine in such a way that the Hindu Students may have sufficient opportunities for obtaining religious instruction and spiritual training during the school period.

Yours Sincerely,